# सखि

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত

## অন্যান্য গ্রন্থ

—*—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | ধ্রুবতারা ( উপন্যাস—৮ম সংস্করণ ) | ... | ২৲ |
| ২। | উড়িষ্যার চিত্র ( উপন্যাস—৩য় সংস্করণ ) | ... | ২৲ |
| ৩। | অনুপমা ( উপন্যাস—২য় সংস্করণ ) | ... | ২৲ |
| ৪। | সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব বিচার ( ধর্ম্মগ্রন্থ, উপাসনার রহস্য—পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ) | | ২৲ |
| ৫। | তোড়া ( সরস চিত্রাবলী—২য় সংস্করণ ) | ... | ॥০ |
| ৬। | তপস্যা ( প্রবন্ধ-পুস্তক—২য় সংস্করণ ) | ... | ॥০ |
| ৭। | সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষা ( সমালোচনা ) | ... | ॥০ |
| ৮। | গল্পমাল্য ( ছোট গল্প ) ... | ... | ১॥০ |

# সন্ধি

রায়বাহাদুর শ্রী যতীন্দ্রমোহন সিংহ

বরদা এজেন্সী,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

২৷০

প্রকাশক
শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী, এম-এ, বি-এল,
বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

প্রিণ্টার—শ্রী যতীন্দ্রনাথ বসু,
শ্রীধর প্রেস,
২৩।১ই, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

দাম দুই টাকা চার আনা।

# গ্রন্থকারের কথা

'কিশোরের কথা' ও 'নীহারিকার কথা' পড়িবার আগে আপনারা গ্রন্থকারের একটি কথা শুনুন। অনেকে বলেন, পঞ্চাশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলে সাধারণতঃ বাঙ্গালী গ্রন্থকারদের রস-সাহিত্য রচনার শক্তি থাকে না। স্বয়ং সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও নাকি পঞ্চাশোর্দ্ধে 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' প্রভৃতি আরণ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাই ৬৪ বৎসর বয়সে এই গ্রন্থখানি লিখিয়া আমার মনে এক সন্দেহের উদয় হইল,—ইহা উপন্যাস, না আরণ্যক গ্রন্থ? বিশেষতঃ আমি একজন প্রাচীন-পন্থী লেখক, আর একটি অতি-আধুনিক ব্যাপার অর্থাৎ নারী-প্রগতি অবলম্বনে ইহা রচিত। সেই জন্য আমি কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা সাহিত্যিককে আমার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতে দিয়াছিলাম। পূর্ব্বতন 'ভারতী' সম্পাদিকা, অসাধারণ সাহিত্য-রসিকা শ্রীমতী সরলা দেবী, 'মন্ত্রশক্তি' প্রভৃতি উপন্যাস রচয়িত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, 'দিদি' প্রভৃতি উপন্যাস রচয়িত্রী শ্রীমতী নিরুপমা দেবী—ইঁহারা আমার প্রতি

অনুগ্রহ বশতঃ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক আমার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া এবং আমাকে তাঁহাদের অভিমত জানাইয়া অত্যন্ত উৎসাহিত করিয়াছিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই উপন্যাসের **'সন্ধি'** নামকরণ করিয়া তাঁহার 'প্রবাসী'র ক্রোড়ে ইহাকে স্থান দিয়াছিলেন।

আমি ইঁহাদের নিকট আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

৺কাশীধাম,
১লা বৈশাখ, } শ্রী যতীন্দ্রমোহন সিংহ
১৩৪১।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণম্

# উৎসর্গ পত্র

শ্রদ্ধেয়া ভগিনী

শ্রীমতী সরলা দেবী

করকমলেষু।

১লা বৈশাখ,
১৩৪১। } শ্রী যতীন্দ্রমোহন সিংহ

# প্রথম খণ্ড

## কিশোরের কথা

### ১

আমরা পাঁচটি ছেলে কৃষ্ণনগরের এক হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম—শঙ্কর, বিনয়, বিভূতি, কান্তি ও আমি। আমাদের এই কয়জনের মধ্যে খুব মেলামেশা চলিত। শঙ্কর বয়সে সকলের বড় ছিল। সে দেখিতে সুপুরুষ, লেখাপড়ায় ক্লাসে সর্ব্বপ্রথম এবং ব্যবহারে খুব তেজস্বী ছিল। ক্লাসের অনেক ছেলে সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত, এবং তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য লালায়িত হইত। বিভূতি ও কান্তি প্রায়ই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত—তাহারা ক্লাসে এক জায়গায় বসিত, ছুটির পর একসঙ্গে বেড়াইত, অন্য সময়েও পরস্পর মিলিত হইত। আমি বয়সে তাহাদের সকলের ছোট ছিলাম। আমিও তাহাদের সঙ্গে

মিশিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তাহারা আমাকে কাছে ঘেঁসিতে দিত না। আমি দূর হইতে শঙ্করের একজন নীরব উপাসক ছিলাম। ভাল ছেলে বলিয়া শঙ্করের বিলক্ষণ গর্ব্ব ছিল। সে সময়-সময় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত, কিন্তু তাহার দলের ছেলেরা তাহা সাদরে সহ্য করিত।

তাহাদের "অপোজিশন বেঞ্চের" (বিরুদ্ধ দলের) নেতা ছিল বিনয়। সে পড়াশুনায় তত দূর মনোযোগী ছিল না। কিন্তু ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলাধূলায় সে খুব পটু ছিল। বিনয় শঙ্করের ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারিত না। সে জন্য তাহাদের মধ্যে সময়-সময় ঝগড়া হইত। আমি মনে মনে শঙ্করের প্রতি অনুরক্ত হইলেও প্রকাশ্যে তাহার সঙ্গে মিশিতে পারিতাম না, বিনয়ের ঠাট্টার ভয়ে। পড়াশুনায় আমি মন্দ ছিলাম না, পরীক্ষায় প্রায়ই আমার স্থান হইত শঙ্করের অব্যবহিত পরে। সে জন্য বিনয় আমাকে শঙ্করের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে খাড়া করিয়া শঙ্করকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিত, এবং আমি তাহাতে নিতান্ত লজ্জা বোধ করিতাম। বিনয় অঙ্কে বড় কাঁচা ছিল, সে অনেক সময় আমার নিকট অঙ্ক বুঝিয়া লইত, ক্লাসের অন্য কোন কোন ছেলেও আমার নিকট অঙ্ক কষিতে আসিত, ইহাতে আবার শঙ্কর আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। তাহার আর একটি কারণ, শিক্ষকেরা বোধ হয় আমার বিনয়-নম্র ব্যবহারে আমাকেই বেশী ভালবাসিতেন।

## সন্ধি

এই প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের মধ্য দিয়া শঙ্কর ও আমি কিরূপে বাল্য প্রণয়ের বন্ধনে দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহার ইতিহাস এখানে কিছু বলিতেছি। কারণ, পরবর্ত্তী জীবনেও আমাদের এই প্রণয়ের গ্রন্থি আর একটি সূত্রের সহিত মিলিত হইয়া একটা কঠিন জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি নদীতীরে বেড়াইতে গিয়া একটি বটগাছের তলে বসিয়া সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতেছিলাম। সূর্য্য উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া পাটে বসিতেছিলেন। সেই লাল রঙ আদিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে পতিত হওয়ায় তাহার শ্যামলতা স্নিগ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে আমার পশ্চাৎ হইতে কে গাইয়া উঠিল—

"যমুনা পুলিনে বসি কাঁদে রাধা বিনোদিনী।"

আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম শঙ্কর আসিতেছে—তাহার সঙ্গে কান্তি, বিভূতি ও অমিয়। কান্তি আমার সম্মুখে আসিয়া তাহার দুই হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে আবার ঐ গানের পদটি গাইল। আমি তাহার কাণ্ড দেখিয়া একটু হাসিলাম। তখন কান্তি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

'ওগো রাধাবিনোদিনী—ওগো রাইকিশোরী, এখানে একলাটি বসে কি ভাবছ?'

বিভূতি বলিল, 'রাইকিশোরী আর কি ভাবে,—শ্যামের ভাবনা।'

এই বলিয়া সে ও আর সকলে সেখানে বসিল। আমি বলিলাম, 'দেখ সূর্য্য কেমন লাল হয়ে অস্ত যাচ্ছে!'

কান্তি বলিল, 'অর্থাৎ এর পূর্ব্বে প্রতি সন্ধ্যায় সূর্য্য গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ ক'রে অস্ত যেত, আজ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। এটা শ্রীমতী রাইকিশোরীর একটা মস্ত আবিষ্কার!'

কান্তির এই রসিকতায় শঙ্কর হাসিল না। সে সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া সেই অতুলনীয় শোভা দেখিতেছিল। আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, 'বাস্তবিকই সুন্দর।'

তাহার এই প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং তাহার সহিত আমার যে দূরত্ব ছিল তাহা যেন একটু কমিয়া গেল।

কান্তি ছাড়িবার পাত্র নহে, সে বলিল, 'কিশোরের দেখা-দেখি তোমরা সবাই যে কবি হয়ে উঠলে—আমরা যাই কোথায়?'

শঙ্কর এবার তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—'যাও ঐ চুলোয়। একটা সুন্দর জিনিষ দেখে উপভোগ করবার কাল্‌চার তোদের নেই, এই তোদের শিক্ষা!'

কান্তি ধমক খাইয়া দৃষ্টি নত করিল। শঙ্করের মেজাজের ঠিক ছিল না, সে হাসিতে হাসিতে হঠাৎ রাগিয়া উঠিত। কান্তি জব্দ হওয়ায় বিভুতি যেন একটু খুসি হইল। সে তাহার মনের ভাব গোপন করিবার জন্য বলিল, 'আচ্ছা বল তো, সূর্য্য অস্ত গেলে কার দুঃখ হয়?'

# সন্ধি

শঙ্কর কান্তিকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, 'বল না তুই—'

কান্তি মুখ ভার করিয়া বলিল—'জানিনে; কিশোর গুড্ বয়, তাকে জিজ্ঞেস কর।'

আমি বলিলাম, 'কেন, আজ পণ্ডিতমশায় ক্লাসে যে সংস্কৃত শ্লোকটি লিখিয়ে দিয়েছেন, তাতেই ত আছে সূর্য্যের বন্ধু পদ্ম, আর চন্দ্রের বন্ধু কুমুদ—'

শঙ্কর বলিল—'শ্লোকটি বড় সুন্দর—

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদঃ
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মঃ।
ইন্দোর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধুঃ
যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং ॥'*

* গিরিশিরে শোভে শিখী
গগনে জলদ,
লক্ষ যোজনেতে রবি
জলে কোকনদ।
দুই লক্ষ যোজনেতে
রহি শশধর,
কুমুদের বন্ধু হয়
ব্যক্ত চরাচর ॥
যে জন প্রেমের বশে
যার প্রিয় হয়,
যতই দূরেতে থাকে
সদা কাছে রয় ॥

বিভূতি বলিল, 'তোমার শ্লোক শুনলাম, এবার একটা গান হোক।'

শঙ্কর কান্তিকে বলিল, 'তুই একটা গা না।'

কান্তি বলিল, 'না ভাই, আমার গলা ভাঙা, আমি পারব না।'

শঙ্কর বলিল, 'রাগ হয়েছে। অমিয়, তুই তোর সেই 'সোনার গগনে' গানটা গা।'

তখন অমিয় সেই গানটি গাইল। গান শেষ হইলে আমরা একসঙ্গে বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

২

পরদিন যথাসময়ে স্কুলে গেলাম। প্রথম ঘণ্টায় এসিষ্টাণ্ট হেড্‌মাষ্টার জনার্দ্দনবাবু ইংরেজী পড়াইতে আসিলেন। তিনি বড় কড়া লোক ছিলেন, ছেলেরা তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করিত। তাঁহার ঘণ্টায় কেহ টুঁ শব্দটি করিতে পারিত না। তিনি ক্লাসে বসিয়াই আমাদিগকে একটি রচনা লিখিতে দিলেন। আমরা রচনা লিখিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলে খাতা রাখিলাম। তিনি একখানা খাতা হাতে করিয়া তাহা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ঠিক এই সময়ে আমি যে বেঞ্চে বসিয়াছিলাম তাহার সম্মুখের দিক হইতে একটা কাগজের মো[illegible]সিয়া আমার উপর পড়িল। এই কার্য্যটি

অতি সন্তর্পণে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা জনার্দ্দনবাবুর দৃষ্টি এড়াইলনা। তিনি অমনি 'ও কি হচ্ছে?' বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, এবং সেই কাগজের মোড়কটি আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন। আমি উহা খুলিয়াছিলাম—উহাতে পেনসিল দিয়া একটি পুরুষ ও একটি নারীর আকৃতি নিতান্ত অপটু হস্তে আঁকা ছিল, সেই নারীর পাশে লেখা ছিল 'রাইকিশোরী,' আর ছবি দুটির নীচে লেখা ছিল 'যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং'। শিক্ষক মহাশয় উহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'কী! ক্লাসে ব'সে ইয়ারকি দেওয়া হচ্ছে? এ কাজ কে করেছে?'

তাঁহার গর্জ্জন শুনিয়া ক্লাসের বালকবৃন্দ ভয়ে নিস্পন্দ হইল। কাহারও কোন উত্তর না পাইয়া তিনি আমাকে কাছে ডাকিলেন। আমি বলিদানের ছাগশিশুর মত কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

তিনি আমাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন—'এ কাগজটা তোমার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিল?'

উত্তর।—আজ্ঞে হাঁ।

'কে মেরেছিল?'

উত্তর।—আজ্ঞে আমি দেখি নাই।

'তুমি জান কে মেরেছিল?'

উত্তর।—আজ্ঞে আমি জানি না।

'কাগজটা কোন দিক থেকে এসেছিল?'

উত্তর।—আজ্ঞে আমার সম্মুখ থেকে।

শিক্ষক মহাশয় তখন আমার সম্মুখের বেঞ্চের ছেলেদিগকে একে একে কাছে ডাকিয়া ঐ লেখা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহই দোষ স্বীকার করিল না। তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং ঐ কাগজখানি হাতে করিয়া হেড্ মাষ্টারের খাস কামরায় গেলেন। ঐ সকল সন্দিগ্ধ ছেলেদের মধ্যে শঙ্কর, বিভূতি, কান্তি, আরও তিন জন ছিল। তাহারা রোষকষায়িত লোচনে আমার পানে তাকাইতে লাগিল। আমি একজন ঘোর অপরাধীর ন্যায় জড়সড় হইয়া আমার জায়গাটিতে বসিয়া রহিলাম। তখন বিনয়ের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? সে, 'কী! ক্লাসে ব'সে ইয়ারকি দেওয়া হচ্ছে?' এই কথাগুলি বিভিন্ন ভঙ্গীতে উচ্চারণ করিয়া তাহার দলের ছেলেদের কৌতুক উৎপাদন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হেড্ মাষ্টারের বসিবার ঘরে আমার ডাক পড়িল। আমি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। হেড্ মাষ্টার মহাশয় ছিলেন কঠোর নীতিবাদী, হাস্যকেও তিনি অধর্ম্মের কাজ মনে করিতেন। তবে তিনি খুব ধীরপ্রকৃতি, হঠাৎ কাহারও প্রতি রুষ্ট হইতেন না, এবং যত দূর সম্ভব ন্যায়বিচার করিতে চেষ্টা করিতেন। জনার্দ্দনবাবু তাঁহার পাশে বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিয়া পূর্ব্ব দিনের ঘটনা বাহির করিয়া লইলেন। তখন শঙ্কর, বিভূতি ও কান্তি এই তিন জনের তলব হইল। হেড্ মাষ্টার তাহাদিগকে 'যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং' এই লাইনটি কাগজে পেনসিল দিয়া লিখিতে বলিলেন। সেই কাগজখানির সহিত তাহাদের লেখা মিলাইয়া দেখিয়া হেড্ মাষ্টার কান্তিকে পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি ঠিক করিয়া বল, এটা তোমার হাতের লেখা কি-না?' কান্তি অবিচলিত ভাবে উত্তর দিল—'না।'

কিন্তু হেড্ মাষ্টার তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ সেই কাগজখানিতে 'দূরং' শব্দটিতে 'দ'য়ে হ্রস্ব উকার দেওয়া হইয়াছিল, এখন কান্তির লেখাতেও সেই ভুল দেখা গেল। এইরূপে কান্তির দোষ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া হেড্ মাষ্টার তাহাকে মিথ্যা কথা বলার অপরাধে ১৲ টাকা জরিমানা করিলেন, এবং ভবিষ্যতে সে এরূপ গর্হিত কাজ না করে সেজন্য সতর্ক করিয়া দিলেন। আমরা সকলে ক্লাসে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু জনার্দ্দন-বাবু যেন এই লঘু দণ্ডে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ক্লাসে ফিরিয়া আসিয়া কান্তির অপরাধ নিতান্ত গুরুতর, সে বখাটে ছেলে, আমার ন্যায় সুশীল বালকদের কান্তির সহিত মেলামেশা করিলে আমাদের পরকাল মাটি হইবে, এইরূপ একটি 'লেকচার' দিলেন। এইরূপে ঘণ্টা বাজিয়া গেল। জনার্দ্দনবাবু উঠিয়া গেলে বিনয়

তাঁহার স্বর অনুকরণ করিয়া বলিল, 'অতএব হে বালকগণ! সাবধান, তোমরা আর ক্লাসে বসিয়া ইয়ারকি দিও না।' বিনয়ের কথা শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কিন্তু শঙ্কর ও তাহার সঙ্গীরা সে হাসিতে যোগ দিল না, তাহারা মুখ চুণ করিয়া বসিয়া রহিল।

ইহার পর হইতে শঙ্কর ও তাহার দলের ছেলেরা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে আর মিশিবার চেষ্টা করিতাম না। আমি নদীর ধারে বেড়াইতে না গিয়া অন্য দিকে বেড়াইতে যাইতাম। কিন্তু কয়েকদিন পরে একলা একলা বেড়ান ভাল লাগিল না। আমার মন আবার শঙ্করের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই আমি এক দিন সাহস করিয়া নদীর ধারে বেড়াইতে আসিলাম। দেখিলাম শঙ্কর, কান্তি ও বিভূতি সেই বটগাছের তলে বসিয়া উচ্চহাস্য সহকারে গল্প করিতেছে। আমাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ করিল,—

কান্তি বলিল, 'A good boy always minds his lessons' (সুবোধ বালক সর্ব্বদা লেখাপড়া করে)।

বিভূতি।—'He does not play with bad boys' (সে দুষ্ট বালকদের সঙ্গে খেলা করে না)।

কান্তি।—"Two sides of a triangle are greater than

the fourth side' ( একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু চতুর্থ বাহু অপেক্ষা বড় )।

এই কথাতে শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। বিভূতি বলিল, Chandragupta was the grand-daughter of Ashoke' ( চন্দ্রগুপ্ত অশোকের নাতনী )।

কান্তি।—'Aurangzeb imprisoned Chandragupta and ascended the throne of Delhi' ( ঔরঙ্গজেব চন্দ্রগুপ্তকে কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন )।

শঙ্কর বলিল, 'বেশ, বেশ, আরও কিছু!'

বিভূতি।—'Akbar defeated Aurangzeb at the battle of Plassey in the year of our Lord 1957' ( আকবর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন )।

এই কথায় তাহারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমিও দূর হইতে তাহাদের হাসিতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহাদের এই প্রকার পরিহাস শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার উপর তাহাদের রাগটা বোধ হয় পড়িয়াছে। কিন্তু শঙ্কর আমাকে ডাকিল না বা আমার সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিল না, দেখিয়া আমি অন্য দিকে চলিয়া গেলাম।

পর দিন বৈকালের সময় বুকপোষ্টে আমার নামে একখানা বই আসিল। সেখানি 'দত্তা' উপন্যাস, সবে নূতন বাহির হইয়াছে, আমার

ভগ্নীপতি আমার ভগিনীর জন্য পাঠাইয়াছেন। আমি বইখানা পাইয়াই তাহার প্যাকেট খুলিয়া ফেলিলাম। আমার পার্শ্ববর্ত্তী ছেলেদের হাতে হাতে বইখানা ঘুরিতে লাগিল। শঙ্করও সেই বইখানার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিল দেখিলাম, কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া তাহা দেখিতে চাহিল না।

ইহার অল্পক্ষণ পরে স্কুলের ছুটি হইল এবং আমি সেই বইখানা লইয়া বাড়ী গেলাম। বাড়ী গিয়া আমি সে বইখানা দিদিকে না দিয়া উহা আমার কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আমি শঙ্করদের বাড়ীর পথে ফিরিলাম। তখন শঙ্করের বাড়ী ফিরিবার সময় হইয়াছিল। অল্প দূর আসিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম শঙ্কর আসিতেছে। তাহাকে জ্যোৎস্নালোকে চিনিলাম। তখন আমি আমার গন্তব্য পথে যেন আপন মনে যাইতেছি, এই ভাব দেখাইয়া তাহার সম্মুখে আসিলাম। আমাকে দেখিয়া শঙ্কর বলিল, 'কে ও, কিশোর না কি?' আমি বলিলাম, 'হাঁ।' সে দাঁড়াইল না, আর কোন কথাও বলিল না, চলিতে লাগিল। আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহাকে বলিলাম, 'এই বইখানা আজ ডাকে এসেছিল, তুমি যদি পড়তে চাও তবে নিতে পার।' এই কথা শুনিয়া শঙ্কর থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, 'আজ যে বড় ভাব করতে এসেছ?'

আমি নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া ছল ছল নেত্রে বলিলাম, 'কেন, আমি তোমার কি করেছি ?'

সে বলিল—'কর নাই ? সে দিন হেড্ মাষ্টারের কাছে আমাদের অপমানিত করেছিল কে ?'

আমি কাতর ভাবে বলিলাম, 'ভাই, আমার কোন দোষ নাই। আমি তোমার বিরুদ্ধে তো কোন কথাই বলি নাই। তুমি অনর্থক আমার উপর রাগ ক'রো না।'

শঙ্কর আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আমি অনেক কষ্টে অশ্রুসম্বরণ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। আমি কতক দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বিনয় তাহার দল-বল সহ খেলার মাঠ হইতে ফিরিতেছে। আমি তাহাদের পাশ কাটাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বিনয় আমাকে দেখিয়া ফেলিল এবং হাতছানি দিয়া কাছে ডাকিল। আমি সভয়ে তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম। সে বলিল, 'কি রে কিশোর, তুই যে আজকাল বড় গুড্ বয় হয়েছিস ? মাঠে খেলতে যাস্ না, আবার বই হাতে ক'রে বেড়াতে যাস্।'

আমি কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু বিনয় ছাড়িবার পাত্র নহে। 'ওখানা কি বই দেখি,' বলিয়া আমার হাত হইতে বইখানা টানিয়া লইল।

তাহার সঙ্গী বিমল বলিল—'এই বইটাই ত আজ স্কুলে কিশোরের নামে ডাকে এসেছিল, কেমন না রে ?'

আমি 'হুঁ' বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—বেশী কথা বলিলে পাছে ধরা পড়ি। বিনয় বইখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিল, 'কিন্তু এই বই নিয়ে তুই আজ শঙ্করদের বাড়ীর দিকে কেন গিয়েছিলি বল ত ? ওহো! বুঝেছি, শঙ্করকে ঘুস দিয়ে খুশী করতে ?' তাহার এই কথায় তাহার সঙ্গীরা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। আমি যেন লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিনয়ের বোধ হয় একটু দয়া হইল। সে বইখানা আমার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'যা এখন বাড়ী যা ;—খুব পড়বি, এই হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হওয়া চাই। তুই শঙ্করের চেয়ে কম কিসে ? তিনি কেবল মুখস্থর জোরে দু-চার নম্বর বেশী পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন।' আমি আর সেখানে না দাঁড়াইয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতে লাগিলাম,—শঙ্কর আমার কে ? আমি তাহার নিকট এরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিলাম কেন ? আবার তাহার জন্য বিনয়ের নিকটই বা এরূপ বিদ্রূপ সহ্য করিলাম কেন ? আমি তাহাকে ভালবাসি, কিন্তু সে ত আমাকে দেখিতে পারে না। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর শঙ্করের সঙ্গে মিশিতে যাইব না। কিন্তু ইহার পর যে ঘটনা ঘটিল তাহাতে আমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় উড়িয়া গেল

৩

গোয়াড়ী বাজারের দোকানদারদিগের প্রতিবৎসর একটা বারোয়ারী পূজা হয়, এবং তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে ভাল যাত্রার দল আনা হয়। সেই যাত্রা-গানের আসরে লোকের অত্যন্ত ভিড় হয়, বিশেষতঃ স্কুল-কলেজের ছাত্রদের। সেবার যাত্রা-গানের প্রথম দিন আসরে সামনে বসা লইয়া কতকগুলি ছেলে অত্যন্ত গোলমাল করিল। সেজন্য বারোয়ারীর কর্ত্তৃপক্ষ শান্তিরক্ষার জন্য কয়েক জন বড় বড় ছাত্রকে ভলান্‌টিয়ার নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহাতে ফল হইল বিপরীত। আমাদের ক্লাসের বিনয় একজন ভলান্‌টিয়ার হইল। সে শঙ্করের দলের উপর চটা ছিল। শঙ্করের দল তাহাকে ভলান্‌টিয়ার হইতে দেখিয়া তাহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিষেধ না শুনিয়া যখন সামনের জায়গা দখল করিতে চেষ্টা করিল তখন একটা মারামারির উপক্রম হইল। বারোয়ারীর সেক্রেটারী হাজারী বাবু অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও তাহাদিগকে থামাইতে পারিলেন না। তখন তিনি পুলিসে খবর দিলেন। খবর পাইয়া থানা হইতে কয়েক জন কনেষ্টবল আসিল। পুলিসের ভয়ে শঙ্কর, কান্তি প্রভৃতি কয়েক জন ছাত্র বাহির হইয়া গেল, কিন্তু তাহারা একেবারে নিরস্ত হইল না। এক ঘণ্টা পরে গান যখন জমিয়া উঠিয়াছে,—সেনাপতি ইন্দ্রদমন যখন হংসকেতু

## সন্ধি

রাজাকে বনে পাঠাইবার জন্য ছোটরাণী চন্দ্রাবতীর সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছেন,—ঠিক এই সময়ে টুপ্ করিয়া একটা ঢিল আসিয়া একটা বেলোয়ারি ঝাড়ের উপর পড়িল। দেখিতে দেখিতে আরও দুই-তিনটি ঢিল আসিয়া পড়ায় একটা গোলমালের সৃষ্টি হইল। তখন কনেষ্টবলেরা সেই অনিষ্টকারীদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিল। প্রকৃত দোষী যাহারা তাহারা চম্পট দিল—ধরা পড়িল শঙ্কর, সত্যচরণ, অমিয়। অবশ্য তাহারাও সেই অনিষ্টকারীদের দলভুক্ত ছিল, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহারা ঢিল ছোঁড়ে নাই। হাজারী বাবু তখন কনেষ্টবলদিগের সাহায্যে তাহাদিগকে থানায় লইয়া চলিলেন, কারণ ঢিল লাগিয়া কয়েকটা মূল্যবান ঝাড় ভাঙিয়া গিয়াছিল এবং এই গুরুতর ক্ষতি অম্লান বদনে সহ্য করা কর্তৃপক্ষের দিক হইতে সম্ভবপর ছিল না। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া এই সকল ঘটনা দেখিতেছিলাম।

হাজারী বাবুর বাড়ী আমাদের বাড়ীর পাশে, তিনি আমার দাদার সহপাঠী ছিলেন, সর্ব্বদা আমাদের বাড়ী আসিতেন এবং আমি তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতাম। তিনি যখন থানায় যাইতেছিলেন, আমি অগ্রসর হইয়া চুপে চুপে তাঁহাকে বলিলাম—'দাদা, আমার একটা কথা শুনুন।'

হাজারী বাবু বলিলেন—'কি বল্‌বি বল্। তুইও এ-দলে আছিস না কি?'

আমি বলিলাম—'আপনি কি মনে করেন ?'

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—'তোকে ত আমি বরাবরই ভাল ব'লে জানি, কি ব'লতে চাস্ বল।'

আমি শঙ্করকে দেখাইয়া বলিলাম,—'আপনি ঐ ছেলেটিকে চেনেন ?' তিনি বলিলেন—'না—ওকে চিনি না, তবে ওকে এই দলের নেতা ব'লেই মনে হয়।'

আমি বলিলাম—'ওর চেহারাটা সেই রকমই বটে, কিন্তু ওর স্বভাব অতি চমৎকার। ওর নাম শঙ্কর, মুনসেফ্ বাবুর ছেলে। আমি নিশ্চয় জানি শঙ্কর এইরূপ দুষ্কার্য্য কখনই ক'রতে পারে না। ওকে কনেষ্টবল ভুল ক'রে ধরেছে। দাদা, আপনি ওকে ছেড়ে দিন।'

হাজারী বাবু নরম হইয়া বলিলেন—'মুনসেফ্ বাবুর ছেলে—তোর বন্ধু—তুই বলছিস ও নির্দ্দোষ—আচ্ছা, আমি ওকে ছেড়ে দিলাম।'

এই বলিয়া তিনি কনেষ্টবলদিগকে কি বলিলেন, তাহারা শঙ্করকে ছাড়িয়া দিল।

শঙ্কর এইরূপে ছাড়া পাইয়া আমার কাছে আসিল এবং আমাকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'কিশোর, আমি এত দিনে জানলুম, তোর মত হিতৈষী বন্ধু আমার আর কেউ নেই।'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'অর্থাৎ রাজদ্বারে শ্মশানে চ য



২

তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ—কিন্তু ভাই, হেডমাষ্টারের দ্বারে ত আমাকে শত্রু ব'লেই মনে করেছিলে।'

শঙ্কর আমার হাত তাহার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'সে জন্য তুই কিছু মনে করিস্‌নে ভাই। আমি ভুল বুঝেছিলুম। ভুল বুঝে তোর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছিলুম। আজ থেকে আমি আর ও-সব ছেলেদের সঙ্গে মিশব না। দেখিস ভাই, আজকার এ কথা যেন বেশী জানাজানি না হয়। আমার বাবা শুনলে নিশ্চয়ই আমাকে আর ঘরের বাইরে যেতে দেবেন না।'

আমি বলিলাম,—'কুচ পরোয়া নেই, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। চল তবে আমরা এখন বাড়ী ফিরে যাই, আজ আর যাত্রা শুনে কাজ নেই।'

এই বলিয়া আমি শঙ্করের সঙ্গে বাড়ী রওনা হইলাম। হাজারী বাবু অমিয় ও সত্যচরণকে লইয়া থানায় গেলেন। পরদিন শুনিলাম, দারোগা তাহাদের নিকট মুচলিকা লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তদন্তে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ না পাওয়ায় তাহাদিগকে আর তলব করিলেন না।

এইরূপে শঙ্করের সহিত আমার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম, সেও আমাকে ভালবাসিতে লাগিল। ক্লাসে আমরা প্রায়ই এক জায়গায় বসিতাম। অন্য সময়ে আমি তাহাদের বাসায় যাইতাম, সেও আমাদের বাড়ীতে আসিত।

শঙ্কর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হওয়ায় কান্তি, বিভূতি ইহারা আর আমাকে জ্বালাতন করিত না। শঙ্কর তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা পরিত্যাগ করিল। বিনয় সময়-সময় আমাকে টিট্‌কারি দিতে ছাড়িত না, কিন্তু আমি যথাসম্ভব তাহারও মন রাখিয়া চলিতাম। শঙ্করের একটি ভগিনী ছিল, তাহার নাম প্রমীলা। সে গোয়াড়ী বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িত। তাহার স্কুল আমাদের বাড়ীর খুব নিকটে, সে মধ্যে-মধ্যে আমার বোন কমলার সহিত আমাদের বাড়ীতে আসিত ও আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত। আমি তাহাদের বাড়ীতে গেলে সে আমাকে যেন পাইয়া বসিত। তাহার মাও আমাকে খুব আদর করিতেন।

সেবারে বাৎসরিক পরীক্ষায় শঙ্কর পূর্ব্বের ন্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিল, কিন্তু অঙ্কে আমিই প্রথম হইলাম, মোটের উপর আমি দ্বিতীয় হইলাম। আমাদের হেড পণ্ডিত মহাশয় আমাদের দুইজনের অত্যন্ত ভাব দেখিয়া আমাদের নাম দিয়াছিলেন "মাণিকজোড়"—কিন্তু অল্প দিন পরেই আমাদের 'জোড়' ভাঙিয়া গেল। আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষার পরেই শঙ্করের পিতা অমরেন্দ্র বাবু বরিশাল বদলী হইয়া গেলেন, আমি কৃষ্ণনগরেই রহিলাম।

বরিশালে গিয়া শঙ্কর মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিত, আমিও তাহাকে পত্র দিতাম। তাহার চিঠি না পাইলে মন বড় ব্যাকুল

হইত। কিন্তু ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই আমাদের চিঠি লেখালেখি কমিতে লাগিল এবং অবশেষে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। যাহাকে একদিনও না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না,—যেদিন তাহার সঙ্গে দেখা না হইত সে দিনটাই ব্যর্থ মনে করিতাম, কালক্রমে তাহাকে ভুলিয়া গেলাম, কদাচিৎ কখনও তাহাকে স্বপ্নে দেখিতাম। বোধ হয় শঙ্করও আমাকে সেইরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল। ইহাই বুঝি বাল্যপ্রণয়ের প্রতি বিধাতার অভিশাপ। কিন্তু ইহার পর শঙ্করের সহিত যখন পুনর্ম্মিলিত হইলাম, তখন বিধাতা আমাদের দ্বারা অন্য খেলা খেলিবেন বলিয়াই যেন আমাদের পূর্ব্বপ্রণয়ের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছিলেন।

৪

সে ছ-সাত বৎসর পরের কথা। আমি কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে আই-এসসি পাস করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইলাম। আমি এনাটমি, ফিজিওলজী চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিলাম। হাঁস-পাতালে 'ডিউটি' করিতে গিয়া আমি যে সময় পাইতাম তাহা বৃথা নষ্ট না করিয়া ইংরাজী বাঙ্গলা অনেক কাব্য উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কেবল পড়িয়া তৃপ্তি হইল না—কিছু কিছু লিখিতেও আরম্ভ করিলাম। প্রথমে দুই-তিনটি ছোট গল্প লিখিলাম।

শঙ্কর বলিল—'আমি ত আমাদের নিজের বাড়ীতেই থাকি, ভবানীপুরে ; সব ভুলে গিয়েছিস দেখছি। আমার বাবা সবজজ হয়েছিলেন, 'রিটায়ার' ক'রে এখন বাড়ীতেই আছেন। আমি 'ল' পড়ছি।—আমার বোন প্রমীলাকে মনে পড়ে ?'

আমি বলিলাম—'হ্যাঁ, পড়ে বইকি। তাকে ছোট দেখেছিলাম, এখন কত বড় হয়েছে।'

'তাকে যদি দেখবি তবে আমার সঙ্গে আয়। তোদের গলির পাশের ঐ গলিতে সম্প্রতি তার বিয়ে হয়েছে। আমি সেখানেই যাচ্ছি—আর দেরি করিস নে।'

'একটু দাঁড়াও শঙ্কর-দা, আমার এই কাপড়টা বদলে আসি। রাস্তায় দাঁড়াবে কেন, এস আমার ঘরে এক মিনিট বসে যাবে।' এই বলিয়া শঙ্করকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আমার ঘরে লইয়া আসিলাম। আমি আমার বাক্স হইতে ধোয়া ধুতি পাঞ্জাবী বাহির করিয়া তাহা পরিতে পরিতে বলিলাম—'এক কাপ চা খাবে শঙ্কর দা ?'

শঙ্কর বলিল—'নারে না। আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি, আবার সেখানে গিয়েও ত কিছু খেতে হবে।' এই বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

আমরা হাত ধরাধরি করিয়া চলিলাম। অল্প দূর গিয়াই একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া শঙ্কর হাকিল—'সুকুমার।' তখন একটি সুদর্শন যুবক বাহির হইয়া আসিয়া আমাদিগকে দেখিয়া বলিল—'ইনি কে ?'

শঙ্কর বলিল—'এটি আমার হারানো মাণিক।'

যুবকটি কিছু বুঝিতে না পারিয়া আমাদিগকে লইয়া যেই একটি ঘরে ঢুকিবে, অমনি চকিতা হরিণীর ন্যায় একটি তরুণী সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, ইনি আমার সেই চিরপরিচিতা বেথুনের ছাত্রী বিদ্যুৎশিখা। সুকুমার শঙ্করের ভগিনীপতি, ইনি সুকুমারের ভগিনী, নাম নীহারিকা।

---

দাদা ঈষৎ হাসিয়া কোপমিশ্রিত স্বরে বলিল,—'যা—তুই বড় ফাজিল। বউভাতের নিমন্ত্রণ কাকে কাকে করতে হবে তার একটা ফর্দ্দ করা চাই—তুই এখন উঠে আয়।'

৪

বউভাতের দিন অনেক আত্মীয়কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণ হইল। দাদার কলেজের অনেক বন্ধু আসিল। ওদিকে কন্যাপক্ষেরও অনেক লোক আসিল। বৈঠকখানার একটা পাশের ঘরে যুবক-দিগের বৈঠক বসিল। সেখানে হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজবের ফোয়ারা ছুটিল। আমি দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিলাম। ঐ দলের একটি যুবক আর সকলের কথায় যোগ না দিয়া এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার আকৃতি ও মুখের ভঙ্গিতে একটা বিশিষ্টতা ছিল। সে যেন ঐ-দলের চেয়ে অনেক বিষয়ে পৃথক। দাদা সেখানে আসিতেই একটি ছোকরা বলিল,—'ওরে সুকুমার, তোর সম্বন্ধীকে ত দেখছি না?' তখন আর একটি ছোকরা চারি দিকে তাকাইয়া বলিল,—'ঐ যে শঙ্কর বাবু ওখানে—আপনি চোরের মত ওখানে বসে আছেন কেন শঙ্কর বাবু, এদিকে আসুন।' শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—'আমি এতক্ষণ আপনাদের কথা শুনছিলুম।'

দাদা শঙ্করকে উঠিয়া আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। শঙ্কর

উঠিয়া দাদার সঙ্গে বাহিরে আসিল। দাদা অমনি তাহাকে আমার কাছে আনিয়া বলিল—'শঙ্কর বাবু, এটি আমার বোন নীরু—ওর ভাল নাম নীহারিকা, ও বেথুনে বি-এ পড়ছে।'

আমি অমনি লজ্জায় জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলাম। শঙ্কর আমাকে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিল। আমাকে হঠাৎ এরূপ অপ্রস্তুত করা দাদার ভারি অন্যায়। আমি মনে মনে তাহার উপর বিরক্ত হইলাম। কিন্তু ভদ্রলোকের সামনে মুখে কিছু না বলিয়া বাহিরে সৌম্য ভাব দেখাইলাম। শঙ্কর আমার সঙ্গে কি আলাপ করিবে খুঁজিয়া না পাইয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন আমি বলিলাম,—'আপনার বোনকে দেখবেন আসুন।' এই বলিয়া প্রমীলা যে-ঘরে সাজগোছ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহাকে সেখানে লইয়া গেলাম। দাদা আমাদের সঙ্গে না আসিয়া তাহার বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিল।

আমি প্রমীলাকে বলিলাম,—'প্রমীলা, ঘোমটা খুলে দেখ, কে এসেছেন।'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—'কি রে, তুই যে একেবারে চেলির পুঁটুলি হয়ে ব'সে আছিস্?'

আমি বলিলাম,—'আপনার বোনের ভয়ানক লজ্জা, শঙ্কর বাবু; ইংরেজী-পড়া বউয়ের এত লজ্জা হবে কেন?'

আমার কথা শুনিয়া প্রমীলা মুখের ঘোমটা সরাইয়া শঙ্করকে দেখিতে লাগিল। শঙ্কর বলিল,—'এই ত বেশ। তবে জানেন কি,

ওকে এখন কতক দিন খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে, নতুন বউ কি-না। আপনার মতন উচ্চশিক্ষিতা ননদের হাতে পড়েছে, এটা ওর মস্ত সৌভাগ্য। আপনি এখন ওকে যে-ভাবে চালাবেন, ও সেই ভাবেই চলবে। লোকে আবার ইংরেজী-পড়া বউদের পদে পদে দোষ ধরে জানেন ত। কথায় কথায় বলে, ফিরিঙ্গী হয়েছে, লজ্জা সরম নেই, ইত্যাদি।'

আমি বলিলাম,—'তা খুব জানি। কিন্তু প্রমীলা যে ভাবে থাকে, ওকে ইংরেজী-পড়া বউ ব'লে কারু সন্দেহ করবার জো নেই। আমার কিন্তু এ-সম্বন্ধে মত কিছু ভিন্ন রকমের। আমার মতে, মেয়েদের এতটা নরম হয়ে চলা উচিত নয়। তাদের সেল্‌ফ-ইফেস্‌মেণ্ট ( আত্মবিলোপ ) না ক'রে সেলফ-য়্যাসার্শন্ (আত্মপ্রতিষ্ঠা) করার সময় এসেছে। এতদিন আমাদের সমাজে নারীর যে-আদর্শ স্বীকৃত হয়ে এসেছে তার মানে হচ্ছে, নারীর কোন পৃথক সত্তা নেই, স্বামীর মধ্যে তার নিজের সত্তা ডুবিয়ে দেওয়াই হাইয়েষ্ট আইডিয়াল্ ( উচ্চতম আদর্শ )। আমি বলি, নারীও মানুষ, তার একটা পৃথক ব্যক্তিত্ব আছে, সে পুরুষের মধ্যে আত্মবিলোপ না ক'রেও তার জীবন সার্থক ক'রতে পারে। কিন্তু আপনার সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়েই লেকচার দিয়ে আপনার কান ঝালাপালা করছি, শঙ্কর বাবু।'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—'না না, আপনার কথা চমৎকার

লাগছে। আপনি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করেন দেখে খুশী হলেম। এ-সব কথা আজকাল কোন কোন মাসিক পত্রে আলোচিত হচ্ছে।"

আমি বলিলাম,—"'ভারত-প্রভা' পত্রিকায় বোধ হয় পড়েছেন।'

শঙ্কর বলিল,—'হাঁ। এটা বুঝি আপনাদের পড়বার ঘর? লাইব্রেরীতে বিস্তর বই দেখছি।'

আমি বলিলাম,—'ও-সব আমার বাবার বই। তিনি বই কিনতে বড় ভালবাসতেন। আপনার দরকার হ'লে বই নিয়ে পড়বেন। এখন আপনার সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হ'ল।'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—'তাত বটে-ই। আপনার কথা শুনতে বেশ লাগে। আচ্ছা, আপনাকে কি ব'লে ডাকব? এই স্বদেশী যুগে 'মিস্ চ্যাটার্জি,' 'মিস্ ব্যানার্জি,' এ-সব অচল।'

আমি বলিলাম;—'আমার নাম নীহারিকা, দাদা নীরু ব'লে ডাকে।'

শঙ্কর বলিল,—'তাত শুনেছি, কিন্তু আমি—'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'আপনিও সেইরূপ একটা-কিছু সংক্ষেপ ক'রে নেবেন।'

এই সময়ে মা আসিয়া বলিলেন,—'ওরে নীরু, বউমাকে নিয়ে আয়, বউ দেখতে কত লোক এসেছে।'

পরে শঙ্করের পানে তাকাইতে শঙ্কর উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম

করিল। তিনি বলিলেন—'বেঁচে থাক বাবা, আমার মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু হোক্। কতক্ষণ এসেছ? বোনের সঙ্গে বুঝি কথা হচ্ছিল? বড় ভাল মেয়ে, এর মধ্যেই আমার নীরুর সঙ্গে কত ভাব হয়েছে।'

এই বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতেই শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে গেল, আমিও প্রমীলাকে লইয়া মা'র পিছনে পিছনে চলিলাম।

৫

বউভাতের সাত দিন পরে প্রমীলাকে লইয়া যাইবার জন্য শঙ্কর আবার আমাদের বাড়ীতে আসিল। দাদা শঙ্করকে লাইব্রেরী ঘরে বসাইয়া মাকে খবর দিতে গেল। তখন বেলা আটটা, আমি মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার রান্নার জন্য কুটনা কুটিতেছিলাম,—প্রমীলা তাঁহার পূজার সাজ গোছাইতেছিল। মা বলিলেন, 'নীরু, ও-সব এখন থাকগে, তুই আগে চা তৈরি ক'রে নিয়ে যা, আর ঘরে কি কি খাবার আছে ভাখ—কুটুমের ছেলে বাড়ীতে এসেছে। বউমা, তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করবে, আমার সঙ্গে এস।'

মা প্রমীলাকে লইয়া বাহিরের দিকে গেলেন, আমি স্টোভটিতে চায়ের জল চড়াইয়া জলখাবার গুছাইতে লাগিলাম। মা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'ছেলেটি বড় ভাল, শুনেছি খুব বিদ্বান, আবার এদিকে খুব নম্র, চোখ তুলে কথা কয় না। আর কি সুন্দর চেহারা,

যেন একটি রাজপুত্তুর। বৌমা তার কাছে আছে, তুই যা—জল-খাবার নিয়ে যা।'

মা ও দাদা শঙ্করের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু আমার কাছে এ-সব কথা কেন? আমি তাঁদের মতলব বুঝি বুঝতে পারিনে, আমি এতই মূর্খ!

ইতিমধ্যে দাদা আসিয়া বলিল—'কি রে, চা হ'ল? কত দেরী?'

আমি ঈষৎ কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম,—'দাদা, তোমার যে মস্ত তাগিদ দেখছি শালা-সম্বন্ধী ত অনেকেরই আছে। জল গরম হয়েছে, এবার গুছিয়ে নিলেই হয়। তুমি এ জল নিয়ে যাও না? না না, তোমাকে নিতে হবে না, তুমি তাদের বাড়ীর নতুন জামাই। ঝি বাজার থেকে এখনও এল না—আচ্ছা, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।'

দাদা চায়ের সরঞ্জামগুলো আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিল, আমি দুই পেয়ালা চা তৈয়ারি করিলাম এবং একখানা ট্রেতে চা, নিমকি, সন্দেশ সাজাইয়া লইয়া দাদার পিছনে পিছনে লাইব্রেরী-ঘরে আসিলাম। আসিয়া দেখি, প্রমীলা জড়সড় হইয়া এক পাশে বসিয়া আছে, আর শঙ্কর একটা আলমারীর সামনে দাঁড়াইয়া বই দেখিতেছে। দাদার পিছনে আমাকে আসিতে দেখিয়া শঙ্কর বলিল,—'এই যে আপনি চা নিয়ে এসেছেন—নমস্কার, কিন্তু

আমি ত এসেই স্বকুমারকে বলেছি যে, আমি চা খেয়ে এসেছি, এখন কিছু খাব না। আপনি এত কষ্ট ক'রে এ-সব কেন আন্‌লেন ?'

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম,—'তা নয় আর একবার খেলেন। কুটুম-বাড়ী এলে মিষ্টিমুখ ক'রতে হয়।' এই বলিয়া চা ও জল-খাবার টেবিলের উপর রাখিলাম।

দাদা বলিল—'শুভস্য শীঘ্রম্—এস হে শঙ্কর, এবার আরম্ভ করা যাক।' এই বলিয়া একখানা নিমকি মুখে দিল। শঙ্করও খাইতে আরম্ভ করিল, এবং খাইতে খাইতে বলিল,—'কিন্তু আপনি যে দাঁড়িয়ে রইলেন, আপনি বস্থন।' আমি একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলাম,—'শঙ্কর বাবু, আপনার ফিজিক্যাল য়্যাপিটাইটের (শারীরিক ক্ষুধার) চেয়ে ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল য়্যাপিটাইটই (মানসিক ক্ষুধাই) খুব বেশী দেখছি, আপনি ও-সব কি বই দেখছিলেন ? আপনার কোন্ সবজেক্ট (বিষয়) পড়তে ভাল লাগে ?'

শঙ্কর চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলিল—'নীরু দেবী, আপনি জানবেন আমি একজন ভোরেশ্যাস্ রীডার (পেটুক পাঠক), অর্থাৎ গোপাল যেমন যা পায় তাই খায়, আমিও সেইরূপ যা পাই তাই পড়ি।'

দাদা বলিল,—'তুমি মস্ত ভুল করলে, শঙ্কর। দ্বিতীয় ভাগের মানে জান না ? গোপাল যা পায় তাই খায়, এর মানে

সে একজন ভোরেশ্যাস্ ঈটার ( পেটুক ) নয়, তা হ'লে সে সুবোধ বালক হ'তে পারত না।'

আমি বলিলাম,—'শঙ্কর বাবু, আপনি ঠকেছেন, আপনি গোপালের মতন সুবোধ বালক হ'তে পারলেন না। কিন্তু আজ-কালকার দিনে এ-রকম সুবোধ বালককে লোকে বেকুব বলে। আপনার তা হয়ে কাজ নেই। আপনি কি বলছিলেন—'

শঙ্কর বলিল,—'আপনাকে ধন্যবাদ, এ-যাত্রা আপনি কুমারের হাত থেকে আমাকে বাঁচালেন। আমি বলছিলাম কি, আমি এখন যে-বই পাই তাই পড়ি, তবে হিষ্টরিই আমার সবজেক্ট ( পাঠ্য বিষয় ), সেই সব বই-ই বেশী পড়ি, মধ্যে মধ্যে দু-একখানা ভাল নভেল পেলে তাও পড়ি—ওন্‌লি দি বেষ্ট বুক্‌স্ অব দি বেষ্ট অথার্স ( কেবল শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের শ্রেষ্ঠ বই )।'

আমি বলিলাম,—'বাবা ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন কি-না, আমাদের এখানে অনেক ইতিহাসের বই পাবেন, শঙ্কর বাবু। নভেলও অনেক আছে, তার অধিকাংশই ক্ল্যাসিক্যাল অথারদের।'

দাদা বলিল,—'আমার ভগিনীটিকে দেখছ, শঙ্কর, ইনি কেবল নভেল পড়েই সময় কাটান। আজকাল আবার ঝোঁক হয়েছে ফেমিনিষ্ট লিটারেচারের ( নারী-প্রগতির বইয়ের ) দিকে,

অর্থাৎ কি-না যে-সব বইয়ে স্ত্রীলোকদিগের সো-কল্ড রাইটস্ (তথাকথিত অধিকার) নিয়ে পুরুষদের সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধাতে চায়।'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—'উনি সে-বিষয়ে নিজের মনোভাব আমাদের প্রথম আলাপের দিনই আমার কাছে ব্যক্ত করেছেন। তা মন্দ কি, আমার এ-বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে খুব সিম্প্যাথি (সমবেদনা) আছে জানবেন, নীরু দেবী।'

আমি বলিলাম,—'দুর্ব্বল, অত্যাচারিত, অবলা জাতির প্রতি সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষেরই সহানুভূতি থাকা উচিত। এ-সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে আরও আলোচনা করব, শঙ্কর বাবু।'

দাদা হাসিয়া বলিল,—'আর দিবাকর শর্ম্মার সঙ্গে।'

শঙ্কর বলিল,—'তিনি আবার কে?'

দাদা বলিল,—'কেন, তার প্রতি তোমার হিংসা হ'ল না কি শঙ্কর?'

শঙ্কর বলিল,—'আমি তাঁকে চিনি না ত! যাঁর নাম কখনও শুনিনি তাঁর প্রতি হিংসা হবে কেন?'

আমি কুপিত হইয়া বলিলাম,—'দাদা তোমার মুখে কিছুই আটকায় না। ছিঃ!'

আমার এই তিরস্কার শুনিয়া দাদা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

শঙ্কর কিছু না বুঝিতে পারিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি দিবাকর শর্ম্মার সঙ্গে 'ভারত-প্রভা'র পৃষ্ঠায় বেনামীতে যে বাদানুবাদ চালাইতেছিলাম, তাহা শঙ্করের নিকট প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বলিলাম,—'শঙ্কর বাবু, আপনি 'ভারত-প্রভা' পত্রিকা পড়েন না ?'

শঙ্কর বলিল,—'ঠিক নিয়মিত পড়ি না, কখন কখন পড়ি।'

আমি বলিলাম,—'ভাল ক'রে পড়বেন, তা হ'লে দিবাকর শর্ম্মাকে চিনতে পারবেন।'

এই বলিয়া আমি সেখান হইতে উঠিয়া গেলাম। সেদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর শঙ্কর প্রমীলা ও দাদাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী রওনা হইল। দাদা দ্বিরাগমন শেষ করিয়া বউকে আবার সঙ্গে লইয়া আসিবে।

৬

এতদিন দাদার বিয়ের গোলমালে আমি লিখিবার অবসর পাই নাই, কিন্তু দিবাকর শর্ম্মার শেষ প্রবন্ধের একটা জবাব দেওয়ার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এবার সময় পাইয়া কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু যাহা লিখিলাম তাহা অনেকটা ফাঁকা-আওয়াজ, ইহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিয়া

তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। দিবাকর লিখিয়াছে—প্রকৃতি নারীর প্রতি অঙ্গে ইন্‌ফিরিয়রিটির ( পুরুষ অপেক্ষা হীনতার ) ছাপ মারিয়া দিয়াছে,—এ-কথা পড়িলেই আমার গা জ্বালা করে। অথচ নারীর শারীরিক গঠন অধিকতর সৌন্দর্য্যবিকাশক হইলেও পুরুষ অপেক্ষা যে দুর্ব্বলতার পরিচায়ক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু গায়ের জোরেই যে সব-কিছু হয় তা নয়। পৃথিবীর মহাপুরুষেরা, সবাই বা অধিকাংশ, মহামল্ল ছিলেন না। এমন কি, ইতিহাসে যাঁহারা যাঁহারা শৌর্য্যের জন্য, রণ-নিপুণতার জন্য, দিগ্বিজয়ী বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা সবাই দৈহিক বলে বলীয়ান ছিলেন না। পক্ষান্তরে রাজনীতিজ্ঞতার এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য প্রসিদ্ধ বীরাঙ্গনার নাম আমাদের দেশে ও অন্যত্র অনেক পাওয়া যায়। নারীদের যে শারীরিক সৌন্দর্য্যের কথা বলিলাম তাহাই নারীকে এক রকম মারিয়া রাখিয়াছে। নারী এই সৌন্দর্য্যের জন্যই ঘরে বাহিরে পুরুষের আকর্ষণের বস্তু হইয়া দাঁড়ায় এবং নানা প্রলোভনে পড়িয়া অনেক নারী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্য নারীর একচেটিয়া নহে, তাহা পুরুষেরও যথেষ্ট আছে; বিশেষতঃ নারীর চোখে। এটাও নারীর একটা দুর্ব্বলতা। নারীর আর একটা প্রধান দুর্ব্বলতা হইতেছে, তাহার স্নেহ ও প্রেমপ্রবণ হৃদয়। এই দুর্ব্বলতার জন্য নারী অতি সহজেই পুরুষের নিকট ধরা দেয়। সম্প্রতি আমি ইহার

একটা প্রমাণ চোখের সামনেই দেখিতেছি। বিবাহের পূর্ব্বে দাদা প্রমীলাকে চিনিত না, প্রমীলাও দাদাকে চিনিত না। অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যে এই দুইটি মানুষ পরস্পরকে এত দূর আপন করিয়া ফেলিয়াছে যে, এখন এক জনের অদর্শনে আর একজন থাকিতে পারে না। তাহাদের উভয়ের হৃদয়-পদ্ম প্রেমের স্পর্শে ধীরে ধীরে দল মেলিতেছে। ইহার মধ্যে কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি নাই। এখানে নারী কিসের আকর্ষণে পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিল? সুতরাং দিবাকর যে নারীর দুর্ব্বলতার কথা লিখিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তবে নারী যে মানসিক উৎকর্ষে পুরুষ অপেক্ষা হীন, এ-কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। অবশ্য শেকস্পীয়র, মিলটন, কালিদাস, ভবভূতির ন্যায় কোন কবি অথবা নিউটন, ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সারের ন্যায় বৈজ্ঞানিক নারীজাতির মধ্যে জন্মায় নাই সত্য, কিন্তু ইহারা ঈশ্বর-প্রদত্ত-প্রতিভাশালী মহাপুরুষ, ইঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আর এত কাল পুরুষ জাতির মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চা আবদ্ধ ছিল বলিয়া পুরুষেরাই সকল বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ পাইলে কোন কোন নারীও যে তাহাদের সহজাত প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে, সাহিত্যক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মাদাম কুরী একধার তাঁহার স্বামীর সঙ্গে পদার্থ-বিজ্ঞান এবং আর

এক বার রাসায়নী-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। জেন অ্যাডামস্ শান্তিস্থাপন চেষ্টার জন্য ঐ পুরস্কার পাইয়াছেন। সেল্মা লাগেরলফ এবং গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন।

সব রকম দৈহিক সামর্থ্যেই যে সব মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে হীন, তাহাও সত্য নহে। যে সতর জন সাঁতার দিয়া ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়াছেন, তার মধ্যে ছয় জন নারী।

উচ্চশিক্ষিতা নারী যদি পুরুষের অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হইয়া স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাতে দোষ কি? এতাবৎকাল পুরুষজাতি নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য নারীকে সামাজিক আইন রচনা করিয়া অধীনতাশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, নারী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া এখন নিজের হীন অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে অনেক মহীয়সী নারী পুরুষনিরপেক্ষ হইয়া নিজ নিজ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অবশ্য তাহাতে সকলস্থলে সন্তানপালনাদি গৃহধর্ম্ম রক্ষিত হয় না; তাহা নাই-বা হইল? সকল নারীই অবশ্য সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। অন্ততঃ কতক নারী যদি অন্য পথে যায়, তাহাতে সমাজের ক্ষতি কি? বহু সংখ্যক পুরুষ ত সন্ন্যাসী হয়, কেহ কেহ ধর্ম্মার্থ সন্ন্যাসী না হইলেও চিরকুমার থাকিয়া বিজ্ঞান-চর্চ্চা মানবসেবা ইত্যাদি করিয়া থাকে। তারতীয় নারীদের

মধ্যেও মানব-হিতব্রতা চিরকুমারী নারীর একান্ত অভাব নাই। আমি এই সকল কথা লিখিয়া আর একটি প্রবন্ধ রচনা করিলাম। কিন্তু ইহাতে দিবাকর শর্ম্মার সকল কথার জবাব দেওয়া হইল না। সুতরাং তাহা আমার নিকটেই রাখিলাম।

দাদা তিন দিন শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া বউকে লইয়া দ্বিরাগমন করিয়া আসিল। এবার প্রমীলা আমাদের বাড়ীতেই স্থায়ী হইল। সে আমাকে বলিল,—'দাদার ইচ্ছা আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটা দিয়ে পাস করি। আপনারা কি বলেন ?'

আমি বলিলাম, 'আমার অবশ্যই মত আছে। দাদার কি মত তা তুই নিজে জিজ্ঞেস করলেই ত পারিস ?'

প্রমীলা একটু সলজ্জ হাসির সহিত বলিল,—'তাঁর অমত নেই, তবে মা'র মত হবে কি-না জানা দরকার।'

আমি বলিলাম,—'দাদার মত হ'লে মা'র অমত কেন হবে ? তুই ত আর স্কুলে পড়তে যাবিনে।'

প্রমীলা বলিল,—'বাড়ীতে কি পড়া হবে ? আমাকে কে পড়াবে ?'

আমি বলিলাম,—'কেন, নিজে নিজে পড়বি—আর যা নিজে না বুঝতে পারিস দাদা বুঝিয়ে দেবে।'

প্রমীলা হাসিয়া বলিল,—'তা হয় না, তিনি তাঁর নিজের পড়া নিয়েই যে-রকম ব্যস্ত, তাঁর সময় হবে না।'

আমি বলিলাম,—'কিন্তু তোর স্কুলে যাওয়ায় মা'র মত হবে না। তোর দাদা বুঝি তোকে স্কুলে যেতে বলেছেন?'

প্রমীলা বলিল,—'না, তিনি বলবেন কেন? তবে তিনি বলছিলেন, এতদিন পরিশ্রম ক'রে শেষকালে পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না—দিতে পারলে ভাল হ'ত।'

আমি বলিলাম,—'তোর দাদা বুঝি তোকে বাড়ীতে পড়াতেন?'

প্রমীলা বলিল,—'হাঁ, তিনি আমার জন্য অনেক খেটেছেন। তাঁর নিজের পড়ার ক্ষতি ক'রেও আমাকে পড়াতেন।'

'তিনি বুঝি দিন রাত কেবল বই পড়েন? সেদিন এখান থেকে ত কতকগুলি বই নিয়ে গেছেন।'

'কলেজের পাঠ্য বই ছাড়াও তিনি বাইরের বই অনেক পড়েন।'

'বাঙ্গলা বই কি মাসিক পত্র, এ-সব পড়েন না?'

'পড়েন বই কি? যখন যা পান, তাই পড়েন।'

'তা আমি তাঁর মুখেই শুনেছি। দ্বিতীয় ভাগের গোপালের মত। তোদের বাড়ীতে 'ভারত-প্রভা' আসে?'

'না। তবে দাদা মধ্যে মধ্যে কোথা থেকে এনে পড়েন। আমিও সেটা পড়ে থাকি, বেশ ভাল ভাল লেখা থাকে। এ বাড়ীতে ত আপনারা আনেন দেখছি।'

এই সময়ে দাদা আসিয়া বলিল,—'কি নীরু সুন্দরী, বউয়ের সঙ্গে শঙ্করের কথা কি হচ্ছে? শঙ্কর তোকে ভোলে নি, শীঘ্র আবার আসবে বলেছে।'

আমি কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলাম,—'তোমার শালার ভাবনায় আমি আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে বসে আছি। দাদা, তুমি যদি অমন কর, তবে তিনি এবার এলে আমি তাঁর সামনে বেরুব না, বলে রাখছি।'

দাদা বলিল,—'রাগ করিস কেন? বউ যে খবর দিতে পারেনি, আমি তা দিচ্ছি। শঙ্কর 'ভারত-প্রভা' অনেক সংখ্যা আনিয়ে দিবাকর শর্মার প্রবন্ধ ও তোর লেখা পড়েছে। সে তোর মতাবলম্বী হয়েছে।'

আমি বলিলাম,—'দিবাকর শর্মার প্রতিবাদ যে আমি করেছি, সে-কথা তিনি কিরূপে জানলেন?'

দাদা হাসিয়া বলিল,—'কেন আমিই বলেছি।'

আমি রুষ্ট হইয়া বলিলাম,—'তুমি তা ব'লতে গেলে কেন?'

দাদা বলিল,—'কেন, তুই-ই তাকে 'ভারত-প্রভা' পড়তে বলেছিলি। তোর মনের ইচ্ছাটা খুবই ছিল, শঙ্কর তোর লেখা পড়ুক আর তোকে চিনুক। আমি তোর গোপন অভিপ্রায় অনুসারেই কাজ করেছি। এখন রাগ ক'রলে কি হবে?'

আমি বলিলাম,—'এখন এত জানাজানি হয়ে গেল, আমি আর কিছু লিখব না। যা'ক সে-কথা। দাদা, তুমি বউকে পড়াও না কেন? ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার খুব ইচ্ছা, ওর দাদারও খুব ইচ্ছা।'

দাদা বলিল,—'আমি নিজের পড়া নিয়েই ব্যস্ত, বউকে পড়াব কখন?'

আমি বলিলাম,—'কেন, শঙ্কর বাবুও ত নিজের পড়া ক'রে ওকে পড়াতেন?'

'শঙ্কর ইজ এ গুড বয়, আই য়্যাম এ ব্যাড বয় (শঙ্কর ভাল ছেলে, আমি মন্দ ছেলে)'—এই বলিয়া দাদা চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যার পরে দাদা বউকে পড়াইতে আরম্ভ করিল।

ইহার পর দিনই শঙ্কর আসিয়া হাজির হইল। 'সুকুমার কোথায়?' বলিয়া অন্দরের দিকে আসিল। দাদা তখন বাড়ীতে ছিল না। আমি প্রমীলাকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। প্রমীলা তাহাকে লইয়া লাইব্রেরী ঘরে বসিল। আমি সেখানে না গিয়া অন্য ঘরে একখানা বই হাতে করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু শঙ্কর কি বলে তাহা শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া রহিলাম।

শঙ্কর প্রমীলাকে বলিল,—'নীরু দেবী কোথায় রে?'

প্রমীলা বলিল,—'ঐ ঘরে ব'সে আছেন।'

'তিনি কি করছেন রে?'

'কিছু না, এমনি বসে আছেন।'

তারপর এক মিনিট চুপচাপ। পরে শঙ্কর বলিল,—'তিনি এখানে আসবেন না?'

প্রমীলা বলিল,—'তা কি জানি?'

অবশেষে শঙ্কর বলিল,—'তোদের এই বইগুলো নিয়েছিলাম; রেখে দে।'

এই বলিয়া শঙ্কর ঘরের বাহির হইতেই, আমি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলাম, এবং বলিলাম—'আপনি এখনি চ'লে যাচ্ছেন যে? বসুন, দাদা এখনি আসবে।'

শঙ্কর আমার কথা শুনিয়া ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল,—'তার কাছে কোন দরকার নেই, এই ইয়ে—আপনার ইয়ে—আপনাদের বইগুলি নিয়ে এসেছিলুম।'

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিলাম,—'আর বই নেবেন না? যান ঘরের ভিতর গিয়ে দেখুন।'

শঙ্কর আবার ঘরের ভিতর ঢুকিল। আমিও তাহার পিছনে পিছনে ঢুকিলাম। আমাকে দেখিয়া শঙ্করের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। সে বলিল, 'নীরু দেবী, 'ভারত-প্রভা' পত্রিকায় আপনার লেখা পড়েছি।'

আমি বলিলাম, 'কুহেলিকা দেবীর লেখা বলুন।'

শঙ্কর বলিল,—'সে কুহেলিকা দেবী ত আপনি। আপনি খুব যথার্থ কথাই লিখেছেন।'

আমি বলিলাম,—'আপনি কি তবে দিবাকর শর্ম্মার শেষ প্রবন্ধটি পড়েন নি?'

শঙ্কর বলিল,—'তাও পড়েছি। আমি তার যুক্তির মধ্যে অনেক ফ্যাল্যাসি ( ভ্রান্তযুক্তি ) দেখাতে পারি। আপনি তার একটা জবাব অবশ্য লিখবেন, আমি আপনাকে সাহায্য ক'রতে পারি।'

আমি বলিলাম,—'আমি কিছু কিছু লিখেছি, তবে যা লিখেছি তা আমাব মনঃপূত হয়নি। আপনার ত অনেক পড়াশুনা আছে, আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রে লিখলে বোধ হয় ভাল হবে।'

শঙ্কর বলিল,—'আচ্ছা, আমি আর এক সময়ে আসব। কাল রবিবার, কালই বৈকালে আসতে পারি।'

এই সময়ে দাদা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল,—'এই যে শঙ্কর এসেছ। তোমাদের নিশ্চয়ই নারীদের বিয়ে করা উচিত নয়, চাকরি করা উচিত, এই সব আলোচনা হচ্ছে। তা নীরু সুন্দরী, তুমি শঙ্করকে এক জন ভাল চ্যাম্পিয়ন ( পক্ষসমর্থক ) পেয়েছ। এবার দিবাকরকে খুঁজে বের ক'রতে পারলে দুই জনের মল্লযুদ্ধ বেধে যাবে। শঙ্কর, তুমি তার কোন খোঁজ পেলে?'

শঙ্কর বলিল,—'তুমি একনিঃশ্বাসে এতগুলি কথা ব'লে গেলে, এর কোন্‌টার জবাব চাও ?'

দাদা বলিল,—'কিন্তু চ্যাম্পিয়নগিরি ক'রতে গিয়ে যেন স্বখাত-সলিলে ডুবে ম'রো না। তোমরা ব'সে গল্প কর। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।'

শঙ্কর প্রমীলাকে বলিল,—'কেমন রে, তোর পড়াশুনা হচ্চে ত ?'

প্রমীলা বলিল,—'পড়ছি।'

শঙ্কর বলিল,—'বেশ মনোযোগের সঙ্গে পড়বি—পরীক্ষার আর বেশী দেরি নেই। আমি তবে এখন উঠি, কাল বৈকালে আবার আসব।'

৭

পর দিন বৈকালে দাদা ও আমি লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়াছিলাম, তখন শঙ্কর আসিয়া ডাকিল, 'সুকুমার আছ ?'

দাদা বাহিরে গেল এবং শঙ্করের সঙ্গে আর একটি যুবককে দেখিয়া বলিল, 'ইনি কে ?'

শঙ্কর বলিল,—'এঁর পরিচয় এক কথায় দিতে হ'লে বলব, ইনি আমার হারানো-মাণিক।'

দাদা কিছু বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে

চাহিয়া রহিল এবং তাহাদের উভয়কে লাইব্রেরী-ঘরে ডাকিয়া আনিল। আমি বেগতিক দেখিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং সেই মাণিকের পরিচয়-লাভের জন্য উৎকর্ণ হইয়া পাশের ঘরে বসিয়া রহিলাম।

আসনগ্রহণের পর শঙ্কর বলিল,—'ইনি আমার বাল্য-বন্ধু, এঁর নাম কিশোরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আমরা একসঙ্গে অনেক দিন কৃষ্ণনগর স্কুলে পড়েছিলাম, আমাদের দুই জনের এতদূর ভাব হয়েছিল যে, আমরা দুই দহে এক আত্মা বললেই হয়। আমাদের বৃদ্ধ পণ্ডিত-মশায় আমাদের নাম দিয়েছিলেন 'মাণিকজোড়'। আমাদের জোড়-ভাঙা হওয়ার পরে, ছয়-সাত বৎসর খোঁজ-খবর ছিল না, পরে আজ হঠাৎ তোমাদের বাড়ীর কাছে রাস্তায় দেখা হ'ল। কিশোর কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে আই-এস্‌সি পাস ক'রে এখানে মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। প্রমীলার এখানে বিয়ে হয়েছে শুনে তাকে দেখতে চাইলে। আমি একে সেই জন্যে নিয়ে এসেছি।'

দাদা আগন্তুককে বলিল,—'এবার আপনার কোন্‌ ইয়ার?'

আগন্তুক বিনীতভাবে বলিলেন,—'এবার আমার ফিফ্‌থ্‌ ইয়ার।'

দাদা বলিল,—'আপনি কোথায় থাকেন?'

আগন্তুক বলিলেন,—'আপনাদের গলিতে আসতে যে গলিটা পড়ে, সেই গলিতে একটা মেসে থাকি।'

শঙ্কর বলিল,—'আচ্ছা, তুই ত এই কয় বছর কলকাতায় আছিস্, তোকে একদিনও দেখতে পাইনি কেন? বড়ই আশ্চর্য্য!'

আগন্তুক বলিলেন,—'তোমার ভবানীপুর যে অনেক দূরে। আমার ত বাসা আর কলেজ, কলেজ আর বাসা করতে হয়, বেড়াবার ফুরসুৎ কোথায়?'

দাদা বলিল,—'অর্থাৎ আপনি একজন গুড্ বয়, বুঝা গেল। আপনার তাহ'লে খেলাধূলা কি অন্য কোন রকম রিক্রিয়েশ্যন (আমোদ-প্রমোদ) নেই?'

আগন্তুক বলিল—'খেলাধূলা আর কি করবো? আমরা যে-বার কৃষ্ণনগরে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি, সে-বার এক দিন ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে জখম হওয়ায় প্রায় এক মাস শয্যাগত ছিলাম, শঙ্করই তার সাক্ষী। সেই অবধি ও-সব আসুরিক খেলার দিকে আর ঘেঁসি নে। তবে ঘরে ব'সে ডাম্বেল্ এক্সারসাইজ আর কিছু কিছু সাহিত্যচর্চ্চা করি—আমার সেই এক রিক্রিয়েশ্যন।'

শঙ্কর বলিল,—'তুই বুঝি তাহ'লে একজন সাহিত্যিক হয়েছিস্? সে খবর ত জানতুম না। তুই কিছু লিখিস্?'

কিশোর হাসিয়া বলিল,—'মাঝে মাঝে দুই-একটা ছোট-গল্প লিখি, আবার কখন কখন দুই-একটা প্রবন্ধও লিখি।'

শঙ্কর বলিল,—'বেশ বেশ, তোর লেখাগুলি আমি পড়ে

দেখবো। আমি সেগুলি কোন নামজাদা মাসিক পত্রিকায় ছাপতে দেব।'

কিশোর বিনয়ের সহিত বলিল—'তার দুই-একটা মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আমি তোমাকে সেগুলি পড়তে দেব। এবার প্রমীলাকে ডাক, ভাই।'

এই কথা শুনিয়া দাদা বাহির হইয়া আমাকে খুঁজিতে আসিল। আমাকে ঘরের কোণে একখানা বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল,—'কি গো নীরুসুন্দরী! আড়ি পেতে কি শোনা হচ্ছে? এ ছোকরাটিকে কেমন লাগছে? ইনি একজন সাহিত্যিক, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। এখন উঠে যা দিথিন্—বউকে পাঠিয়ে দে, আর কিছু জল-খাবার ও চায়ের জোগাড় কর্।'

আমি বলিলাম,—'তোমার শালার অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুই দেহে এক আত্মা, তাঁর খাতির করতে হবেই ত! কিন্তু আমি ব'লে রাখছি, আমি যার-তার সামনে বেরুতে পারবো না। আমি প্রমীলাকে ডেকে দিচ্ছি।'

এই বলিয়া আমি উপরে গিয়া মাকে আগন্তুকের কথা বলিলাম। তিনি ঝিকে ডাকিয়া চায়ের জল চড়াইতে বলিলেন, আর ঘরে কি কি খাবার আছে, তাহা দেখিতে গেলেন। আমি প্রমীলাকে বলিলাম,—'চল গো, তোমার তলব পড়েছে। তোমার দাদার কে

বন্ধু এসেছে—তারা না-কি দুই দেহে এক-প্রাণ, তোমাকে দেখতে চাইছে।'

প্রমীলা মাথার চুলটা ঠিক করিয়া লইয়া, একখানা নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়া আমার সঙ্গে আসিল। আমি তাহাকে লাইব্রেরী-ঘরের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িলাম, কিন্তু শঙ্করের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিলাম না। প্রমীলা ঘরে ঢুকিতেই শঙ্কর বলিল,—'প্রমীলা, এই ত্থাখ কে এসেছে—একে চিনতে পারছিস্? কৃষ্ণনগরের সেই কিশোর—তোর কিশোর দাদা।'

প্রমীলা হাসিয়া কিশোরের পায়ের নীচে গড় করিল এবং তাহার পাশে চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইল। কিশোর বলিল, 'তুই কত বড়টি হয়েছিস, প্রমীলা—তোকে ত চেনাই কঠিন। এই কয় বছরে চেহারার কত পরিবর্ত্তন!'

প্রমীলা বলিল,—'তুমি এখন কোথায় থাক কিশোর-দা?'

কিশোর বলিল,—'আমি ত এই ক'বছর কলকাতায়ই আছি, তোদের বাড়ীর কাছেই একটা মেসে থাকি। আজ হঠাৎ শঙ্করের সঙ্গে দেখা হ'ল। তুই না-কি ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়েছিস্?'

প্রমীলা বলিল,—'হাঁ, এবার পরীক্ষা দেবার কথা ছিল।'

কিশোর বলিল,—'পরীক্ষা দিবি না?'

প্রমীলা ম্লানমুখে বলিল,—'জানি না। তুমি কি পড়ছ কিশোর-দা?'

কিশোর বলিল,—'আমি মেডিক্যাল কলেজে পড়ছি। অনেক দিন পরে তোকে দেখে বড় খুশী হলেম, বোন। সেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে? শনিবারের দিন স্কুল ছুটি হ'লে তোদের বাসায় গিয়ে আমি আর শঙ্কর কুলগাছে চ'ড়ে কুল পাড়তাম আর তুই কুল কুড়োতিস্। বারোয়ারী পূজার সময় একদিন যাত্রাগান শুনতে গিয়ে তুই হারিয়ে গিয়েছিলি, আমি তোকে দেখতে পেয়ে তোদের বাসায় পৌছিয়ে দিয়েছিলাম।'

প্রমীলা বলিল,—'আর যখন তুমি ফুটবল খেলতে গিয়ে পা ভেঙে প'ড়ে ছিলে, আমি এক দিন দাদার সঙ্গে তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে কমলালেবু খেতে দিয়েছিলে।'

এই সময় দাদা ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—'তোমাদের আলাপ বেশ জমে উঠেছে দেখছি—ওল্ড ডেস্ রিকল্ড—পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠেছে—যথা প্রতাপ—শৈবলিনী, পার্ব্বতী—দেবদাস—'

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর ও কিশোর হাসিয়া উঠিল। প্রমীলা হাসিয়া পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং দাদার প্রতি কোপদৃষ্টি হানিতে লাগিল।

দাদা বলিল,—'কিশোর বাবু আপনি মনে রাখবেন আই অ্যাম নট জেলাস অব ইউ (আমি আপনাকে ঈর্ষা করি না)—এখন একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে।'

এই কথা বলতে-না-বলতে ঝি একটা ট্রেতে করিয়া তিন কাপ

চা ও তিনখানা ডিশে জলখাবার আনিল। প্রমীলা সেগুলি তিন জনের সামনে ধরিয়া দিল। তাহারা খাইতে আরম্ভ করিল। শঙ্কর খাইতে খাইতে দাদাকে বলিল, 'আজ নীরুদেবীকে যে দেখছিনে ?'

দাদা বলিল,—'সে আজ গা ঢাকা দিয়েছে।'

কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, 'তিনি কে ?'

দাদা বলিল,—'নীরু আমার ছোট বোন,—বি-এ পড়ছে, শঙ্করের সঙ্গে তার মধ্যে মধ্যে সাহিত্য আলোচনা হয়।'

কিশোর শঙ্করকে বলিল,—'তাহ'লে আজ আমি তোমার সঙ্গে এসে তোমাদের সাহিত্য-আলোচনায় ব্যাঘাত করলাম।'

শঙ্কর বলিল—'না না, তুমি আসাতে এঁরা সকলেই বিশেষরূপে আনন্দিত হয়েছেন। প্রমীলার ত কথাই নাই, সে তোমাকে অনেক কাল পরে দেখতে পেলে। আমাদের সাহিতচর্চ্চার কোন মূল্য নেই। আমি সাহিত্যিক নই,—তবে নীরুদেবী সময় সময় লেখেন।'

কিশোর আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আমি কি বিষয়ে কোন্ কাগজে লিখি একথা ত শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত। লোকটি যেন কি রকম! শঙ্কর যেরূপ খোলা অন্তঃকরণের লোক, ইনি সে-রকম নন— ইহার মনের কথা সহজে টের পাওয়া যায় না। যা'ক, আমার তা'তে বয়ে গেল!

খাওয়া শেষ হইলে কিশোর বলিল,—'শঙ্কর-দা, তুমি আরও বসবে থাকি? আমি এখন চললুম—আমার আবার কলেজে ডিউটি আছে—সন্ধ্যা সাতটায়। স্তুকুমার বাবু, আবার দেখা হবে, আপনাদের বাড়ীর কাছেই ত থাকি। আপনাদের সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ।'

শঙ্কর বলিল,—'আমি ত তোর সঙ্গেই যাচ্ছি।'

দাদা বলিল,—'আপনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসবেন কিশোর বাবু, কোন সঙ্কোচ করবেন না।'

শঙ্কর ও কিশোর বাহির হইতেই মা আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাহারা মাকে প্রণাম করিল, তিনি আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমি তোমাদের আমোদ-প্রমোদ দেখলে বড় খুশী হই। কাল সন্ধ্যার পরে তোমরা দু-জনে এখানে এসে খাবে।'

কিশোর আগে আগে দাদার সঙ্গে বাহির হইল। শঙ্কর বোধ হয় আমার সন্ধানে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। কিন্তু আমি বাহির হইলাম না। মায়ের ভাব দেখিয়া আমি চটিয়া গেলাম। আমাকে ফাঁদে আটকাবার এসব ফন্দী নয় ত? একজনই যথেষ্ট ছিল, আবার আর একজন আসিয়া জুটিল। আমি দাদাকে বলিলাম,—'দাদা, এসব কি হচ্ছে? তুমিই বোধ হয় তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করবার জন্য মাকে পরামর্শ দিয়েছিলে। আমি

এত দূর বোকা নই যে, তোমাদের গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝতে পারিনি। বেশ, তোমার বন্ধুদের নিয়ে কাল তুমি আমোদ-প্রমোদ কোরো, আমি ব'লে রাখ্‌ছি আমি তাদের সামনে বেরুব না।'

দাদা হাসিয়া বলিল,—'তুই চটিস্‌ কেন? তুই-ই ত শঙ্করকে তোর লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য আসতে বলেছিলি? আর তার বন্ধু কিশোর, সেও একজন সাহিত্যিক, তোদের সাহিত্য-চর্চ্চা বেশ জ'মে উঠবে, সেইজন্যেই ত আমি মাকে দিয়ে তাদের নিমন্ত্রণ করালুম। এতে আমার আবার কি দুরভিসন্ধি থাকতে পারে?'

৮

পরদিন সন্ধ্যার পর আমি মায়ের কাছে বসিয়া কিস্‌মিস বাছিতেছিলাম, প্রমীলা পান সাজিতেছিল, তখন শঙ্কর ও তাহার বন্ধু বৈঠকখানায় আসিয়া দাদাকে ডাকিল। দাদা অনেকক্ষণ পূর্ব্বে বাজারে সন্দেশ আনিতে গিয়াছিল, তখনও ফেরে নাই। আমি প্রমীলার গা টিপিয়া বলিলাম,—'তুই যা না।' মা আমার ও প্রমীলার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'যাও, তোমরা গিয়ে ওদের বসাও, বৌমার একলা যাওয়া ভাল দেখায় না।'

আমি মা'র কথার প্রতিবাদ করিবার সাহস পাইলাম না। আমরা দুইজনে সেই আগন্তুকদ্বয়ের অভ্যর্থনা করিতে চলিলাম।

প্রমীলা আগেই চুল বাঁধিয়া সাজগোজ করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। আমিও কি-জানি-কেন একখানা ভাল শাড়ী পরিয়াছিলাম। আমি প্রমীলাকে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইলাম। শঙ্কর আমাকে দেখিতে পাইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল, 'আপনিও আসুন না, নীরুদেবী। এখানে আর কেউ নেই, একে ত সেদিনই দেখেছেন, এ আমার বাল্যবন্ধু কিশোর।'

শঙ্করের এই কথার পরে আমি আর পলাইতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, 'আপনারা ভিতরে লাইব্রেরী-ঘরে এসে বসুন। দাদা বাইরে গিয়েছে, এখ্‌খুনি আসবে।'

আমি এই বলিতে তাহারা বাহির হইয়া আসিল ও কিশোর আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে ছোট একটি নমস্কার করিল। আমিও প্রতিনমস্কার করিলাম এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া লাইব্রেরী-ঘরে বসাইলাম। প্রমীলাও সেখানে আসিয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

শঙ্কর বলিল,—'নীরুদেবী, আপনি কিশোরের সঙ্গে আলাপ ক'রতে কোন সঙ্কোচ বোধ করবেন না, কিশোর আমার বাল্য-কালের বন্ধু, আমরা যেন দুই দেহে এক আত্মা, বহুকাল ছাড়া-ছাড়ির পরে আবার আমরা মিলিত হয়েছি।'

আমার কোন-একটা কথা না বলিলে ভাল দেখায় না,

তাই বলিলাম, 'বাল্যকালের বন্ধুত্ব বড়ই মধুর।' কিশোরের দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'আপনাকে পূর্ব্বে যেন কোথায় দেখেছি।'

কিশোর একটু হাসিয়া বলিল,—'আপনাকে ত আমি প্রায় রোজই দেখতে পাই, আপনি আমাদের বাসার সম্মুখ দিয়ে গিয়ে আপনাদের কলেজের বাসে ওঠেন।'

আমি বলিলাম,—'তাই না-কি? আপনি ত মেডিক্যাল কলেজে পড়েন, আবার সাহিত্য-চর্চ্চাও করেন, শুনলুম।'

কিশোর বলিল,—'আমার সাহিত্য-চর্চ্চার কোন মূল্য নেই। কলেজে ডিউটি ক'রতে গিয়ে অনেক সময় চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হয়, বড় বিরক্ত লাগে। তাই সময় কাটাবার জন্য দুই-একখানা বই পড়ি। আবার অবসর মত এক-আধটু লিখি।'

শঙ্কর বলিল,—'তোর কোন্ কোন্ লেখা মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছে সেদিন বলছিলি?'

কিশোর বলিল,—'হাঁ, আমার চার-পাঁচটি গল্প 'বৈজয়ন্তী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, আর দুই-তিনটি প্রবন্ধ 'ভারত-প্রভা' পত্রিকায় বেরিয়েছে।'

আমি বলিলাম, ''বৈজয়ন্তী' দেখি নাই, 'ভারত-প্রভা' আমাদের আসে। আপনার গল্পগুলি অনুগ্রহ ক'রে পড়তে দেবেন।'

কিশোর বলিল,—'আমি কালই দিয়ে যাব। আপনি কি লেখেন জানতে পারি কি?'

আমি বলিলাম,—'আমার আবার লেখা! তা পড়বার অযোগ্য।'

শঙ্কর কি বলিতে যাইতেছিল, আমি তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া নিষেধ করিলাম। তবুও সে বলিল, 'উনি স্ত্রীজাতির অধিকার ও পুরুষজাতির অবিচার সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। সে-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ 'ভারত-প্রভা'য় বেরিয়েছে।'

এই কথা শুনিয়া কিশোর যেন কিঞ্চিৎ বিমনা হইয়া কতক্ষণ কি ভাবিল, পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আমি সে প্রবন্ধ পড়েছি, কিন্তু তার লেখিকা ত প্রহেলিকা দেবী?'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—'প্রহেলিকা, তুই ত বেশ নাম বের করেছিস্'—এই বলিয়া আমার দিকে তাকাইল। আমিও হাসিলাম। কিশোর আমাদের হাসির অর্থ না বুঝিয়া হতভম্বের মত চাহিয়া রহিল।

শঙ্কর বলিল,—'প্রহেলিকা নয় রে—কুহেলিকা দেবী।'

কিশোর বলিল,—'আমার ভুল হয়েছিল। আমি মাফ চাইছি।'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'আপনি মাফ্ চাওয়ার কি কাজ করেছেন, কিশোর বাবু! এ-সব আপনাদের ইংরেজী কায়দা।

শঙ্কর বলিল,—'সেই কুহেলিকা দেবী কে জানিস? এই ইনি।'

কিশোর বলিল,—'তাই না কি? তাহ'লে আমার ত আজ বড় সৌভাগ্য, আপনার দর্শন পেলাম। যার সঙ্গে আপনার বাদ-প্রতিবাদ হচ্ছে তার নাম ত দিবাকর শর্ম্মা?'

আমি বলিলাম,—'হাঁ, আমি তাঁর শেষ প্রবন্ধের জবাব এখনও দিই নি, শীঘ্রই দিতে হবে।'

শঙ্কর বলিল,—'সে-সম্বন্ধে আজ আমাদের আলোচনা হবার কথা আছে।'

কিশোর বলিল,—'তাহ'লে তুমিও ওঁর সঙ্গে এক-মতাবলম্বী?'

শঙ্কর বলিল—'হাঁ।'

এই সময়ে দাদা আসিয়া বলিল,—'কেবল এক-মতাবলম্বী নয়, শঙ্কর হচ্ছে নীরুর চ্যাম্পিয়ন। আজ যদি শঙ্কর দিবাকর শর্ম্মার দেখা পায়, তবে এক চপেটাঘাতে সেই স্ত্রীজাতির অবমাননা-কারী পাপাত্মা দুঃশাসনের মস্তক চূর্ণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছে।'

দাদা অভিনয়ের ভঙ্গিতে এ-কথা বলায় আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। তখন কিশোর বলিল, 'নীরু দেবী, আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন, সেই পাপাত্মা দুঃশাসন আর কেউ নয়—আমি।'

এ কি শুনিলাম! এ যেন নীল আকাশ হইতে বজ্রপাত। কিশোরের কথায় আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। তখন আমার মনের মধ্যে কিরূপ

ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যে দিবাকর শর্ম্মাকে এই দুই-তিন মাস যাবৎ আমার মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছি, সেই ছদ্মবেশী পুরুষ আমার সম্মুখে উপবিষ্ট। আমি তাঁহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব খুঁজিয়া পাইলাম না।

দাদা আমার সেই মানসিক বিকলতা লক্ষ্য করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের সহিত বলিল,—'ওহ্, হোয়াট্ এ কন্ফেশ্যন্, কিশোরবাবু! আপনার এই স্বীকারোক্তি কি যথার্থ? আপনিই কি তবে সেই পাপাত্মা দুঃশাসন? তবে এস ভাই শঙ্কর, দুই বন্ধুতে লেগে যাও গদাযুদ্ধ ক'রতে। আমি মানসচক্ষে দেখছি, একদিন বাস্তবিকই তোমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে ডুয়েল (দ্বন্দ্বযুদ্ধ) হবে।'

শঙ্করও কিশোরের অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়াছিল এবং দিবাকর শর্ম্মার প্রতি আমার মনোভাব স্মরণ করিয়া দমিয়া গিয়াছিল। এবার দাদার কথার একটা উত্তর দেওয়া উচিত মনে করিয়া বলিল,—'আমি দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে একঠাই ক'রে দিয়েছি। মসীযুদ্ধে তাঁরা কেউই কম নন। এবার তাঁরা বাগ্‌যুদ্ধ করুন।'

দাদা বলিল,—'না, আর যুদ্ধ করতে হবে না। আজ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ ঘটেছে, এতে ঈশ্বরের

অভিপ্রায়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি, যেন উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন হবে। তুই কি বলিস্, নীরু?'

আমি ইহার কোন উত্তর না দিয়া বলিলাম, 'তোমরা কি কেবল তর্ক-বিতর্ক করেই সময় কাটাবে, দাদা? প্রমীলা একটা গান করুক না, তোমরা শোন। আমার অনেক কাজ আছে, আমি চললুম।'

এই বলিয়া প্রমীলাকে অর্গ্যানের সম্মুখে বসাইয়া দিয়া আমি রান্নাঘরে গেলাম। প্রমীলা একটা গান ধরিল।

তিন-চারটা গান হওয়ার পরে, আহারের ঠাঁই করা হইল। তাহারা তিন জনে খাইতে বসিল। আমি পরিবেশন করিলাম। মা আসিয়া কাছে বসিলেন। আহারান্তে শঙ্কর ও কিশোর বিদায় হইল।

আমি সেই রাত্রে বিছানায় শুইয়া এই আশ্চর্য্য ঘটনা চিন্তা করিতে লাগিলাম। দিবাকরের সঙ্গে আমার এ-পর্য্যন্ত যে বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে, তাহা ধারাবাহিকক্রমে আমার মনের মধ্যে উদিত হইল। দিবাকরের শেষ প্রবন্ধটি মনে পড়িয়া তাহার কোন কোন যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া আমার চিত্ত যে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়াছিল, তাহাও স্মরণ করিলাম। কিন্তু আজ সেই দিবাকর ছদ্মনামধারী আসল ব্যক্তিকে সম্মুখে পাইয়া আমার মন আবার বিদ্বেষপূর্ণ হইল কেন? কিশোরকে যতটুকু দেখিয়াছি, ব্যক্তিগত ভাবে তাহাকে ত ভালই লাগিয়াছে। তবে

শঙ্করের সহিত তাহার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। শঙ্করের অনেকটা খোলাখুলি ভাব, কিশোর বড় গম্ভীর ; শঙ্কর বড় আল্‌গাভাবে কথা কয়, কিশোরের প্রত্যেকটি কথা যেন নিক্তিতে ওজন করা। কিন্তু তবুও কিশোরের মধ্যে এরূপ কিছু নাই, যাহাতে তাহার প্রতি বিদ্বেষ আসিতে পারে। তাহা সত্ত্বেও, তাহার প্রবন্ধের কতকগুলি কথা আমার স্মরণ হওয়ায়, নারীজাতির অবমাননাকারী এই উদ্ধত যুবকের প্রতি আমার চিত্ত কিছুতেই প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিল না। এই কিশোর না লিখিয়াছিল— জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন নারীর অনধিকারচর্চ্চা ; নারীর স্বাধীন-ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা নিতান্ত হাস্যকর ; কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারীর বিবাহ কমিয়া যাইতেছে ও সেই অনুপাতে সামাজিক পাপ বাড়িতেছে, ইত্যাদি। নারীজাতির সম্বন্ধে এরূপ লজ্জাজনক কথা যাহার কলম দিয়া বাহির হইয়াছে, আমি তাহাকে কি প্রকারে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারি ? এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৯

রাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতেই মায়ের কাতরানি শুনিয়া আমি জাগিয়া উঠিলাম। আমি তাঁহার ঘরেই শুই, অথচ নিদ্রায়

এতদূর অভিভূত হইয়াছিলাম যে, তাঁহার যন্ত্রণা টের পাই নাই। আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া মা'র পাশে গিয়া বলিলাম,—'মা, কি হয়েছে? এত কাতরাচ্ছ কেন?' মা তখন পিঠে হাত দিয়া বলিলেন,—'ছাখ্, এ জায়গাটায় কি হয়েছে, যেন ফুলে উঠেছে, বড় যন্ত্রণা।' আমি হাত দিয়া দেখিলাম একটা ব্রণের মত কতকটা জায়গা নিয়ে উঠেছে। আমি মাকে বলিলাম,—'একটু সামান্য ফুলা, তুমি অল্পতেই বড় অধীর হয়ে পড়, মা।' এই বলিয়া দাদাকে ডাকিতে গেলাম। দাদার উঠিতে কিছু বিলম্ব হইল। দাদা আসিয়া দেখিয়া বলিল, 'একটা ব্রণের মত দেখা যাচ্ছে, এখনও কিছু বোঝা যাচ্ছে না।' এই বলিয়া বাহিরের ঘরে গেল। তখন বেলা প্রায় সাতটা।

একটু পরে দাদা কয়েকখানা বই হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, —'নীরু, কিশোর তোকে এই কয়খানা মাসিক পত্রিকা দিতে এসেছে। তাকে ডাকবো?'

আমার যেন মনে হইল, কিশোর বলিয়াছিল, তাহার কয়টি গল্প 'বৈজয়ন্তী' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে, সেগুলি আমাকে পড়িতে দিবে। আমি বলিলাম, 'দেখা করবার দরকার কি?' পরক্ষণেই ভাবিয়া বলিলাম, 'আচ্ছা, তাঁকে ডাকো, মাকে দেখাই, তিনি ত ডাক্তারী পড়েন।'

কিশোর দাদার সঙ্গে আসিল। আমি একটু মৃদু হাসিয়া

তাহাকে বলিলাম, 'এত সকালেই বই নিয়ে এসেছেন? আপনার বুঝি এজন্য রাত্রে ঘুম হয় নি?'

কিশোর হাসিয়া বলিল,—'আমি সকালেই কলেজে যাব, কিনা, সেজন্য এখনই বই নিয়ে এসেছি। আমার লেখা কয়টি প'ড়ে দেখবেন ও আপনার কেমন লাগে অকপট চিত্তে বলবেন। আচ্ছা, তবে এখন আসি, নমস্কার।'

আমি বলিলাম,—'একেবারেই নমস্কার ক'রে বসলেন, একটু সবুর করুন। আপনি ত ডাক্তার, আপনাকে একটু কাজে লাগাচ্ছি। মা'র পিঠে কি রকম একটা যন্ত্রণা হয়েছে, আপনি দয়া ক'রে একটু দেখবেন?'

কিশোর বলিল,—'আমি ত এখনও ডাক্তার হইনি, হবু ডাক্তার। তাঁকে দেখবো 'সে আর বেশী কথা কি—চলুন দেখে আসি।'

এই বলিয়া কিশোর দাদার ও আমার সঙ্গে আসিয়া মাকে দেখিল। বেদনার স্থান হাত দিয়া টিপিয়া দেখিয়া বলিল,—'যেরূপ যন্ত্রণা হয়েছে, বোধ হয় একটা ফোড়া-টোড়া কিছু বেরোবে। এখন একটু টিংচার আইওডিন লাগিয়ে দিন, ঘরে আছে ত?'

আমি বলিলাম, 'না।' তখন কিশোর দাদাকে বলিল, 'সুকুমার বাবু, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমার বাসায় আছে, নিয়ে আসবেন, আর আমার বাসাটাও চিনে আসবেন, এই

কাছেই আমি থাকি। যখন কোন প্রয়োজন হয় আমাকে জানাতে একটুও কুণ্ঠিত হবেন না।'

পাঁচ মিনিট পরেই দাদা ঔষধ লইয়া আসিয়া বলিল, 'কিশোর খুব কাছেই থাকে, ঐ রাস্তার ধারে। বাসাটি বেশ। তার দোতলার ঘরটিতে সে একলাই থাকে, ঘরটি বেশ সাজানো। তার ঘরে নানারকম ওষুধপত্র আছে।'

আমি দাদার হাত হইতে ছোট শিশিটা লইয়া মায়ের পিঠে ঔষধ লাগাইয়া দিলাম। কিন্তু মা'র পিঠের যন্ত্রণা কমিল না, রাত্রে আরও বাড়িল এবং সেই সঙ্গে জ্বর হইল। আমি কাছে বসিয়া ছিলাম, মা একটুও ঘুমাইতে পারিলেন না, কেবল ছটফট করিয়া কাটাইলেন। রাত্রি ভোর হইলে আমি দাদাকে কিশোরের নিকট পাঠাইলাম। কিশোর তখনই আসিয়া মায়ের অবস্থা দেখিয়া বলিল,—'আমি যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই বোধ হয় হবে। আমি কারবাঙ্কল হওয়ার আশঙ্কা করছি। একজন ডাক্তার দেখালে ভাল হয়। যদি বলেন ত আমাদের কলেজের হাউস-সার্জ্জন সুরথ বাবুকে এনে দেখাতে পারি। আমি ডেকে আনলে চার টাকা ফি দিলেই চলবে।'

দাদা ও আমি এ-কথা শুনিয়া বিচলিত হইলাম। দাদা বলিল,—'তা আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করুন, কিশোর বাবু। আপনার এ-সব বিষয়ে অনেক জানা-শুনা আছে। ডাক্তার

কখন আসবেন ? আমি কি তবে কলেজে যাওয়া বন্ধ করব ?'

কিশোর বলিল,—'আমি এখনই কলেজে যাচ্ছি, এগারটার সময় আমি সুরথ বাবুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসব। আপনারা একজন থাকলেই চলবে।'

এই বলিয়া কিশোর বাহির হইল। দাদাকে কলেজে যাইতে দিয়া আমিই মা'র কাছে রহিলাম। প্রমীলাও সময় সময় আসিয়া বসিতে লাগিল।

ঠিক এগারটার সময় কিশোর ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া আসিল। ডাক্তার বাবু মাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—'এটা কারবাঙ্কলই হয়েছে, সেই জন্যই জ্বর হয়েছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।' এই বলিয়া তিনি একটা প্রেস্‌ক্রিপশন্ লিখিয়া কিশোরের হাতে দিয়া বলিলেন,—'এই প্রলেপটা লাগাতে হবে, আর এই মিক্‌সচারটা খেতে হবে, এতে যন্ত্রণা কমে যাবে। যন্ত্রণা কমলেই জ্বরও যাবে। কি রকম থাকেন আমাকে জানাবে।'

কিশোর ডাক্তারের ফি চারি টাকা আমার নিকট হইতে লইয়া ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন,—'তুমি ত জান আমার ফি আট টাকা।'

কিশোর বলিল,—'ইনি আমার এক বোনের শাশুড়ী, আপনাকে একটু বিবেচনা করতে হবে, আমি আপনাকে পুরা ফি দেব না।'

ইহা শুনিয়া ডাক্তার বাবু একটু হাসিয়া সেই চারি টাকা লইয়া বিদায় হইলেন। সেই প্রেস্‌ক্রিপশন্ হাতে করিয়া কিশোর আমাকে বলিল, 'আর একটা টাকা দিন ত, আমি ওষুধটা এনে দিয়ে যাই, স্বকুমার বাবু কখন আসবেন ঠিক নেই।'

আমি বলিলাম,—'আপনি আমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করছেন, আপনাকে কি ব'লে ধন্যবাদ দেব জানি নে।' এই বলিয়া তাহার হাতে টাকা দিলাম।

কিশোর বলিল,—'আপনি আবার সেই বিলাতী কায়দা আরম্ভ করলেন দেখছি।'

এই সময়ে প্রমীলা আসিয়া বলিল,—'কিশোর-দা, মা বলছেন, তুমি এখানে খেয়ে যাবে।'

কিশোর হাসিয়া বলিল,—'শুনে সুখী হ'লেম, বাস্তবিক এই হচ্ছে আমাদের দেশী কায়দা। আমার বাসায় ভাত প্রস্তুত, তা কে খাবে বল্ দিখিন্? খাবার জন্যে কি, এই পরশু খেয়েছি, মা ভাল হয়ে উঠুন আবার এক দিন খুব আমোদ ক'রে খাব। প্রমীলা, তোর দাদা বুঝি আর আসে নি?'

প্রমীলা বলিল,—'না, হয়ত আজ আসতে পারেন।' কিশোর আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—'ভাল কথা, ঘরে যদি শিশি থাকে তবে একটা দিন। অনর্থক কেন চারটা পয়সা লাগবে।'

আমি একটা খালি শিশি আনিয়া তাহার হাতে দিলাম।

কিশোর 'ঘাবড়াবেন না' আমাকে এই বলিয়া চলিয়া গেল। সে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ওষুধ লইয়া আসিল, এবং প্রলেপটা স্বহস্তে মায়ের পিঠে লাগাইয়া দিল। আমি বলিলাম,—'আপনার আজ ভাত খেতে বড্ড দেরী হ'য়ে গেল।'

কিশোর হাসিয়া বলিল,—'আমার কলেজ থেকে আসতে রোজই দেরী হয়, আজ বরং অনেক সকালে এসেছি। ইনি রাত্রে কেমন থাকেন কাল ভোরে আমাকে জানাবেন।' এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মাকে তিন ঘণ্টা অন্তর ওষুধ খাওয়াইতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহার যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। সেদিন রাত্রে খুব বেশী জ্বর হইল। পর দিন সকালে দাদা গিয়া আবার কিশোরকে ডাকিয়া আনিল। কিশোর দেখিয়া বলিল,—'আর একবার সুরথ বাবুকে দেখান যাক।' আমরাও সেই মত করিলাম। আজ দাদা কলেজে না গিয়া বাড়ীতে রহিল, আমি কলেজে গেলাম।

কলেজ হইতে বেলা পাঁচটার সময় আসিয়া শুনিলাম সুরথ বাবু ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। দাদা তখন ছিল, পরে কলেজে গিয়াছে। একটু পরেই দাদা শঙ্করের সহিত আসিল। প্রমীলা তাঁহাদের চা ও জলখাবার আনিয়া দিল।

শঙ্কর চা খাইতে খাইতে বলিল,—'নীরু দেবী, আমরা

কিশোরের বাসায় গিয়াছিলাম, সে এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি নাই। তার ডাক্তারী বিদ্যা আপনাদের কতকটা কাজে লাগছে জেনে খুব সুখী হলেম। আমরা ত নেহাৎ আনাড়ি।'

আমি বলিলাম,—'তিনি খুব কাজ করছেন। সে ত আপনার বন্ধুত্বের অনুরোধে। সেজন্য আপনাকেই আগে ধন্যবাদ দিতে হয়।'

শঙ্কর বলিল, 'কেবল আমার খাতিরে নয় জানবেন। আপনার সঙ্গেও সাহিত্যক্ষেত্রে তার বন্ধুত্ব হয়েছে।'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'বন্ধুত্ব, না শত্রুতা?'

দাদা বলিল,—'শত্রুভাবে তিন জন্মে, মিত্রভাবে ছয় জন্মে সামীপ্য লাভ হয় জানিস্ ত—যেমন হিরণ্যকশিপুর হয়েছিল।'

এই কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু হাসির পর শঙ্করের মুখ একটু ম্লান হইল আমি লক্ষ্য করিলাম।

সেদিন সন্ধ্যার পরে মা'র খুব জ্বর হইল, থার্মোমিটার দিয়া দেখিলাম ১০৪.৬ ডিগ্রি। তাহার সঙ্গে ডিলীরিয়ামও আরম্ভ হইল। আমি শিয়রে বসিয়া মাথায় জলপটি দিতে লাগিলাম। প্রমীলা পায়ের দিকে বসিয়াছিল। দাদা ঘুমাইয়াছিল, পরে দাদা আসিয়া বসিলে আমি ঘুমাইব এরূপ স্থির হইয়াছিল। আমি প্রমীলাকেও ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিলাম।

রাত্রি তিনটার পর হইতে মায়ের জ্বর কমিতে লাগিল ও ডিলীরিয়াম থামিয়া হুঁস হইল। মা জল খাইতে চাহিলেন।

আমি জল দিলাম ও দাদাকে ডাকিয়া বসাইয়া আমি আমার বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু শীঘ্র আমার ঘুম আসিল না, আমি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। মা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দাদাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কে—বাবা এসেছ ?'

দাদা বলিল, 'হাঁ মা, তুমি এবার একটু ঘুমোও, জ্বরটা এখনই ছেড়ে যাবে।'

মা বলিলেন,—'বাবা, আমার চোখে কি ঘুম আছে রে। আমি আর বাঁচবো না, বড় যন্ত্রণা, আমাকে পাশ ফিরিয়ে দে, আমি তোর সঙ্গে দুটো কথা কই।...বাবা, আমার এই এক মস্ত ভাবনা, আমি মরে গেলে নীরীর দশা কি হবে। তার যদি এক জায়গায় বিয়ে দিয়ে যেতে পারতুম, তাহ'লে আমি শান্তিতে মরতে পারতুম। আমার কথাই সে শুনছে না, আমি গেলে তোকে কি গ্রাহ্য করবে ?'

দাদা বলিল, 'মা তুমি মরবে না, সেরে উঠে নীরুর বিয়ে দিও।'

মা বলিলেন,—'না রে না—আমার এবার আর রক্ষে নেই। নীরী কেন যে এমন জেদ করলে বুঝি না। সকল মেয়েই ত সময়-মতন বিয়ে-থা করে—ওর কি জেদ হয়েছে বি-এ পাস না দিয়ে বিয়ে করবে না। সেই বি-এ পাস দিয়েই বা বিয়ে করে কিনা তার ঠিক কি ? আমি ত দেখে যেতে পারলুম না।'

দাদা বলিল,—'তুমি সেরে উঠেই ওর বিয়ে দিও মা; বি-এ পাস করার অপেক্ষা ক'রো না।'

মা বলিলেন,—'কিন্তু সে ছেলেই বা কোথায়? আমরা যে-পাত্র ঠিক করবো, ওর কি সে-পাত্র পছন্দ হবে? তোর শালা শঙ্কর ছেলেটি বেশ—যেমন রূপ, তেমনি লেখাপড়া শিখেছে, বাপের অবস্থাও খুব ভাল, কিন্তু এক ঘরে দুই সম্বন্ধ, এই পাল্‌টা কাজ আমি পছন্দ করি না। আর ওর বাপ যেমন বড় মানুষ, তাঁর খাঁইও হবে তেমনি বড়। হয়ত পাঁচ-সাত হাজার হেঁকে বসবে, আমরা তা কোত্থেকে দেবো? তার পর ছেলে ল-পাস দিয়ে কতদিনে কি রোজগার করবে তার ঠিক নেই। ওর চেয়ে বরং আমি ঐ কিশোর ছেলেটিকে বেশী পছন্দ করি। ও মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে, শীঘ্রই পাস ক'রে বেরুবে, তখন নিজেই কত পয়সা রোজগার করবে। ঐ যে ডাক্তারটি আমাকে দেখছেন, ওর বয়েসও ত বেশী নয়। উনি আট টাকা ফি চাইলেন—কিশোর ছেলে বড় ভাল—সে বল্‌লে ইনি আমার এক বোনের শাশুড়ী, এই ব'লে ডাক্তারের হাতে চারটি টাকা গুঁজে দিলে। ডাক্তারটিও ভালমানুষ, আর কিছু বললে না। কিশোরও ত এই রকম রোজগার করবে। ওরা মফস্বলের লোক, কলকাতার লোকদের যতটা খাঁই, ওদের তত খাঁই হবে না। আমি বৌমার কাছে শুনেছি, ওদেরও অবস্থা মন্দ নয়, কৃষ্ণনগর শহরে বড় বাড়ী আছে, ওর বাবা সেখানে একজন

বড় উকীল ছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন। ওর মা বড় ভাল-মানুষ, ওর বড়ভাই কি চাকরি করেন, তিনিই সংসার চালাচ্ছেন।—উঃ, আমাকে একটু জল দে।'

দাদা মাকে জল খাইতে দিয়া বলিল,—'মা, তুমি আর বেশী কথা ব'লো না, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, এখন একটু ঘুমোও। তুমি সেরে উঠে নীরুর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ক'রো।'

মা চুপ করিলেন। দাদা পাশে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। আমি কপটনিদ্রায় পড়িয়া থাকিয়া এই সকল কথা শুনিলাম এবং এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১০

সকালে উঠিয়া দাদার সঙ্গে দেখা হইল। দাদা আমাকে নির্জ্জনে পাইয়া মায়ের কথাগুলি সব বলিল। আমি একটু রুষ্ট হইয়া বলিলাম,—'দাদা, আমি আর এখন কচি খুকীটি নই। আমার বয়স হয়েছে, আমি লেখাপড়া শিখেছি, আমার ভাল-মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা হয়েছে, আমাকে এ-বিষয়ে স্বাধীনতা দিতে হবে। যদি তা না দেবে, তবে অল্প বয়সে আমাকে বিয়ে দিয়ে ফেললেই ত হ'ত। অবশ্য মা'র মনে যাতে কষ্ট না হয়, যাতে তিনি সুখী হ'ন আমার তা দেখা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি প্রাচীন

সংস্কারের বশীভূত হ'য়ে চলেন, তাঁর সকল দিক বিবেচনা করবার শক্তি নেই। তিনি ভাল হ'য়ে উঠুন, আমি তাঁকে আমার কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলবো। এখন তুমি একবার কিশোর বাবুর কাছে যাও, তিনি যেন ডাক্তারকে একটু সকালে নিয়ে আসেন। আমি মা'র কাছে যাই।'

কিশোর প্রায় সাড়ে দশটার সময় ডাক্তারকে লইয়া আসিল। ডাক্তার যথারীতি মাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং ফি লইয়া বিদায় হইলেন। ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না। আমি কিশোরকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলাম এবং প্রমীলাকে মা'র কাছে বসাইয়া রাখিয়া তাহাকে লাইব্রেরী-ঘরে লইয়া গেলাম। গত রাত্রে মা'র মুখে কিশোরের সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্ত্বেও তাহার সঙ্গে নির্জ্জনে বসিয়া আলাপ করিতে আমার একটুও লজ্জা বোধ হইল না।

আমি বলিলাম,—'কিশোর বাবু, আজ ডাক্তার বাবুর মুখের ভাবটা যেন কেমন-কেমন দেখলুম, আপনি ঠিক ক'রে বলুন ত মা'র অবস্থা কেমন?'

কিশোর বলিল,—'অবস্থা সীরিয়াস্ (কঠিন) সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে এখনও কোন ভয়ের কারণ নেই।'

আমি বলিলাম,—'রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হাই ফীভার (প্রবল

জ্বর) ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ডিলীরিয়ামও ছিল। ফোড়ার জন্যে ডিলীরিয়াম হয় কেন?'

কিশোর বলিল,—'ফোড়ার জন্যে ত নয়, জ্বরের জন্যে। জ্বর কমার সঙ্গে সঙ্গে ডিলীরিয়ামও কমিয়াছিল। জ্বর বাড়বার সময় মাথায় ও কপালে জলপটি দিলে ডিলীরিয়াম হ'ত না। রাত্রে ওঁর কাছে থাকেন কে?'

আমি বলিলাম,—'কাল প্রথম রাত্রে—প্রায় ৩টা পর্য্যন্ত, আমি ছিলাম, পরে দাদা ছিল।'

কিশোর বলিল,—'আপনারা ত রোগী নার্স (শুশ্রূষা) করতে অভ্যস্ত নন। আচ্ছা, আমি এক কথা বলি, আজ আমার রাত্রে মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে ডিউটী নেই, আমি এসে আজ ওঁর কাছে থাকব, আপনি কি বলেন?'

আমি বলিলাম,—'আপনাকে এত কষ্ট ক'রতে আমি ব'লতে পারি নে।'

কিশোর বলিল,—'আমার তাতে কোন কষ্ট নেই। আমি ত রোজ রোজ ঐ কাজ করছি, আমার কোন কষ্ট হবে না।'

আমি বলিলাম,—'তবে আজ আপনি রাত্রে এখানে দাদার সঙ্গে খাবেন।'

কিশোর একটু হাসিয়া বলিল,—'খাবার জন্যে কি? ভাল কথা, আপনি আমার গল্প ক'টি পড়বার সময় পেয়েছিলেন?'

আমি বলিলাম,—'ছুটো পড়েছি—'মায়াবিনী' আর 'কলঙ্কিনী'।' আপনার লেখায় একটা মাদকতা আছে। পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না-ক'রে থাকা যায় না; কিন্তু আপনি স্ত্রীজাতিকে বড় হীনচক্ষে দেখেন।'

কিশোর বলিল,—'আপনি আমাকে হঠাৎ এরূপ বিচার ক'রবেন না। আমার সব বক্তব্য আপনি এখনও জানতে পারেন নি। যাক্, সে-সব অন্য দিন হবে। আজ তবে এখন আসি।'

এই বলিয়া কিশোর প্রস্থান করিল। আমার মন্তব্য শুনিয়া কিশোর যেন মনে কিঞ্চিৎ আঘাত পাইল। কিন্তু আমি কি করিব, আমার যাহা প্রকৃত ধারণা তাহা প্রকাশ না-করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সেদিন বৈকালে চারটার সময় শঙ্করের সঙ্গে দাদা কলেজ হইতে আসিল। আমি তখন মায়ের কাছে বসিয়া ছিলাম, প্রমীলা পাশের ঘরে তাহার বই পড়িতেছিল। শঙ্কর প্রথমে মাকে দেখিতে আসিয়া আমার নিকট সকল অবস্থা শুনিল। সে জানিতে পারিল, কিশোর প্রত্যহ ডাক্তার লইয়া আসিতেছে এবং আজ রাত্রে এখানে আসিয়া থাকিবে। 'প্রমীলা কোথায়,' জিজ্ঞাসা করায়, আমি তাহাকে পাশের ঘর দেখাইয়া দিলাম। প্রমীলার সহিত তাহার কি কথা হয় তাহা শুনিবার জন্য আমি কান পাতিয়া রহিলাম।

শঙ্কর প্রথমে প্রমীলাকে তাহার 'পড়াশুনা কিরূপ চলিতেছে

জিজ্ঞাসা করিল, পরে কিশোর কখন আসে কখন যায়, ইত্যাদি খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল। আজ কিশোর লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়াছে, এ-কথাও জানিতে পারিল। এই সকল কথা শুনিয়া সে বিষণ্ণ মুখে বাহির হইয়া আসিল এবং দাদার সঙ্গে লাইব্রেরী-ঘরে বসিল।

আমি প্রমীলাকে মা'র কাছে বসিতে বলিয়া তাহাদের চা ও জলখাবার দিতে যাইলাম।

চা খাইতে খাইতে শঙ্কর বলিল,—'মা'র অবস্থা ত ভাল বোধ হচ্ছে না, কি বল সুকুমার?'

আমি বলিলাম,—'দাদা ডাক্তার আসার সময় ছিল না। ডাক্তার দেখার পরে আমি কিশোর বাবুকে বিশেষ ক'রে জিজ্ঞেস করলুম, তিনি বললেন, কেস্ সীরিয়াস্ (ব্যারাম কঠিন) সন্দেহ নাই, তবে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই।'

শঙ্কর মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—'কিশোর ত সামান্য একজন ষ্টুডেণ্ট (ছাত্র), তার মতের একটা মুল্য কি? সে যে ডাক্তার এনেছে তারও তেমন অভিজ্ঞতা আছে ব'লে বোধ হয় না। আমি বলি কি, জ্বরটা যখন কমছে না, আর একজন বড় ডাক্তারকে দেখালে ভাল হয়।'

আমি বলিলাম,—তা বেশ। কিশোর বাবু সন্ধ্যার পরেই

আসবেন, তিনি আজ এখানে থাবেন ও মা'র কাছে রাত্রে থাকবেন ব'লে গেছেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আর যে ভাল ডাক্তার হয় তাঁকে আনান যাবে।'

শঙ্কর বলিল,—'নীরু দেবী, আমার বড় লজ্জা করছে,—কিশোর একজন সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় লোক, সে এতটা করছে, আর আমি কিছু ক'রতে পারছি না।'

আমি বলিলাম,—'আপনি ত ডাক্তার নন, আর আপনার বাড়ী অনেক দূরে।'

শঙ্কর বলিল—'আচ্ছা, আজ আমিও এখানে থাকব।'

দাদা হাসিয়া বলিল,—'বহুৎ আচ্ছা।'

আমি শঙ্করের এই ভাবটি দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম। যাহাকে সে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহার উপর সে এতদূর ঈর্ষ্যান্বিত। আমার বোধ হইল, কিশোর যে ঘন-ঘন এখানে আসে, আমার সহিত মেলামেশা করে, শঙ্কর ইহা আদৌ পছন্দ করে না।

সন্ধ্যার পর কিশোর আসিয়া দাদাকে ডাকিল। দাদা ও শঙ্কর তখন লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া ছিল, আমি মা'র কাছে ছিলাম। আমি তাঁর হাঁক শুনিয়া বাহিরে আসিয়া তাহার সঙ্গে লাইব্রেরী-ঘরে গেলাম। দাদা বলিল, 'আসুন কিশোর বাবু; আপনার বন্ধুও এসেছেন।'

শঙ্কর বলিল,—'কি রে কিশোর, তুই যে মস্ত বড় ডাক্তার হ'য়ে পড়েছিস ?'

কিশোর বসিয়া বলিল,—'এখনও হইনি, হ'বার আশা রাখি। তুমি কখন এলে শঙ্কর-দা ?'

শঙ্কর বলিল,—'এই বিকালে কলেজ থেকে এখানে এসেছি, আজ আর বাড়ী যাব না।'

কিশোর আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—'আপনার মা এ-বেলা কেমন আছেন ? জ্বর কি আরও বেড়েছে ?'

আমি বলিলাম,—'আপনি এসে দেখুন।'

কিশোর আমার সঙ্গে মাকে দেখিতে আসিল। শঙ্কর এবং দাদাও পিছনে পিছনে আসিল।

কিশোর থার্ম্মোমিটার লাগাইয়া মায়ের পাশে বসিল। মা চোখ মেলিয়া তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'বাবা এসেছ—বড় কষ্ট বোধ হচ্ছে। পিঠে বড় যন্ত্রণ'—'

শঙ্কর ও দাদা পাশের একটা তক্তপোষের উপর বসিল। আমি মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিশোর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'খেয়েছেন কিছু ?'

আমি বলিলাম,—'দুধ-বালি দিয়েছিলাম, কিছু খেতে চান না, অনেক কষ্টে একটু খেয়েছেন।'

থার্ম্মোমিটার দেখিয়া কিশোর বলিল,—'জ্বর এখন ১০৩।

বোধ হয় আরও বাড়বে। কিন্তু কিছু খাওয়া দরকার, ষ্ট্রেংথ মেণ্টেন (বল রক্ষা) ক'রতে হবে, যেন বেশী দুর্ব্বল হ'য়ে না পড়েন। চলুন, আমরা ও-ঘরে যাই।'

দাদা, শঙ্কর ও কিশোর লাইব্রেরী-ঘরে গেল। আমি প্রমীলাকে ডাকিয়া দিয়া তাহাদের নিকটে গেলাম। ততক্ষণ প্রমীলার রান্না শেষ হইয়াছিল।

শঙ্কর কিশোরকে বলিল,—'রোগীর অবস্থা কেমন দেখছিস্? তোর ডাক্তার কি বলেন?'

কিশোর বলিল,—'সুরথ বাবু বলেন, কার্বাঙ্কল ডেভেলাপ ক'রছে, সেই জন্যেই এত হাই ফিভার, তবে অপারেশন ক'রতে হবে কি-না, আরও দুই-এক দিন না গেলে বলা যায় না। কেস সীরিয়াস তাতে সন্দেহ নেই, ম্যালিগন্যাণ্ট টাইপ না হ'লে বাঁচি।'

শঙ্কর বলিল,—'কিন্তু অনেক ডাক্তার রোগ ঠিক সময়ে ধ'রতে পারে না, শেষটা এমন সময়ে ধরে যে তখন টু লেট (বড় বিলম্ব) হ'য়ে পড়ে। তোর এ ডাক্তারের বেশী এক্সপীরিয়েন্স (অভিজ্ঞতা) আছে ব'লে মনে হয় না। আমি বলি কি, আর একজন নামজাদা ডাক্তার দেখান যাক্।'

দাদা বলিল,—'তাতে আপত্তি কি, কিশোর বাবু? আর একজন বড় ডাক্তারকে কনসাণ্ট ক'রবার জন্যে আনা যেতে পারে।'

কিশোর বলিল,—'কোন আপত্তি নেই, সে ত ভাল কথা;

তবে যত বড় ডাক্তারের কাছে যাবেন তত টাকার শ্রাদ্ধ, শেষটায় ফল কিন্তু একই দাঁড়ায়।'

আমি বলিলাম,—'কিশোর বাবু, আপনি ঐ যে অপারেশনের কথা বল্‌লেন, সেটা যাতে না-ক'রতে হয় সেই রূপ চিকিৎসা করা দরকার। মা এ বুড়ো বয়সে ও ঐ দুর্ব্বল শরীরে অপারেশন সহ্য ক'রতে পারবেন না।'

কিশোর বলিল,—'এই ডাক্তার ত সেই রকম ওষুধই দিচ্ছেন।'

দাদা বলিল,—'কিন্তু তাতে ত কিছু ফল দেখ্‌ছি নে। আচ্ছা, কনসাল্‌ট ক'রবার জন্যে কোন্ ডাক্তারকে আনা যেতে পারে?'

শঙ্কর বলিল—"ডাঃ ডি, এন, পাকড়াশীকেই ত আজকাল লোকে ভাল সার্জ্জন বলে, তাঁকে দেখান যেতে পারে।'

দাদা বলিল,—'পাকড়াশী কি? তিনি বোধহয় শাঁড়াশী দিয়ে পাকড়িয়ে ধরেন। নাম শুনেই ত ভয় হয়। কিশোর বাবু কি বলেন?'

কিশোর বলিল,—'আমি ডাঃ পাকড়াশীর নাম শুনেছি, তবে তাঁকে কখনও দেখি নি, তাঁর চিকিৎসা সম্বন্ধেও আমার কিছু জানা নেই।'

শঙ্কর বলিল,—'তুই তাঁকে দেখবি কোত্থেকে? তোর কারবার ত কেবল কলেজ আর বাসা, বাসা আর কলেজ নিয়ে। ডাঃ পাকড়াশী বিলাতে ডাক্তারী পাস ক'রে সেখানে পাঁচ বছর

প্র্যাক্‌টিস্ করেছিলেন। তিনি ভবানীপুরে আমাদের পাড়ায় অনেক রোগী আরাম করেছেন। অপারেশনে তাঁর মতন হাতসাফাই ডাক্তার কলকাতায় আজকাল খুব কমই আছেন।'

আমি বলিলাম,—'ঐ যে আপনি অপারেশনের কথা বলছেন শঙ্কর বাবু, ওতে আমার বড্ড ভয় করে।'

শঙ্কর বলিল,—'সে ডাক্তারকে ডাকলেই যে তিনি এসে শাঁড়াশী দিয়ে পাকড়িয়ে ধরবেন আর ছুরি বের ক'রে কাটতে আরম্ভ ক'রবেন, তার কোন মানে নেই। অপারেশন যাতে ক'রতে না হয় তিনি ত অবশ্য প্রথমে সেই চেষ্টাই ক'রবেন।'

দাদা বলিল,—'আচ্ছা, তবে তুমি কাল সকালেই তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে পাকড়াবে আর তাঁর আসার সময় ঠিক ক'রে জানাবে, সেই অনুসারে কিশোর বাবুও সুরথ বাবু ডাক্তারকে আনবার বন্দোবস্ত ক'রবেন।'

শঙ্কর বলিল,—'আচ্ছা তাই হবে, আমি মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে কিশোরকে জানাব। তাঁর ফি ষোল টাকা দিতে হবে।'

দাদা বলিল,—'তা দেওয়া যাবে।'

আমি তখন আহারের তত্ত্বাবধান করিতে গেলাম। খাওয়ার সময় কিশোর আমাকে বলিল, 'আপনারা এ কয় রাত্রি জেগেছেন; আপনারা আজ ঘুমুবেন, আমি আজ রোগীর কাছে বসব।'

শঙ্কর বলিল,—'প্রথম রাত্রে আমি তাঁর কাছে বসব, কিশোর বারটার পরে বসিস্।'

কিশোর বলিল,—'তুমি নেহাৎ আনাড়ি, তুমি রোগীর নার্সিঙের (শুশ্রূষার) কি জান? আমার ত ঐ হচ্ছে নিত্য কাজ। আমি যখন এসেছি, তখন আর কাউকে কষ্ট পেতে হবে না। কলেজের ডিউটিতে গেলে ত আমার রাত জাগতে হ'ত।'

আমি বলিলাম,—'রাত বারটা পর্য্যন্ত আমরা সকলেই একরূপ জেগে থাকি, তখন আপনাদের কারু দরকার নেই। কিশোর বাবু, আপনি এখন ঘুমিয়ে নিন, বারটার পরে আপনি গিয়ে বসবেন, আর ডিলীরিয়াম যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা ক'রবেন।'

কিশোর বলিল,—'সে ব্যবস্থা ক'রতে হলে ত আমাকেই আগে রোগীর কাছে থাকতে হবে'।'

খাওয়া শেষ হইলে কিশোর পান হাতে করিয়া মায়ের ঘরে গিয়া বসিল। দাদা এবং শঙ্কর গল্প করিতে করিতে সেখানে গেল। আমি ও প্রমীলা খাইতে গেলাম।

আমি খাইয়া আসিয়া দেখি, কিশোর মা'র মাথায় আইস্-ব্যাগ দিয়াছে। আমি বলিলাম, 'আপনি এবার উঠুন, আমি বারটা পর্য্যন্ত বসি, পরে আপনি আসবেন।'

দাদা তাহার অনেক পূর্ব্বেই আমার বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিল, শঙ্কর ঢুলু ঢুলু নেত্রে সেখানে বসিয়া ছিল, আমার কথা শুনিয়া

কান খাড়া করিয়া বসিল। আমি বলিলাম, 'দাদা, যাও তোমার বিছানায় গিয়ে শোও, শঙ্কর বাবুকেও তাঁর বিছানা দেখিয়ে দাও।'

কিন্তু শঙ্কর যেন যাইতে অনিচ্ছুক, কিশোর কি করে তাহা না দেখিয়া উঠিবে না। আমি নিতান্ত জিদ করাতে কিশোর উঠিল, শঙ্করও তাহার পিছনে পিছনে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মা'র জ্বর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আমি আইস্-ব্যাগ লাগাইয়া বসিয়া রহিলাম। মা সময় সময় 'আঃ উঃ' করিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলেন। ক্রমে কথারও জড়তা হইল। রাত্রি বারটা বাজিতেই কিশোর আসিয়া বলিল,—'এবার আপনি উঠুন।'

আমি বলিলাম,—'ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এসেছেন, আপনি বুঝি ঘুমোন নাই?'

কিশোর হাসিয়া বলিল,—'ঘুমিয়েছিলুম বইকি, তবে আমার অভ্যাস আছে, যখন উঠবো মনে ক'রে শুই ঠিক তখনই ঘুম ভেঙে যায়। উনি দেখছি খুব ছটফট ক'রছেন।'

আমি বলিলাম,—'একটুও ঘুম হয়নি, বোধ হয় যন্ত্রণা খুব বেড়েছে, তবে ডিলীরিয়াম এখনও হয়নি।'

আমাদের কথা হইতেছে এই সময় শঙ্কর আসিল। আমি বলিলাম, 'আপনি কেন উঠে এলেন, শঙ্কর বাবু? এবার ত আপনার বন্ধুর পালা।'

শঙ্কর বলিল,—'আমিও বন্ধুর সঙ্গে বসবো।' শঙ্করের এই কথা আমার ভাল লাগিল না।

কিশোর বলিল,—'তোমার যদি একান্তই রাত জাগবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে তিনটার সময় তোমাকে ডেকে দেবো, তুমি শোও গিয়ে। নীরু দেবী, আপনিও আর সময় নষ্ট করবেন না, শুয়ে পড়ুন।

কিন্তু আমার বিছানা ত সেই ঘরে। শঙ্কর কিশোরকে আমার বিছানার কাছে রাখিয়া কিরূপে অন্য ঘরে যাবে? কিন্তু না গিয়াই বা উপায় কি? কতকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অগত্যা শঙ্করকে উঠিতে হইল। আমি মায়ের খাটের পাশে অন্য খাটে আমার বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কিশোর তাহার চেয়ারটা ঘুরাইয়া লইয়া আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। আমার শয়নের আর অন্য ঘর ছিল না; থাকিলে আমি সেখানে শুই-তাম না।

আমি কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম ঠিক বলিতে পারি না। হঠাৎ ঘুম ভাঙিতেই চোখ মেলিয়া দেখিলাম, কিশোর আমার অনাবৃত মুখের পানে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া আছে। তাহার চোখে আমার চোখ পড়াতেই আমি জানি না কেন, আমার ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই আমি কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিলাম। কিশোর তাহার অপ্রতিভ ভাব ঢাকিবার জন্য

বলিল, 'এই যে জেগেছেন, আপনি জাগেন কি না তাই দেখছিলুম। আর একটু ঘুমুন, এখন সবে ১টা।'

আমি কিছু না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। তখন আমার মনে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল। এই পুরুষগুলো আমাদিগকে কি মনে করে? মেয়েদের প্রতি তাদের এত লোভ কেন? কিশোর ত আমাকে আজ অনেক বারই দেখিয়াছে, আমি ত ঘোমটা দিই না, আমার মুখ ত সব সময়েই দেখিতে পায়, তবে আবার এই চুরি করিয়া দেখার মানে কি? এই কিশোরকে ত আমি নিতান্ত শিষ্ট ও ভদ্র বলিয়াই জানিতাম। তাহার এইরূপ ব্যবহার! এ-সংসারে কাহাকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। এই জন্যই বোধ হয় শঙ্কর এখানে পাহারা দিতে আসিয়াছিল।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম, কিন্তু মা'র ফোড়ার যন্ত্রণা শেষ রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। ডিলীরিয়াম ছিল না বটে, কিন্তু তিনি যেন বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। আমার আর ঘুম আসিল না, কিশোরও ঠায় মায়ের শিয়রে বসিয়া রহিল। কতকক্ষণ পরে শঙ্করও আসিল, সে বেচারীরও সোয়াস্তি ছিল না, মনে নানাপ্রকার সন্দেহ। ইহাদের দুই জনের ভাব দেখিয়া অতি দুঃখেও আমার মনে হাসি পাইতেছিল। এইরূপে রাত ভোর হইল।

## ১১

বেলা ১১টার সময় ডাঃ পাকড়াশী ও স্থরথ বাবু কিশোরের সঙ্গে আসিলেন। শঙ্কর পরে আসিল। ডাঃ পাকড়াশী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং দুই ডাক্তারে পরামর্শ করিয়া দাদাকে বলিলেন, কারবাঙ্কল এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এটাকে বসাইয়া দেওয়া অসম্ভব. অস্ত্র করিতে হইবে, আর যেরূপ তাড়াতাড়ি বাড়িয়া চলিতেছে, খুব শীঘ্র অস্ত্র করা দরকার। আমি দাদার কাছে এ-কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। কারণ, পূর্ব্ব হইতেই আমার মনে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছিল, মা অস্ত্রোপচার কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। দাদা ও কিশোর আমাকে অনেক বুঝাইল, শঙ্করও আসিয়া তাহাতে যোগ দিল। অবশেষে আমি অগত্যা অস্ত্র করাতে সম্মত হইলাম। তখন কে জানিত, মলম লাগাইয়াও কত জনের কারবাঙ্কল আরাম হইয়াছে।

এরূপ স্থির হইল, পরদিনই বেলা ১০টার সময় ডাঃ পাকড়াশী ও স্থরথ বাবু আসিয়া অস্ত্র করিবেন। সেজন্য তাঁহারা কিশোরকে অনেক উপদেশ দিলেন, এবং কি কি জিনিষপত্র কিনিতে হইবে, তাহার ফর্দ্দ দিলেন। ডাঃ পাকড়াশীকে ১৬৲ টাকা ফী দেওয়া হইল, কিন্তু অস্ত্র করার জন্য তিনি লইবেন ৫০৲ টাকা।

যাহা হউক, জিনিষপত্রের ফর্দ্দ লইয়া কিশোর ও শঙ্করের সহিত

দাদা বাজারে বাহির হইল। মাকে অন্ন করার কথা বলা হইল না, আমি সারাদিন তাঁহার কাছে বসিয়া রহিলাম। তাঁহাকে কেবল ফলের রস খাইতে দেওয়া হইল। সন্ধ্যার সময় দাদা জিনিষগুলি লইয়া ফিরিয়া আসিল, শঙ্করও তাহার সঙ্গে আসিল। কিশোর তাহার হাঁসপাতালের কাজ সারিয়া রাত্রি ১০টার সময় আসিবে, এরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছে

মা'র জ্বর আজও খুব বাড়িয়া চলিল। ...ম মাথায় আইস্-ব্যাগ দিয়া বসিয়া রহিলাম। আমি যখন আহার করিতে গেলাম, তখন দাদা ও শঙ্কর বসিল, কিন্তু আমি কিছুই খাইতে পারিলাম না। আমি আসিয়া দেখি, কিশোর আসিয়াছে। কিশোর শঙ্করকে বলিল,—'যাও এবার তোমার ছুটি, আমি এখন বসি।' আমাকে বলিল,—'আপনিও এখন একটু ঘুমিয়ে নিন।' কিন্তু শঙ্কর বলিল,—'কিশোর, তুই ত কাল রাত জেগেছিস, আজ তুই ঘুমো গিয়ে, আমি এখন বসি; নীরু দেবী আপনিও শুয়ে পড়ুন।' দাদা বলিল,—'আর আমি? তোমরা রাত জাগবে, আর আমি বুঝি সুখে নিদ্রা যাব?'

আমি বলিলাম,—'দাদা, তুমি ত ব'সে ব'সে ঘুমুবে, তার চাইতে বিছানায় গিয়ে শোও। শঙ্কর বাবুও এ-সব বিষয়ে নেহাৎ আনাড়ি। কিশোর বাবু, আপনি এতক্ষণ হাঁসপাতালে খেটে এসেছেন, আপনিও গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমি এখন বসি, আপনি

৩টার সময় আসবেন।' এই বলিয়া আমি মা'র মাথার কাছে বসিয়া পড়িলাম। প্রমীলা তফাতে দাঁড়াইয়া ছিল। সেও আমার কাছে আসিয়া বসিল। দাদা তাহার বন্ধুদের লইয়া অন্য ঘরে গেল।

আমি কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, প্রমীলা বসিয়া ঝিমাইতেছে। তাহাকে শুইতে পাঠাইয়া দিয়া আমি একলা মা'র কাছে বসিলাম ও তাঁহার মাথায় আইস্-ব্যাগ দিতে লাগিলাম। কিন্তু আইস্-ব্যাগ দেওয়া সত্ত্বেও ডিলীরিয়াম আরম্ভ হইল। আমি তখন কিশোরকে ডাকিয়া আনিলাম, ও আমরা দুই জনে মা'র মাথার দুই পাশে বসিলাম—কিশোর আইস্ ব্যাগ ধরিল, আমি মাথায় বাতাস দিতে লাগিলাম। কিশোর থার্ম্মোমিটার দিয়া দেখিয়া বলিল,—'জ্বর ১০৪ ডিগ্রী উঠেছে, সেই জন্যই ডিলীরিয়াম হচ্ছে। ওষুধ আর এক দাগ খাওয়ান যাক।'

আমি বলিলাম,—'এই রকম বেশী জ্বর হচ্ছে, শরীর খুব দুর্ব্বল, এর মধ্যে অপারেশন করা কি ভাল হবে?'

কিশোর বলিল,—'জ্বর ক্রমে কমে যাবে, এখন অপারেশন না ক'রলে কেস্ যে আরও খারাপ হ'য়ে পড়বে। ম্যালিগ্ন্যাণ্ট টাইপের কারবাঙ্কল, ধাঁ ধাঁ ক'রে বেড়ে যাচ্ছে।'

মা বেহুঁস অবস্থায় যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে ভুল বকিতেছিলেন। একবার বলিলেন,—'ছেলেটি বড় ভাল,

কৃষ্ণনগরে বাড়ী, আমার নীরীর সঙ্গে বেশ মানাবে, বড় ভাল ছেলে।' এই প্রলাপ-বাক্য শুনিয়া কিশোর আমার দিকে তাকাইয়া যেন একটু হাসিল। আমি মুখ ফিরাইয়া বসিলাম। আবার কিছুক্ষণ পরে মা বলিলেন,—'তোরা আমাকে নিশ্চয় মেরে ফেলবি। ওঃ—আমি বিয়ে দেখে যাব, তোরা আমাকে মারিসনে, মারিসনে।' মা'র এই-সব কথা শুনিয়া আমি আর সেখানে বসিতে পারিলাম না। আমি চক্ষু মুছিতে মুছিতে আমার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। এই সময় শঙ্কর উঠিয়া আসিল এবং কিশোরের কাছে বসিল ত্রয় ভাবে রাত্রি কাটিল।

পরদিন বেলা ১০টার সময় ডাঃ পাকড়াশী আসিলেন। কিশোর তাহার আগেই সুরথ বাবু ডাক্তারকে লইয়া আসিয়াছিল। শঙ্কর আর বাড়ী যায় নাই, এখানেই ছিল। ডাক্তারেরা মাকে একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। তখন জ্বর খুব কম ছিল। তখনই অপারেশন করা স্থির হইল। সুরথ বাবু ক্লোরোফর্ম্ম করিলেন ও নাড়ী ধরিয়া বসিলেন, কিশোর ঘড়ী ধরিল, ডাঃ পাকড়াশী ছুরি চালাইলেন। তাঁহারা ক্লোরোফর্ম্ম করিতেই আমি পাশের ঘরে গিয়া বসিয়াছিলাম। ভয়ে আমার বুক কাঁপিতে লাগিল। আমি কতক্ষণ সে-ভাবে কাটাইয়াছিলাম, আমার হুঁস ছিল না। পরে দাদা আসিয়া আমাকে যখন ডাকিল,—'নীরু, আয় দেখে যা', আমি তাঁহাকে বলিলাম,—'মা বেঁচে আছেন ত, দাদা?' দাদা

বলিল,—'হাঁ, চোখ চাইছেন, তবে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।' আমি গিয়া দেখিলাম, ডাক্তারেরা ড্রেসিং শেষ করিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া কিশোরের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে বলিল,—'আপনি বড্ড ভয় পেয়েছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়েছে।'

শঙ্কর বলিল,—"আমি ত আগেই বলেছিলাম, ডাঃ পাকড়াশীর হাত খুব সাফাই।'

দাদা বলিল,—'অপারেশন ত হ'ল, এখন শেষটা কি রকম দাঁড়াবে সেই ত কথা।'

আমরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া এই সব আলাপ করিতেছিলাম। ডাক্তার দুই জন তখন মায়ের পাশে চৌকীতে বসিয়া ছিলেন। সুরথ বাবু যন্ত্রপাতি ধুইতে ধুইতে কিশোরকে ডাকিলেন, কিশোর গিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিল। পরে ডাঃ পাকড়াশী বাহির হইলেন, আর সকলেও তাঁহার সঙ্গে বাহিরে গেল। আমি অমনি মা'র কাছে গিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বসিলাম। মা আমার দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন,—'আমার পিঠে অস্ত্র ক'রেছে, উঃ বড় যন্ত্রণা, পিঠ নাড়তে পারছি না।' আমি বলিলাম,—'মা, তুমি একভাবে প'ড়ে থাক, নড়াচড়া ক'রো না।' এই বলিয়া আমি বাতাস করিতে লাগিলাম।

দাদা আসিয়া বলিল,—'ডাক্তারেরা লাইব্রেরী-ঘরে বসেছেন, তাঁরা এখনই যাবেন, তাঁদের টাকা দিতে হবে।'

আমি বলিলাম,—'যা দিতে হবে দিয়ে দাও, আর যা-যা বলেন নোট ক'রে রাখ।'

দাদা বলিল,—'কিশোর বাবু নোট করছেন, আমি যাই, তুই একবার আসবি না?'

আমি বলিলাম,—'আমি আর গিয়ে কি করব, দাদা, যা ক'রতে হয় তুমিই কর। আমি এখন মা'র কাছে বসি, তাঁর বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।'

প্রমীলা ইতিমধ্যে আসিয়া বসিয়াছিল। সেও এতক্ষণ ভয়ে জড়সড় হইয়া অন্য ঘরে ছিল, কাছে আসিতে সাহস করে নাই।

ডাক্তারদের বিদায় করিয়া দিয়া দাদা তাহার বন্ধুদের সহিত মা'র কাছে আসিল। কিশোর আমাকে বলিল,—'এই দেখুন, ডাঃ পাকড়াশী এই-সব ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন (উপদেশ) দিয়েছেন।' এই বলিয়া সেগুলি পড়িয়া শুনাইল।

পরে বলিল,—'এই প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্‌ অনুসারে ওষুধ এনে এখন খাওয়াতে হবে, আমি সে ওষুধ এনে দিয়ে যাচ্ছি। আমার কলেজ আছে।'

আমি বলিলাম,—'ওষুধ নিয়ে আসুন, এখানে খেয়ে যাবেন। আর কলেজের ছুটির পর একবার আসবেন।'

কিশোর বলিল,—'আমি মেসে খেয়েই কলেজে যাব, বিকালে নিশ্চয়ই আসব।'

শঙ্কর বলিল,—'ওষুধ নিয়ে তোর আর আসতে হবে না, আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি, আমিই ওষুধ নিয়ে আসব। সুকুমার, তুমি বাড়ী থাক।'

আমি বলিলাম, 'দাদা, তোমার আজ কলেজে যাওয়া হবে না।'

এই বলিয়া আমি কিশোর ও শঙ্করের সহিত বাহিরে আসিলাম, দাদা ও প্রমীলা মা'র কাছে রহিল। আমি সভয়ে কিশোরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ডাক্তারেরা কি ব'লে গেলেন, কিশোর বাবু? অনেক সময়ে অপারেশন করার পরও বিপদ ঘটে। মা'র শরীর কিন্তু খুব দুর্ব্বল।'

কিশোর বলিল,—'সেই জন্যেই ত এই ওষুধ দিয়েছেন, এখন খুব ভালরূপে ওয়াচ্ করা দরকার। আমি আবার চারটার সময়ই আসব, আর রাত্রে ওয়াচ্ করবো। জ্বর বোধ হয় ক্রমে বাড়বে। নড়াচড়া ক'রতে দেবেন না, খুব সাবধান।'

এই বলিয়া কিশোর শঙ্করের সহিত বাহির হইয়া গেল, আমি আবার মা'র কাছে গিয়া বসিলাম। মা'র জ্বর আবার বাড়িতে লাগিল। শঙ্কর ওষুধ লইয়া আসিল। আমি সেই ওষুধ তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে লাগিলাম। দাদা ও শঙ্কর আহার করিয়া মা'র কাছে আসিয়া বসিল, প্রমীলা আর আমি খাইতে গেলাম। আমি খাইয়া আসিয়া দাদাকে বলিলাম,—'আমি এখন বসি, তোমরা বিশ্রাম কর'গে, আবার রাত জাগতে হবে।' শঙ্কর বলিল,

'আপনারও ত বিশ্রামের দরকার।' আমি বলিলাম, 'প্রমীলা আসুক, আমি এখানেই একটু গড়িয়ে নেব'খন, ঘুম আর এখন আসবে না।'

এই ভাবে দিন কাটিল। কিশোর চারিটার সময় আসিয়া মা'র নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল,—'নাড়ী আরও দুর্ব্বল দেখছি, কিন্তু টেম্পারেচার ত তেমন্ বাড়ে নাই।'

আমি বলিলাম, 'টেম্পারেচার ত ১০১, অন্যদিন এরূপ জ্বরে ত কথা কইতেন, আজ যেন কেমন আচ্ছন্ন ভাব দেখছি।'

কিশোর বলিল, 'আমি এখনই সুরথ বাবুর কাছে যাচ্ছি, তাঁকে একবার এনে দেখাই, কি বলেন ?'

আমি বলিলাম, 'এখনই যান।'

দাদা তখন আসিয়া বলিল, 'অবস্থা কেমন দেখছেন, কিশোর বাবু ?'

কিশোর বলিল, 'আমি তেমন বুঝতে পারছি না। নাড়ীর অবস্থা ভাল বোধ হচ্ছে না। আমি ডাক্তারকে এখ্‌খুনি নিয়ে আসছি।'

এই বলিয়া কিশোর চলিয়া গেল এবং এক ঘণ্টা পরেই সুরথ বাবুকে সঙ্গে করিয়া আসিল। সুরথ বাবু নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা প্রেসক্রিপ্‌শন্ লিখিয়া ওষুধ আনিতে পাঠাইলেন। শঙ্কর ওষুধ আনিতে ছুটিল। আমি

ডাক্তারের ভাব দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলাম এবং দাদাকে বলিলাম—'তুমি একবার ডাক্তারবাবুকে ভাল ক'রে জিজ্ঞেস কর, অবস্থা কেমন।'

দাদা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার বাহিরে আসিলেন এবং লাইব্রেরী-ঘরে বসিলেন। কিশোর ও দাদা তাঁহার নিকটে গেল। আমি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলাম। তাঁহাদের আলোচনার ভাবে বুঝিলাম, অবস্থা খুব সঙ্কটাপন্ন। আমি দাদাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, 'ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁর সঙ্গে কন্‌সাল্ট্ (পরামর্শ) ক'রবার জন্য আর এক জন ডাক্তার আনালে কেমন হয়?' এই সময় কিশোরও আমার কাছে আসিল। আমার কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবুর কাছে গেল। সুরথ বাবু বলিলেন,—'সে ভালই, ডাঃ পাকড়াশীকেই আনতে পারেন।' এই কথা শুনিয়া কিশোর তখনই ডাঃ পাকড়াশীকে আনিবার জন্য ছুটিল। আমি সুরথ বাবুকে যাইতে দিলাম না। তিনি বসিয়া রহিলেন। আমি আবার মা'র কাছে গিয়া বসিলাম। আমার বড় কান্না পাইতে লাগিল। দাদাও সেখানে আসিয়া বসিল। এই সময়ে শঙ্কর ওষুধ আনিল, ডাক্তারবাবু আসিয়া আবার নাড়ী দেখিয়া সেই ওষুধ খাওয়াইয়া দিলেন।

কিশোর প্রায় ৮টার সময় ডাঃ পাকড়াশীকে সঙ্গে করিয়া

আসিল। তিনিও রোগীর অবস্থা দেখিয়া মুখ ভার করিলেন এবং দুই ডাক্তারে পরামর্শ করিয়া আর একটা ওষুধ লিখিয়া দিলেন। কিশোর সেই ওষুধ আনিতে ছুটিল, ডাঃ পাকড়াশী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ওষুধ আসিলে তিনি সেই ওষুধ খাওয়াইয়া দিয়া সুরথ বাবুকে চুপে চুপে কি বলিয়া তাঁহার ফী লইয়া প্রস্থান করিলেন। আমি কিশোরকে ঘরের বাহিরে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইনি কি বললেন আপনি স্পষ্ট ক'রে বলুন।'

কিশোর বলিল,—'নাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ, ডাক্তার ষ্টিমুলেণ্ট্ দিয়েছেন, এতে ক্রমে ভাল হ'তে পারে।'

আমি বলিলাম,—'তবে সুরথ বাবু ডাক্তার এখানে থাকুন।'

কিশোর বলিল,—'হাঁ, তাঁকে রাখাই উচিত, আজ রাত্রিটা বড়ই আশঙ্কাজনক।'

দাদা আমাদের কথা শুনিতেছিল। সে বলিল,—'আপনি আর কি পরামর্শ দেন?'

কিশোর বলিল,—'ডাক্তারের যা সাধ্য তা-ত করাই হচ্ছে। এখন ঈশ্বর ভরসা।'

এই কথা শুনিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কিশোর বলিল,—'আপনি উতলা হবেন না। মা'র কাছে গিয়ে বসুন। আমি সুরথ বাবুর কাছে যাই। তিনিও মাঝে মাঝে এসে নাড়ী দেখবেন।'

ঔষধ খাওয়ানোর প্রায় দুই ঘণ্টা পরে মা একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। তাঁহার যেন হুস হইয়াছে বোধ হইল। তখন কিশোরকে ডাকিলাম, ডাক্তার বাবুও আসিলেন। দাদা ও শঙ্কর আসিল। ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। মা চক্ষু চাহিয়া অতিক্ষীণ স্বরে বলিলেন, 'জল।' আমি তাঁর মুখে এক চামচে জল দিলাম, তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। আমি আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া দিলাম। মা আবার চক্ষু মেলিয়া চারি দিকে তাকাইলেন, কাহাকে যেন খুঁজিতেছেন, পরে কিশোরকে দেখিতে পাইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ইসারায় কিশোরকে কাছে ডাকিলেন। কিশোর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন,—

"বাবা, নীরীকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলুম।' এই বলিয়া আবার চক্ষু মুদিলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে গেলাম।

ডাক্তার বাবু আর সকলকে বলিলেন, 'আপনারা আর ভিড় ক'রবেন না, বাইরে যান।'

তখন দাদা ও শঙ্কর বাহিরে গেল। ডাক্তার বাবু আবার নাড়ী দেখিলেন, আমি আবার ঘরে গিয়া শয্যাপার্শ্বে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিশোর তফাৎ হইতে দেখিতে

লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু উঠিয়া বাহিরের ঘরে গিয় বসিলেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমি টের পাইলাম, ম যেন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। আমি দাদাবে ডাকিলাম, দাদা ও কিশোর আসিল। কিশোর আসিয়া নাড়ী দেখিয়া ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আনিল, তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিয় বলিলেন,—'নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না, শ্বাস উঠেছে।' এই বলিয় তিনি বাহিরে গেলেন। কিশোর ও দাদা তাঁহার সঙ্গে গেল। আমি ইহার অর্থ কি বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দাদা আসিয়া বলিল,— 'ডাক্তার ব'লে গেলেন, আর রক্ষা নেই।' এই বলিয়া দাদা কাঁদিয়া ফেলিল। আমিও দাদার কথায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম।

আমাদের কান্না শুনিয়া কিশোর ও শঙ্কর আসিল। তাহারা দাদাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। পরে কিশোর আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইয়া আমাকে বাহিরে যাইতে বলিল। আমি উঠিলাম না, মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। প্রমীলাও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ক্রমে মায়ের অবস্থা আরও খারাপ হইতে লাগিল। আমরা সকলে তাঁহার চারি পাশে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। রাত্রি একটার সময় সব শেষ হইল, আমার স্নেহময়ী জননী আমাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন।

# তৃতীয় খণ্ড

## কিশোরের কথা

### ১

এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে যে ঘটনা ঘটিল, তাহা পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। কোন এক অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যাহাদের সঙ্গে আমার কোন দিন আলাপ-পরিচয়ের সম্ভাবনা ছিল না, সেইরূপ একটি পরিবারের সহিত অকস্মাৎ জড়িত হইয়া পড়িলাম। সুকুমারের মা যেদিন মারা যান, আমি তার পর দিন শুধু ভদ্রতার খাতিরে তাহাদের বাড়ীতে গেলাম। সুকুমার আমাকে লাইব্রেরী-ঘরে বসাইয়া রাখিয়া বোধ হয় তাহার ভগিনীকে সংবাদ দিতে গেল। অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া বলিল,—'নীরু শোকমূর্চ্ছিত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছে।' আমি যে তাহার ভগিনীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি এ-কথা তাহার মনে কেন আসিল জানি না। আমি বলিলাম,—'আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে আসিনি, আপনারা কেমন আছেন জানতে এসেছি।' সুকুমার বলিল,—'আমরা ত এক রকম আছি, কিন্তু নীরুকে লইয়াই মুস্কিল হয়েছে। সে কাল থেকে জল-বিন্দু মুখে দিচ্ছে না।' আমি

বলিলাম, 'হঠাৎ এরূপ বিপদ ঘটবে আমরা কখন ভাবতেও পারিনি। তাঁর মনে একটা গুরুতর আঘাত লেগেছে। প্রকৃতিস্থ হ'তে কিছু সময় লাগবে। আপনাদের কোন জিনিষপত্র কেনবার দরকার হ'লে আমাকে বলবেন, এনে দেব।' সুকুমার বলিল,— 'আচ্ছা, কাল আপনি একবার আসবেন। আপনার উপর আমাদের যতটা দাবী আর কারু উপর ততটা নেই। হবিষ্যি ক'রবার জন্ম ভাল ঘি কোথায় পাওয়া যাবে, আপনি একটু খোঁজ ক'রবেন।' আমি খোঁজ করিব বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি পর দিন সকালে অনেক খোঁজ করিয়া এক সের গাওয়া ঘি কিনিলাম এবং তাহা লইয়া সুকুমারদের বাড়ীতে গেলাম। সুকুমার ঘি পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইল। আজ আমি তাহার সঙ্গে নীরু দেবীর ঘরে গিয়া দেখিলাম, তিনি শয্যায় শুইয়া চক্ষু মেলিয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া আছেন। আমার আগমন জানিয়াও একটু নড়িলেন না, বা মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন না, বা কোন প্রকার লজ্জার ভাব দেখাইলেন না। যে ভাবে পড়িয়া ছিলেন সেই ভাবেই রহিলেন। সুকুমার আমাকে রাখিয়া অন্য ঘরে গেল। আমি মিনিট-পাঁচেক বসিয়া রহিলাম, কোন কথা বলিলাম না, পরে উঠিয়া আসিলাম। প্রমীলা বলিল, 'আজ দুই দিন ঐ এক ভাবেই পড়িয়া আছেন, কোন কথা বলিতে গেলে বিরক্ত হ'ন, অনেক জেদ করাতে কাল রাত্রে একটু দুধ খেয়েছিলেন। কাল সন্ধ্যাবেলা

দাদা এসেছিলেন, তাঁর মু'খের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেললেন, দাদা কত বুঝালেন।' আমি বলিলাম, 'কাঁদা ভাল'। এই বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। আমার বুকের মধ্যে খচ্ করিয়া একটু বিঁধিল। আমি কি তবে তাঁর কেউ নই? আমাকে যেন চিনিতেই পারিলেন না। আমার অদৃষ্ট!

ইহার পরে দুই দিন আর সুকুমারদের বাড়ীতে যাই নাই। তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা শঙ্কর আসিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল,—'কি রে কিশোর, আমাদের এক যাত্রায় পৃথক ফল হ'ল?'

আমি বলিলাম,—'সে কি রকম?'

শঙ্কর বলিল,—'আমি তোকে সঙ্গে ক'রে প্রমীলাদের বাড়ী নিয়ে গেলুম, তোর ভাগ্যে হ'ল স্ত্রীলাভ, আর আমার ভাগ্যে হ'ল বন্ধুহানি।'

'বন্ধুহানি কি রকম?'

'বুঝলি না, তোর সঙ্গে আলাপের পূর্ব্বে নীরু দেবীর সঙ্গে আমি ত খুব বন্ধুত্ব জমিয়ে নিয়েছিলুম।'

'তা গেল কিসে? এখনও ত তাঁর সঙ্গে তোমার খুব ভাব আছে।'

'সে ভাব আর কয় দিন থাকবে রে? তুই কি আর থাকতে দিবি?'

'কেন দেব না? আমার হাত কি?'

'তুই যে তাঁর বাগ্‌দত্ত স্বামী।'

'তিনি যদি আমাকে স্বামী ব'লে স্বীকার না করেন?'

'ক'রবেন বই কি। মা'র মৃত্যুকালের আদেশ, তা কি কেউ অমান্য করে?'

'আমার বিরুদ্ধে তাঁর যে মস্ত প্রেজুডিস্ (প্রতিকূল সংস্কার), তা কি ভুলতে পারবেন? আমি হচ্ছি স্ত্রীজাতির অবমাননাকারী পাপাত্মা দুঃশাসন, মনে আছে ত?'

'হাঁ, মনে আছে।'

'আর তাঁর লেখা প'ড়ে আমি যেরূপ বুঝেছিলেম, তিনি হয়ত বিয়েই ক'রবেন না।—এতদিন ত ক'রতে রাজী হ'ন নি।'

'কিন্তু জানিস ত শেক্সপীয়ার স্ত্রীজাতির কি নাম দিয়েছেন—'ফ্রেল্টী, দাই নেম ইজ ওম্যান!' * তাঁর মত বদলাতে কতক্ষণ? যা'ক সে কথা, আমি এখন ওদের বাড়ীতে যাচ্ছি।'

'বন্ধুত্ব রক্ষা ক'রতে বুঝি?'

'হাঁ, তাদের এই বিপদের সময় আমাদের আত্মীয়স্বজনদের খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত নয় কি? তুইও আমার সঙ্গে আয়।'

আমি বলিলাম,—'শঙ্করদা, তোমার সঙ্গে তাদের একটা মিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তুমি অবশ্যই যাবে। কিন্তু আমার সঙ্গে ত এখন

---

*'হে নারী, চঞ্চলমতি নাম যে তোমারি।'

পর্য্যন্ত কোন সম্বন্ধ হয় নি। আমি গেলে বরং তোমাদের আলাপের ব্যাঘাত হবে।'

শঙ্কর 'তাই বুঝি?' বলিয়া চলিয়া গেল। আমি শঙ্করের সঙ্গে স্থকুমারদের বাড়ী গেলাম না বটে, কিন্তু শঙ্করের সহিত নীরু দেবীর কি কথাবার্ত্তা হয় তাহা জানিবার জন্য আমার মনে কৌতূহল জাগিয়া রহিল। সেজন্য শঙ্কর কখন ফিরিয়া আসে তাহা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রাস্তার ধারে বারান্দায় বসিয়া রহিলাম। প্রায় একঘণ্টা পরে শঙ্করকে আসিতে দেখিলাম। সে আমাকে ডাকিল, আমি তাহাকে উপরে আসিতে বলিলাম। সে বলিল,—'না রে, এখন আমার সময় নেই, বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে। তুই কাল সকালে একবার ওদের বাড়ীতে যাস্, বিশেষ কথা আছে।' এই বলিয়া শঙ্কর [illegible]লিয়া গেল।

আমাকে কে ডাকিয়াছে—স্থকুমার, না নীরু দেবী,—কেন ডাকিয়াছে, শঙ্করের সঙ্গেই বা তাদের কি কথা হইয়াছে, জানিবার জন্য আমি উৎস্থক হইলাম। কিন্তু শঙ্কর কোন কথা প্রকাশ না করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল, ইহারই বা অর্থ কি? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আমি রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম। পর দিন সকালে সাতটার সময় স্থকুমারদের বাড়ীতে গেলাম।

স্থকুমার আমাকে দেখিবামাত্র নীরু দেবীর কাছে লইয়া গেল। নীরু দেবী তাঁহার মায়ের ঘরে বিছানায় শুইয়া ছিলেন। আমাকে

দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—'দেখুন, স্থরথ বাবু ডাক্তার সেদিন বিকালে এসে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছিলেন, সেজন্য তাঁকে কিছু দিতে হবে। যা দিতে হয় আপনিই নিয়ে দিয়ে আসবেন।'

আমি বলিলাম,—'আচ্ছা, আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে আসি, পরে কাল টাকা নিয়ে যাব। আপনি কেমন আছেন?'

নীরু দেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'আমি আর কেমন থাকব? আমি যা আশঙ্কা করেছিলুম, শেষটায় তাই হ'ল! মা যে এত শীঘ্র আমাদের ছেড়ে যাবেন তা স্বপ্নেও ভাবি নি।'

এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম,—'কেস্ (case) যে হঠাৎ এত খারাপ হ'য়ে যাবে তা ডাক্তারেরাও মনে করেন নি। মা বুড়ো হয়েছিলেন, অপারেশন করার শক্ (ধাক্কা) সহ্য ক'রতে পারলেন না। এ-সকল ঈশ্বর-ইচ্ছা ঘটনা, মানুষের এতে কোন হাত নেই। আপনি এ ভাবে প'ড়ে থেকে আর শরীর খারাপ ক'রবেন না।'

আমার এই কথার পর তিনি আর কিছু বলিলেন না। আমিও উঠিলাম। বাহিরে গেলে স্থকুমার বলিল, 'কিশোর বাবু, আপনি চা খেয়েছেন?—এখানে চা প্রস্তুত।' আমি বলিলাম,—'আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি, এখনই কলেজে যেতে হবে। আমি স্থরথ বাবুর কাছে শুনে কাল এসে টাকা নিয়ে যাব।' আমি এই বলিয়া বাহির হইলাম।

ইহার পর স্থকুমার তাহার মায়ের শ্রাদ্ধ যথাসময়ে সম্পন্ন করিল। আমাকে পূর্ব্ব হইতে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া দেখিয়া-শুনিয়া কাজকর্ম্ম করিবার জন্য আমার বাসায় আসিয়া স্থকুমার বলিয়াছিল। আমিও সময়-মত গিয়া কাজকর্ম্মের সাহায্য করিলাম। শঙ্করও আসিয়া যথারীতি কাজ করিল। নীরু দেবীর সহিত নেহাৎ কাজের কথা ভিন্ন আমার বিশেষ কোন কথা হয় নাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাঁহার মনোগত ভাব কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতাম। সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, আবার সদ্যোমাতৃশোকাতুর ব্যক্তিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও নিতান্ত অশোভন ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হইল।

২

শ্রাদ্ধের প্রায় কুড়ি দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় স্থকুমার আমার বাসায় আসিল। আমি বলিলাম,—'কি হে, কি মনে ক'রে ?' স্থকুমার আমাকে এখন 'তুমি' বলে, আমিও তাহাকে 'তুমি' বলি।

স্থকুমার বলিল,—'তুমি যে আর আমাদের বাড়ীতে যাও না, ব্যাপার কি ?'

আমি বলিলাম,—'কোন দরকার ত পড়ে নাই, দরকার পড়লে তোমরাই ডেকে পাঠাবে জানি।'

সুকুমার হাসিয়া বলিল,—'ও, সেই ডাক্তারের টাকা দেবার কথা? কিন্তু এবার যাবার খুব বেশী প্রয়োজন হয়েছে। নীরুর ভাবগতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। আজ বিকালে তাদের কলেজের কয়টি মেয়ে এসেছিল, তারা কি একটা সমিতি করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি যতদূর বুঝতে পারি, পুরুষদিগকে দমন করা; তার নাম দিয়েছে 'নারীপ্রগতি সমিতি'। নীরুকে তারা সেই সমিতির সেক্রেটারী ক'রতে চায়। আজ তারা এ-সম্বন্ধে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আলোচনা করেছিল। নীরুর মত ত তুমি জানই। 'একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ।' সে এ-সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক লেখালেখিও করেছে।'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'হাঁ, দিবাকর শর্ম্মার সঙ্গে।'

সুকুমারও হাসিয়া বলিল,—'সেই পাপাত্মা দুঃশাসনের সঙ্গে। এখন দিবাকর শর্ম্মা কি চুপ ক'রে থাকবে? নীরু যাতে এই হুজুগে না মাতে, তোমার সেই চেষ্টা করা উচিত।'

আমি বলিলাম,—'আমি কি ক'রতে পারি ভাই? তিনি আমার কথা শুনবেন কেন?'

'কেন শুনবে না? মা ত তাকে তোমার হাতেই সঁপে দিয়ে গিয়েছেন। অবশ্য এখনও বিয়ে হয় নি, এত শীঘ্র হ'তেও পারে না।'

'তিনি যে বিবাহে সম্মত হবেন, তার নিশ্চয়তা কি?'

'আমি তবে সে-কথা পাড়ব ?'

'না ভাই, এখন সে-কথা পাড়া উচিত নয়। তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি ? আমি যে-ভাবে আছি, সেই আমার ভাল।'

'কিন্তু এই উপস্থিত অনর্থ নিবারণের উপায় কি ?'

'দেখা যাক্, ব্যাপার কতদূর গড়ায়। এ-সকল সভা-সমিতি একটা হুজুগ বইত নয়, কিছুদিন পরে আপনিই থেমে যাবে। আমার বিবেচনায় এসব কথা নিয়ে ঘাঁটাতে গেলেই তার বিপরীত ফল হবে।'

'আচ্ছা তবে থা'ক, কিন্তু তুমি মধ্যে মধ্যে যেও। একেবারে নির্লিপ্ত হ'য়ে ব'সে থাকা উচিত নয়।'

এই বলিয়া সুকুমার বিদায় হইল। 'আমি যে-ভাবে আছি, সেই আমার ভাল', এই কথা আমি বারে বারে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম। এই ব্লিস্‌ফুল আন্‌সার্টেন্টি, এই মধুর অনিশ্চয়তাই আমার জীবনের সম্বল। আমি ইহাকে ছাড়িলে কি লইয়া বাঁচিয়া থাকিব ? এই ভাবে আরও কয়েক দিন কাটিল।

এক দিন সন্ধ্যাবেলায় শঙ্কর আসিল। যে-শঙ্করকে আগে দেখিবার জন্য আমি পাগল হইতাম, এখন তাহাকে দেখিলে মনে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার উদয় হয়। সময়ের পরিবর্ত্তনে আমাদের মানসিক অবস্থার কত পরিবর্ত্তন ঘটে !

শঙ্কর আসিয়া বলিল,—'কি রে কিশোর, তুই যে আর সুকুমারদের বাড়ীতে বড় যাস্ না ? তোর হয়েছে কি ?'

আমি বলিলাম, 'তুমি সেখানে গিয়েছিলে নাকি ?'

শঙ্কর বলিল, 'আমি সেখান থেকেই আসছি। তোকে একটা নতুন খবর দিচ্ছি।'

আমি বলিলাম, 'নীরু দেবীর বুঝি বিয়ে ?'

'না রে না—তিনি বিয়ে ক'রবেন না, সেই খবর।'

'বেশ ত। তোমাকে আজ ব'ললেন বুঝি ? তুমি বুঝি নিজেই বিয়ে ক'রবার প্রস্তাব করেছিলে ?'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, 'আমার ততদুর ধৃষ্টতা নেই। এই যে তোর মুখ কালো হ'য়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি। তবে সব কথা বলি শোন।'

এই বলিয়া শঙ্কর পকেট হইতে একটা খাতা বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার মর্ম্ম এই—

বেথুন কলেজের কতকগুলি মেয়ে একটা সমিতি গঠন করিয়াছে, তাহার নাম দিয়াছে 'নারীপ্রগতি সমিতি'। নীরু দেবী তার সেক্রেটারী হইয়াছেন। আজ সেই সমিতির নিয়মাবলী স্থির করা হইল। নীরু দেবী শঙ্করকে তাঁহাদের একজন চ্যাম্পিয়ন (সহায়ক) বলিয়া জানেন, সেজন্য তাহাকে সেই নিয়মাবলী দেখাইয়াছেন এবং উহা ছাপাইতে কত খরচ পড়িবে তাহা একটা প্রেসে গিয়া জানিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যাহারা এই সমিতির সভ্য হইবে তাহাদের কতকগুলি প্রতিজ্ঞায় স্বাক্ষর করিতে হইবে, সেগুলি এই—

রাজনৈতিক গগন কিছুকাল যাবৎ ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। অকস্মাৎ বজ্রপাতের ন্যায় মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য নীতি ঘোষিত হইল। দেশের শত শত নরনারী লবণ প্রস্তুত, বিলাতী জিনিষ বয়কট ও মাদকদ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করিয়া কারাবরণ করিতে লাগিলেন। সমগ্র ভারতে এক মহা আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গেল। শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনী ভদ্রমহিলাগণ পর্য্যন্ত জাতীয় পতাকা হস্তে কলিকাতার রাজপথে বাহির হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-নীতি অবলম্বন করিয়া এই সকল নারীবাহিনী বিলাতী কাপড়ের ও মদ-গাঁজার দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করিলেন।

আমি ইহার মধ্যে একদিন প্রাতঃকালে সুকুমারদের বাড়ীতে গেলাম। সুকুমার আমাকে লাইব্রেরী-ঘরে বসাইল। নীরু দেবী প্রমীলার সঙ্গে সেখানে আসিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—'এই যে আপনি এসেছেন। ভাল আছেন ত?'

আমি হুঁ বলিয়া মাথা নাড়িলাম।

তিনি বলিলেন,—'আপনি দেশের কোনো খবর রাখেন, না কেবল কলেজ আর মেস—মেস আর কলেজ করেন?'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'তা'ও করি, আবার দেশের খবরও কিছু কিছু রাখি।'

তিনি বলিলেন,—'মহাত্মা গান্ধী ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে

নন-কো-অপারেশন ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবার সিভিল ডিস্-ওবিডিয়ান্‌স ঘোষণা করেছেন, জানেন ত? এ-সম্বন্ধে কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীগণের কি কর্ত্তব্য তা ভেবে দেখেছেন?'

আমি বলিলাম,—'না এখনও এ-সব বিষয় নিয়ে আমি কোন চিন্তা করি নি।'

এই সময়ে প্রমীলা বলিল,—'কিশোর-দাদা, দিদিরা একটা নারীপ্রগতি সমিতি করেছেন, দিদি তার সেক্রেটারী হয়েছেন।'

আমি বলিলাম,—'হাঁ, আমি সে-কথা শুনেছি।'

নীরু দেবী বলিলেন,—'আপনি ত নারীপ্রগতির বিরোধী। হয়ত আপনি এবার তার সমালোচনা ক'রে একটা মস্ত প্রবন্ধ লিখবেন।'

আমি বলিলাম, 'এখনও কি আপনি আমাকে আপনাদের শত্রু মনে করেন?'

নীরু দেবী হাসিয়া বলিলেন,—'তা করি বইকি। চিতেবাঘ কি কস্মিন্‌কালে তার গায়ের ডোরা বদলাতে পারে?'

সুকুমার কোথা হইতে আসিয়া বলিল,—'চিতেবাঘ গায়ের ডোরা না বদলিয়ে তার রক্ষকের নিকট পোষ মানতে পারে।'

নীরু দেবী বলিলেন,—'আমি আগে যে প্রশ্নটা তুলেছিলুম, তার উত্তর কি? বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনে আমাদের

কর্ত্তব্য কি? যখন সমগ্র ভারতবর্ষ আজ মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিচ্চে, আমরা তরুণ-তরুণী দল কি বিলাসের আয়াসে ঘরের কোণে বসে থাকব? আমরা ভারত-দুহিতারা কিন্তু তা পারব না। আমাদের নারীপ্রগতি সমিতি এ-বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করেছে।'

সুকুমার বলিল,—'অর্থাৎ তোমরা এক নারীবাহিনী গঠন ক'রে, পতাকা উড়িয়ে, হৈ হৈ ক'রে রাস্তায় বেরবে, আর তাই দেখে ইংরেজ সৈন্য দেশ ছেড়ে চম্পট দেবে।'

নীরু দেবী ঈষৎ কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—'তুমি থাম দাদা, কেবল ঠাট্টা! কেন, আমরা দোকানে দোকানে পিকেট ক'রব। তোমরা ভীরুর দল পুলিসের ভয়ে নড়বে না, তা আমি বিলক্ষণ জানি। আমরা দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ ক'রতে প্রস্তুত হয়েছি। জেলে যাওয়া ত তুচ্ছ কথা, আমরা জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন দিতে বদ্ধপরিকর হ'য়েছি।

নীরু দেবীর নয়ন-কোণ হইতে যেন বিদ্যুৎশিখা ছুটিতেছিল, আমি তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম এবং মনে উত্তেজনা অনুভব করিলাম। সুকুমার কিন্তু তাহার বিদ্রূপ ছাড়িল না।

সে বলিল,—'তোমরা কবে সে অভিযানে বেরবে? আমি কিছু না করি, অন্ততঃ তামাসা দেখতে তোমাদের পেছনে পেছনে যাব।'

নীরু দেবী আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—'আপনিও কি সেই তামাসা দেখার দলে ?'

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম,—'আমি এখনও আমার কর্ত্তব্য স্থির করিনি। ভেবে দেখি। আমি তবে এখন আসি।'

আমি এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

৩

পরদিন বৈকালে আমি ডিউটি দিবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে যাইতেছিলাম, গোলদীঘির নিকটে অনেক পুলিসের ভিড় দেখিলাম। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম একদল তরুণী নিশান হাতে করিয়া দোকানে দোকানে পিকেটিং করিতে বাহির হইয়াছেন। পুলিস প্রহরিগণ তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতেছে। তাঁহারা একটা মদের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পিকেটিং করা আরম্ভ করিলেন। আমিও কৌতূহলবশতঃ একটু দূরে অপেক্ষা করিলাম। এই তরুণীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন নীরু দেবী। কিন্তু তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই। একটি ভদ্রবেশধারী লোক মদের দোকানে ঢুকিতে যাইতেছিল, নীরু দেবী হাতজোড় করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন, 'দেখুন আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে অনুনয় ক'রে বলছি, আপনি মদ কিনবেন না।' এই বলিয়া তিনি আবার হাতজোড় করিলেন। সে লোকটা বোধ হয়

আগে কিছু মদ খাইয়াছিল, সে তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, 'বাঃ—তোফা। একটু ফুর্ত্তি ক'রতে চাই বাবা, তাও কি তোমরা ক'রতে দেবে না?' নীরু দেবী বলিলেন, 'আপনি ভদ্রসন্তান, মদ খাওয়া যে কত বড় দোষের তা অবশ্য জানেন। আমাদের অনুরোধ, আর আপনি মদ খাবেন না।'

সে লোকটা জড়িত স্বরে বলিল, 'কি বললে তুমি সুন্দরী, মদ খাব না, মদ খাব না? আমি নিশ্চয়ই মদ খাব না, যদি তুমি তোমার ঐ সুন্দর চাঁদ মুখে একটা চুমো খেতে দাও।'

এই কথা বলিতে না-বলিতেই তাহার নাকের উপর প্রকাণ্ড এক ঘুষি পড়িল ও দরদর ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল, এবং আর এক ঘুষিতে সে ধরাশায়ী হইল। আমার দক্ষিণ হস্ত যে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই কার্য্য সম্পাদন করিল, তাহা আমি নিজেও বুঝিতে পারি নাই। এই সময় নারীবৃন্দ 'ব্র্যাভো—ব্র্যাভো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং সেই মদের দোকানদার 'পুলিস—পুলিস' বলিয়া চেঁচাইলে কয়েক জন কনেষ্টেবল আসিয়া আমাকে ধরিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে বিস্তর লোক জমিয়া গেল। নারীগণ 'বন্দেমাতরম্' 'গান্ধীমহারাজকী জয়' ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই সময় একজন অশ্বারোহী পুলিস সার্জ্জেণ্ট আসিয়া ঘোড়া চালাইয়া দেওয়ায় জনতা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। একজন উপরিস্থ পুলিস কর্ম্মচারী, বোধ হয় ইনস্পেকটার, আসিয়া

আমাকে থানায় লইয়া যাইবার হুকুম দিল। তখন একটা বাস গাড়ীতে প্রহরীবেষ্টিত হইয়া আমি থানায় নীত হইলাম। রাত্রি আটটার সময় সুকুমার থানায় আসিল এবং আমাকে জামিনে খালাস করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী উপযুক্ত জামিনদারের অভাবে আমাকে ছাড়িলেন না, পরদিন কোর্টে হাজির করিবেন বলিলেন। সুকুমার তাহাদের বাড়ী হইতে আমার জন্য অনেক খাবার আনিয়াছিল, আমি তাহা খাইয়া হাজত ঘরে শুইয়া রহিলাম।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আমাকে লইয়া গেল। আমি কোর্ট হাজত-ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় সুকুমার, শঙ্কর, নীরু দেবী ও তাঁহার তিনটি সখী আমাকে দেখিতে আসিলেন। শুনিলাম সেই দিনই মোকদ্দমার বিচার হইবে।

শঙ্কর আমাকে বলিল,—'কি রে কিশোর, তুই কবে থেকে এত বড় স্বদেশী হ'য়ে উঠলি? আমার যেটুকু গৌরব ছিল তা তুই একদিনেই হরণ করলি। কাল আমারই ঐ নারীবাহিনীর সঙ্গে বাহির হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাবা হঠাৎ জানতে পেরে আমাকে বেরুতে দিলেন না। তিনি আশা করেন, কালে আমি একজন মুনসেফ হ'য়ে তাঁর মুখ উজ্জ্বল ক'রব। পরে আমি পালিয়ে এসে সব ব্যাপার শুনলুম। যাক সে কথা। এখন এই মাতৃযজ্ঞে নিজেকে পূর্ণাহুতি দিবি, না খসে পড়বি?'

সুকুমার বলিল,—'কিশোর, আমি তোমার জন্য একজন উকীল ঠিক করেছি, তিনি তোমাকে ডিফেণ্ড (তোমার পক্ষ সমর্থন) ক'রতে প্রস্তুত আছেন। তোমার মত কি?'

নীরু দেবী বলিলেন,—'দেখুন, আপনি অবশ্য এসব ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর মত জানেন। তিনি সকলকে নন-কো-অপারেশন ক'রতে বলেছেন। এই জন্য দেখুন আমাদের কত শত ভাই-ভগিনী কোন প্রকারে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা না ক'রে অম্লানবদনে কারা-বরণ ক'রছেন। আপনি কি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রবেন, না উকীল দিয়ে মোকদ্দমা চালাবেন?'

আমি বলিলাম,—'আমি মোকদ্দমা চালাব না, তাঁদের পথ অনুসরণ করব।'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—'এবার তোর প্রেমযজ্ঞেরও পূর্ণাহুতি দেওয়া হবে।'

এই সময় পুলিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে লইয়া চলিল। আমার বন্ধুবর্গও আমার সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে উপস্থিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার বিচার আরম্ভ করিলেন। সেই মাতালটি বাদী হইয়া প্রথমে এজাহার দিল। সে বলিল, সে মদ কিনিতে দোকানে ঢুকিতেছিল, এই সময় একটি স্ত্রীলোক তাহাকে বাধা দিল, সে বাধা না মানায় আসামী তাহাকে নাকে ঘুষি মারিয়া জখম করিল এবং আর এক ঘুষি দিয়া

মাটিতে ফেলিয়া দিল। নীরু দেবীকে অপমানসূচক কথা বলা সম্বন্ধে সে কিছুই বলিল না, এ-সম্বন্ধে কেহ তাহাকে জেরাও করিল না। পরে মদের দোকানদার জবানবন্দী দিল, সে ঐ মাতালের কথা সমর্থন করিল। ইহার পরে একজন কনষ্টেবল যে আমাকে প্রথম গ্রেপ্তার করিয়াছিল, সেও ঐ কথার সমর্থন করিল। একজন ডাক্তার বাদীর জখম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারও জবানবন্দী হইল। পরে ম্যাজিষ্ট্রেট আমার জবাব কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম,—'আমি কোন জবাব দিব না।'

একজন উকীল টিটকারী দিয়া বলিলেন, 'এ ছোকরা একজন নন্-কো-অপারেটার, মহাত্মা গান্ধীর চেলা। তবে ঐ লোকটাকে ঘুষি মারলে কেন বাবা? মহাত্মা গান্ধী ত অহিংসানীতি প্রচার করেন?'

বোধ হয় ইনি বাদীর উকীল। আমি তাঁহার কথার কোন জবাব দেওয়া উচিত মনে করিলাম না; চুপ করিয়া রহিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট সরাসরি বিচার শেষ করিয়া রায় লিখিলেন এবং হুকুম দিলেন,—আসামীর তিন মাস সশ্রম কয়েদ; পুলিস আমাকে তৎক্ষণাৎ কোর্টের হাজতে লইয়া গেল।

আমার বন্ধুগণ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। নীরু দেবী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, 'এবার আপনার জীবন সার্থক হ'ল।' এই বলিয়া তিনি আমার গলায় একটা বড় ফুলের মালা

পরাইয়া দিলেন। তাঁহার সখীগণও সেই সঙ্গে আমাকে মালা পরাইলেন। আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। যথাসময়ে আমাকে অন্য অনেক আসামীর সঙ্গে একটা গাড়ীতে জেলখানায় লইয়া গেল। আমার বন্ধুগণ ততক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা "বন্দে-মাতরম্" ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে আমাকে বিদায় দিলেন।

## চতুর্থ খণ্ড

## নীহারিকার কথা

### ১

কিশোরের গলায় মালা দিয়া তাহাকে জেলখানায় বিদায় করিয়া আমি বিষণ্ণ চিত্তে বাড়ী ফিরিলাম। যতক্ষণ কোর্টে ছিলাম, ততক্ষণ বিজয়ের উল্লাসে ও সখীদের সহিত হাস্যালাপে বেশ কাটিয়াছিল। যদি বল বিজয়ের উল্লাস কিসে? কিশোর প্রকৃত নির্দ্দোষ হইয়াও বিজয়ী বীরের ন্যায় কারাবরণ করিল, ইহাতেই আমাদের উল্লাস। কিন্তু সন্ধ্যাকালে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম তখন সে উচ্ছ্বাস কাটিয়া গেল, ক্রমে ক্রমে বাস্তব জগতে আসিয়া পড়িলাম। দাদা গাড়ীর মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে নাই, মুখ ভার করিয়া বসিয়া ছিল। বাড়ী আসিয়া আহারাদির পর যখন ঘরে বসিলাম, তখন দাদা বলিল, 'কেমন রে নীরু, কিশোরকে জেলে দিয়ে তোর কেমন লাগ্ছে? মনে একটুও অনুতাপ হচ্ছে না?'

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—'সে কি কথা? আমি তাঁ'কে কিরূপে জেলে দিলুম, আর তার জন্য অনুতাপই বা কিসের?'

দাদা বলিল, 'তোর জন্যেই ত সে বেচারা জেলে গেল।'

'কি রকম?'

'তোর সেদিনকার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা, তোদের নারীপ্রগতির মেম্বরদিগের পিকেটিঙে সাহায্য করবার জন্ম আহ্বান, তার সেই জন্ম বীরত্ব প্রকাশ, পরে পুলিস কোর্টে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রতে না দেওয়া, এ সকল ত তোরই কীর্ত্তি। আমি যে উকীল ঠিক করেছিলুম, তিনি বলেছিলেন, মোকদ্দমা ডিফেণ্ড ( সমর্থন ) ক'রলে সত্য ঘটনা প্রকাশ পেতো, তাতে কিশোরের কিছুতেই জেল হ'ত না, বড়জোর কুড়ি-পঁচিশ টাকা জরিমানা হ'ত।'

আমি একটু দমিয়া গিয়া বলিলাম, 'আমি এত সব বুঝি না। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি যা কর্ত্তব্য ব'লে বুঝেছি, তাই করেছি। তিনি আমার কথা না শুনলেই পারতেন। শঙ্করবাবু ত পিকেটিঙে যান নি।'

দাদা বলিল,—'কিশোর কি তা পারে রে? সে যে এখন তোর জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে।'

আমি বলিলাম, 'যাও, আমি কারু প্রাণ-ট্রান চাই নে, আমি চাই আমার কর্ত্তব্য কোন রকমে ক'রে যেতে।'

দাদা বলিল,—'তুই জানিস্ তোর কর্ত্তব্য হচ্ছে কিশোরকে বিয়ে করা। প্রথমতঃ, মায়ের মৃত্যুশয্যার আদেশ; দ্বিতীয়তঃ, কিশোর তোকে ভালবাসে—'

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—'তুমি থামো, থামো—বিয়ে বিয়ে ক'রে যদি আমাকে এ রকম জ্বালাতন কর, তবে আমি এক দিকে চ'লে যাব।'

'বটে ? কোথায় যাবি ?'

'আমি কারু গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে চাইনে। আমি কারু তাঁবে থাকব না। আমি নিজের পায়ে নির্ভর ক'রে দাঁড়াতে চাই।'

'এ বুঝি তোর সেই নারীপ্রগতি দলের সঙ্গে মেশার ফল। এত দিনের পড়াশুনো, বি-এ পাস করা, এ-সব বুঝি চুলোয় যাবে ?'

'আমি প্রাইভেট ষ্টুডেণ্ট হ'য়ে বি-এ পরীক্ষা দেব। এ-সব মত আমার চিরদিনই আছে তুমি জান। মা আমার এক বন্ধন ছিলেন, আমার সে বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। এখন আমি অসীম গগনের উন্মুক্ত বিহঙ্গম।'

'কিন্তু মা তোকে যে-বন্ধনে বেঁধে গেছেন, সে-বন্ধন কাটানো তোর সাধ্য নেই আমি বলছি। আমি এখন বুঝতে পারছি মা'র কতদূর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল।'

'তুমি যাই বলো, আমি সে-বন্ধন মানিনে। যখন আমি তোমার মতন ভাইয়ের বন্ধনও ছিন্ন ক'রতে প্রস্তুত হয়েছি, তখন আমি আর কোন্ বন্ধনে বাঁধা পড়ব ?'

'বেশ, বেশ, তোর যা খুশী তাই করিস্। আমরা ত দিব্যি খেয়ে-দেয়ে ব'সে গল্প করচি, এ-সময় কিশোর কি ক'রছে জানিস্ ? সে জেলখানায় গিয়ে একটা মোটা চটের মত হাফপ্যাণ্ট প'রে, সন্ধ্যার সময় লোহার থালায় ক'রে মোটা চালের ভাত ও যৎসামান্য তরকারি কি জলের মত ডাল খেয়ে—তা'তে সকলের পেটও ভরে

না—লোহার বাটিতে জল খেয়ে—দু-তিন শ' চোরডাকাত খুনী গুণ্ডার সঙ্গে একটা লম্বা ঘরে, একটা ঢিপির উপর, মোটা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে আছে, আর আধ অন্ধকারে কড়িকাঠ গুণছে।

দাদার এই সব কথা শুনিয়া আমার চোখে জল আসিল। আমি তাহা গোপনে মুছিয়া বলিলাম, 'ওঃ, জেলে এত কষ্ট! দাদা, তুমি কি বলছ! তবে ভদ্রলোকেরা সেখানে কি ক'রে থাকেন?'

দাদা বলিল,—'জেলখানা ত ভদ্রলোকের জন্যে নয়। সেখানে কি কাজ ক'রতে হয় শুনবি? হাতুড়ী দিয়ে ইট ভাঙা, জাঁতায় গম ভাঙা, ঘানিতে সরষে পিষে তেল বের করা ইত্যাদি।'

আমি বলিলাম,—'ভদ্রলোকদেরও এই কাজ?'

দাদা বলিল,—'জেলখানায় ভদ্রলোক ছোটলোকের কোন পার্থক্য নেই, সেখানে সবাই সমান। তবে কোন কোন সময় অনুগ্রহ ক'রে ভদ্রলোকদের লেখাপড়ার কাজ দেয়। কিন্তু আজকাল এত বেশী ভদ্রলোক জেলে যাচ্ছেন, যে, তাঁদের জন্যে এত লেখাপড়ার কাজ কোথায় পাবে?'

আমি বলিলাম, 'তুমি এ-সব খবর কি ক'রে জানলে দাদা?'

দাদা বলিল,—'আমি জেলফেরত লোকদের কাছে শুনেছি। যা এখন শুতে যা—রাত হয়েছে।'

এই বলিয়া দাদা উঠিল। আমিও আমার ঘরে গেলাম। কিন্তু আমি যে-সকল কথা শুনিলাম, তাহাতে আর আমার শয্যা

গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইল না। আমি মেঝের উপর একটা মাছর পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। মশার কামড়ে ও নানা চিন্তায় ভাল ঘুম হইল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিশোরের কথা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় কারুণ্যে পূর্ণ হইল।

সকালে প্রমীলা আসিয়া আমাকে সেখানে দেখিয়া দাদাকে ডাকিয়া দেখাইল। দাদা বলিল, 'কি রে নীরু, এ আবার কি ঢং ? তুই সারারাত্তির বুঝি এখানে শুয়ে ছিলি ?'

আমি চক্ষু মুছিয়া বসিয়া বলিলাম, 'হুঁ। এ আমার প্রায়শ্চিত্ত।'

দাদা দশটার সময় খাইয়া কলেজে গেল, আমি আহার করিবার সময় মাছ ও দুধ খাইলাম না। প্রমীলা সাধাসাধি করিল। আমি বলিলাম, 'এও আমার প্রায়শ্চিত্ত।'

দাদা কলেজ হইতে আসিলে বেলা চারিটার সময় একজন ভদ্রলোক তাহাকে ডাকিলেন। দাদা বৈঠকখানায় তাঁহার সঙ্গে বসিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিল এবং পরে আমাকে আসিয়া বলিল, 'যিনি এসেছেন উনি হচ্ছেন কিশোরের বড় ভাই। টেলিগ্রাম পেয়ে কৃষ্ণনগর থেকে আজ সকালে এসে পৌঁছেছেন। কিশোর যে মেসে থাকে সেখানে আছেন। উনি কিশোরের জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ ক'রলেন। তাহাকে খালাস করবার কোন উপায় আছে কি না আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।'

আমি বলিলাম, 'তুমি তাঁকে কি পরামর্শ দিলে ?'

দাদা বলিল,—'পরামর্শ আর কি দেব ? আমি বললুম, কিশোর যখন নিজেকে ডিফেণ্ড ( নিজের পক্ষ সমর্থন ) করে নাই, তখন আর খালাসের উপায় কি ?—তিনি বললেন, এ মোকদ্দমার ত আপিল নেই, হাইকোর্টে মোশন করা যায়, কিন্তু তাতে কোন ফল হবে ব'লে মনে হয় না। আমি কিশোরের সঙ্গে জেলখানায় গিয়ে দেখা ক'রতে চাই, আমি ত সব জায়গা চিনি না, আপনি আমায় সঙ্গে যাবেন ?—আমি বললুম,—তা অবশ্যই যাব, কাল সকালে যাওয়া যাবে।'

পরদিন দাদা সকাল সাতটার সময় বাহির হইয়া গেল, এবং বেলা এগারটার সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তাহারা জেলখানায় গিয়া কিশোরের সঙ্গে দেখা করিয়াছে। কিশোর বেশ প্রফুল্লচিত্তে সেখানে আছে। তার দাদাকে হাইকোর্টে মোশন করিতে নিষেধ করিয়াছে। সে বলিল, 'এই তিন মাস ত দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

দাদা আরও বলিল, 'জেলখানায় রাজনৈতিক কয়েদীদের খাবার ও শোবার আলাদা ব্যবস্থা, বিশেষ কোন কষ্ট নাই।' এই কথা শুনিয়া আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কিশোরের দাদা মেডিক্যাল কলেজে গিয়া জানিয়াছেন, কিশোর জেলখানা হইতে বাহির হইলে তাহাকে আর কলেজে পড়িতে দিবে

না, কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তি করিয়াছেন। এই জন্য তিনি অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছেন। কিশোরের ছাত্রজীবন যদি এইরূপে মাটি হইয়া যায়, তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইবে। এখন এ-বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তিনি তাহার পরামর্শ চান।

কিন্তু অনেক ছাত্র ত নন-কো-অপারেশন করিয়া স্কুল-কলেজে পড়া আপন ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাতে এত আক্ষেপের কারণ কি? দাদা কিন্তু বারংবার বলিতেছে, 'তোর জন্যই কিশোরের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট হ'ল' ইত্যাদি। দাদার এই বাক্যবাণ আমার সহ্য হয় না। আমাকে এরূপ জ্বালাইলে আমি আর এ বাড়ীতে থাকিতে পারিব না। আমাকে অন্য পথ খুঁজিতে হইবে।

পরের দিন আমি বেথুন কলেজে গেলে প্রিন্‌সিপ্যাল আমাকে তাঁহার বসিবার ঘরে ডাকাইলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে হাজির হইলে তিনি বলিলেন, 'আমি জানতে পেরেছি তুমি, অরুণা সেন, লতিকা রায়, সুলেখা চাটুজ্যে আর চিত্রা ঘোষ—এই কয়জনে বাজারে পিকেটিং ক'রতে গিয়েছিলে—তাই নিয়ে একটা হাঙ্গামা হয়েছে, ও কিশোর বাঁড়ুজ্যে নামে একটি যুবক ফৌজদারী কোর্টে সাজা পেয়েছে। এ-সব কথা সত্য কিনা?'

আমি বলিলাম, 'হাঁ, সত্য।'

তিনি বলিলেন,—'এই রকম বাজারে পিকেটিং করা তোমাদের

পক্ষে কতদূর অন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ তা তুমি অবশ্যই জান। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সার্কুলারও আছে।'

আমি বলিলাম,—'আমরা গবর্ণমেণ্ট কলেজে পড়ি ব'লে দেশের কাজ ক'রতে পাব না, এ কেমন কথা? দেশের প্রতি ও আমাদের নিজের প্রতি ত একটা কর্ত্তব্য আমাদের আছে।'

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—'আমি তোমার কোন আর্গুমেণ্ট (যুক্তি) শুনতে চাইনে। আমি তোমাদের কয়জনকে রাষ্টিকেট ক'রবার জন্য রিপোর্ট ক'রব।'

আমি বলিলাম,—'আপনি যদি আপনার কর্ত্তব্য সেইরূপ বুঝে থাকেন, তবে তাই ক'রবেন। আমার নিজের কথা ব'লতে পারি, যে-শিক্ষা আমাদের মনুষ্যত্বলাভের পথে বাধা দেয়, আমি সে-শিক্ষা চাইনে। আমি কলেজ ছাড়তে প্রস্তুত আছি।'

তিনি তখন আমাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম। আমার পক্ষে এ ভালই হইল। আমার আর একটি বন্ধন ছিন্ন হইল। আর কিশোর যখন মেডিক্যাল কলেজ হইতে বিতাড়িত হইবে, তখন আমার আর আক্ষেপের বিষয় কি? বরং তাহার জন্য আমার আর কোন অনুতাপের কারণ থাকিবে না। কিন্তু দাদার গঞ্জনা আমাকে নিতান্ত অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। আমার কলেজ ছাড়া লইয়া দাদার সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া হইয়া গেল। দাদা ক্রমাগতই বলিতেছে, আমি বি-এ পাস

করিতে পারিব না, আমার দ্বারা সংসারের কোন কাজ হইবে না, যদি বিয়ে না করি তবে আমার জীবনই বৃথা হইবে, ইত্যাদি। আমার বোধ হয়, দাদার ভয় হইয়াছে আমি বিবাহ না করিয়া চিরদিন তাহার গলগ্রহ হইয়া থাকিব। আমার কিন্তু সেরূপ অভিপ্রায় একেবারেই নাই। আমি কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিব না, আমি যেটুকু লেখাপড়া শিখিয়াছি তাহাদ্বারা নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে অবশ্যই পারিব। আমাকে এখন হইতেই সেই চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ আমি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমার সকল বন্ধন একে একে ছিন্ন হইয়াছে।

আমার যখন মনের এইরূপ অবস্থা, তখন শঙ্কর একদিন আমাদের বাড়ীতে আসিল। প্রমীলা ও আমি তখন লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া ছিলাম। আমার হাতে একটা সেলাই ছিল, প্রমীলা তাহার বই পড়িতেছিল। আমি শঙ্করকে দেখিয়া বলিলাম, 'আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? পিকেটিং করছিলেন বুঝি?'

শঙ্কর বলিল, 'পিকেটিং ক'রব না, মুনসেফী ক'রবার জন্য প্রস্তুত হ'ব। আমার পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের কড়া আদেশ, আমি যেন এই গোলযোগের সময় বাড়ীর বাহিরে না যাই।'

'এখন থেকেই তবে দাসত্বের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন! বেশ, বেশ। আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন?'

'কেন, আপনি এখন দাসত্ব ক'রবেন কোন দুঃখে ? আপনি ত কলেজে পড়ে বি-এ পাস ক'রবেন।'

'আমার আর কলেজে পড়া হবে না। আমার নাম কাটা যাবে, সে-দিন প্রিন্‌সিপ্যাল বলেছেন।'

'ওহো, সে-দিনকার সেই পিকেটিং ক'রবার জন্যে বুঝি ? এই জন্যই বাবা আমাকে সে-দিন আটক ক'রেছিলেন, এখন বুঝতে পারছি আমার না-যাওয়া ভালই হয়েছিল।'

'মুনসেফী পাওয়ার পক্ষে। কিন্তু আপনার বন্ধু সে-সব কথা মনে ভাবেন নি।'

'কিশোরের কথা বলছেন ? সে বর্ণচোরা আঁব—তার মনের ভিতরে কি আছে, বাহিরে কেউ টের পায় না। জেলখানায় গিয়ে কেমন আছে একদিন দেখে আসব।'

'দাদা সে-দিন দেখতে গিয়েছিল, তিনি বেশ ফুর্ত্তিতে আছেন।'

'ফুর্ত্তি হবে না ? আপনি স্বহস্তে তার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন।'

'কিন্তু শুন্‌লুম তাঁকেও মেডিক্যাল কলেজে আর পড়তে দেবে না। যাক সে-কথা। আমি যে-কথা বললুম আপনি তার চেষ্টা দেখবেন। আপনি ত অনেক খবরের কাগজ পড়েন, তার বিজ্ঞাপন দেখে আমার জন্যে কোন মেয়েদের স্কুলে একটা টীচারের কাজ পাওয়া যায় কি না খোঁজ করবেন।'

'কিন্তু আপনি ত পরাধীনতা স্বীকার ক'রবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন ?'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'একে আর পরাধীনতা বলা যায় না। উদরান্নের জন্য আমাদিগকেও অন্য কাহারও গলগ্রহ না হ'য়ে চাকরি ক'রতেই হবে। আমরা পরের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে চাই নে, স্বাবলম্বনবৃত্তি গ্রহণ ক'রতে চাই।'

শঙ্কর বলিল,—'অর্থাৎ কোন স্কুলের সেক্রেটারীর অধীনতার চেয়ে ঘরের আড়ালে স্বজনের অধীনতাটাই হ'ল বেশী দোষের। যাক সে-কথা। কিন্তু সুকুমার আপনাকে চাকরি ক'রতে দেবে ত ?'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'দাদার সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'য়ে গেছে। আমি দাদার নিষেধ শুনব না। আমি কারু তাঁবে থাকব না।'

শঙ্কর বলিল,—'বেশ। আমাদের ভবানীপুরে একটা নতুন মেয়েদের হাই স্কুল হয়েছে। সেখানে কোন টীচারের পদ খালি আছে কি-না আমি খোঁজ ক'রব ও আপনাকে জানাব। সুকুমারের সঙ্গে দেখা হ'ল না—আর একদিন শীঘ্রই আসব। প্রমীলা, তোর পড়া কেমন চলছে ? তুই পড়ার সঙ্গে নন-কো-অপারেশন করেছিস্ নাকি ?'

প্রমীলা হাসিয়া বলিল,—'আমার পড়া ভাল হচ্ছে না।

বাড়ীতে যে গোলমাল চলচে—আমাকে কেউ পড়ায় না, আমি কি ক'রব ?'

আমি বলিলাম,—'বাড়ীতে গোলমাল তাতে তোর কি ? তোর কাজ তুই ক'রবি।—আপনার হাতে ওখানা কি বই, শঙ্কর বাবু ?'

শঙ্কর বলিল,—'এই বই ত আপনার জন্যেই এনেছি—নারী-প্রগতি সম্বন্ধে মিসেস ফিলিপ স্নোডেনের একখানা নামজাদা বই। আপনি এখানা রাখুন, পড়ে দেখবেন। আমি তবে এখন আসি।' এই বলিয়া শঙ্কর বিদায় হইল।

২

তিন দিন পরে শঙ্কর আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, 'আপনি যথার্থই চাকরি ক'রবেন নাকি ?'

আমি বলিলাম,—'হাঁ, চাকরি ক'রব বলেই ত স্থির করেছি। আপনি কোন সন্ধান পেলেন ?'

শঙ্কর বলিল,—'ভবানীপুরে যে-স্কুলের কথা বলেছিলুম সেখানে একজন য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট টীচার নেবে। তারা গ্রাজুয়েট চায়, কিন্তু ত্রিশ টাকা মাহিনায় লেডি গ্রাজুয়েট কোথায় পাবে ? তাই আমি সেক্রেটারী অতুল বাবুকে আপনার কথা বলায় তিনি এক রকম রাজি হয়েছেন। নতুন স্কুল, মাহিনা আপাততঃ ত্রিশ টাকা দেবে,

পরে স্কুল স্থায়ী হ'লে এক বছরের মধ্যেই চল্লিশ টাকা হবে। আপনি রাজি আছেন ?'

আমি উৎসাহিত হইয়া বলিলাম,—'আমি খুব রাজি আছি। আমি একলা মানুষ, ত্রিশ টাকায় আমার খুব চ'লে যাবে।'

'এই বাড়ী থেকে যাতায়াত ক'রতে পারবেন, বিশেষ কোন অসুবিধা নেই।'

'কিন্তু ট্রাম কি বাসে আমি একলা কখনও বেরুই নি, দাদা হয়ত আপত্তি ক'রবে। সে-দিকে থাকবার কোন সুবিধা হয় না ? সে স্কুলের বোর্ডিং নেই ?'

'বোর্ডিং হবার কথা হচ্ছে, বোধহয় শীঘ্রই হবে। আপনারা স্বাবলম্বন-বৃত্তি অবলম্বন ক'রতে যাচ্ছেন, অথচ সাহস ক'রে বাড়ীর বাইরে যেতে চান না ?'

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম,—'আপনি সে-কথা অবশ্য বলতে পারেন। প্রথম প্রথম সঙ্কোচ বোধ হবেই ত, পরে সাহস বেড়ে যাবে। এখন দাদাকে রাজি ক'রতে পারলে হয়। আমার চাকরি করার কথাতেই ত দাদা মুখ ভার ক'রে আছে, আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কয় না।'

শঙ্কর বাহির হইয়া দাদাকে ডাকিল এবং দাদা আসিয়া শঙ্করকে বলিল,—'কি হে শঙ্কর, কি মনে ক'রে ? আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কি ষড়যন্ত্র হচ্ছিল ?'

শঙ্কর বলিল, 'নীরু দেবী নারী-স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে এবার রাস্তায় বেরুবেন, সেই পরামর্শ হচ্ছিল।'

দাদা বলিল,—'তুমিই দেখছি নীরু দেবীর মন্ত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছ, কিন্তু ভাই যা-ই কর, নাম হাসিও না।'

আমি বলিলাম,—'তোমরা ত চিরদিনই নারীদের উপহাস ক'রে এসেছ। তারা যা-কিছু ক'রতে যাবে, তোমরা তাই ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেবে। সুতরাং সে ভয় ক'রলে আমাদের চলবে না। আমাদের নিজের চেষ্টায় নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে।'

দাদা বলিল,—'নিজের পথ মানে ত কোন স্কুলে টীচারি করা।'

শঙ্কর বলিল,—'উনি আপাততঃ সেই রকম একটা কাজ ক'রতে চাইছেন। এখন তোমার মত হলেই হয়।'

দাদা বলিল,—'আমার আবার মতামত কি। নীরু দেবী ত আমার মত অনুসারে চলবেন না বলেছেন। উনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।'

আমি বলিলাম,—'দাদা, তুমি রাগ ক'রো না। আমার যখন কলেজ থেকে নাম কাটা যাচ্ছে, তখন আমি কিছু না ক'রে নিষ্কর্ম্মা ঘরে ব'সে থাকতে চাই নে। আমি একটা টীচারি ক'রতে চাই, তাতে আমার প্রাইভেট বি-এ পড়াও চলবে। এতে আপত্তির কারণ কি হ'তে পারে?'

শঙ্কর বলিল,—'এ ত ভাল কথাই, এতে তোমার অমত হবে কেন, সুকুমার ?'

দাদা একটু নরম হইয়া বলিল,—'কোথায় টীচারি ক'রবে ? মেয়ে-স্কুলের ত ছড়াছড়ি।'

শঙ্কর বলিল,—'আমাদের ভবানীপুরে মেয়েদের জন্য একটা নতুন হাই স্কুল হয়েছে, সেখানে ত্রিশ টাকা মাহিনায় একটা কাজ পাওয়া যাবে। আমি সেই কথাই আজ বলতে এসেছি।'

দাদা বলিল,—'ভবানীপুর এখান থেকে যাওয়া-আসা করা ত সোজা কথা নয়। তুমি আমি পারি, কিন্তু নীরু দেবী পারবেন কি ? তাঁকে রোজ রোজ কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে ? এ-পর্য্যন্ত তিনি ত কখনও রাস্তায় একলা বেরোন নি।'

আমি বলিলাম,—'প্রথম প্রথম দু-একদিন সঙ্কোচ বোধ হবে, কিন্তু ক্রমে অভ্যাস ক'রলে আর কোন ভয়-ভাবনা থাকবে না। আমাদের ত ঘরের কোণে আবদ্ধ হ'য়ে থাকলে চলবে না।'

দাদা বলিল,—'অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে নিজের কপালের ঘাম দিয়ে রুটি উপার্জ্জন তাই ক'রতে হবে। কিন্তু মেয়েদের চাকরি করাটাই আমার কাছে অত্যন্ত রিপাল্‌সিভ্ (হেয়) বোধ হয়। পুরুষেরা লেখাপড়া শেখে প্রধানতঃ পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে। তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, নানা প্রকার যন্ত্রণা সহ্য ক'রে, কেউবা পরের গোলামী ক'রে, পয়সা রোজগার করে—

স্ত্রীপুত্রদের সুখে রাখবার জন্যে। তারপর আজকাল যেরূপ অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, গ্রাজুয়েট্ আণ্ডার-গ্রাজুয়েট্ বেকারের সংখ্যা এত বেশী বেড়ে যাচ্ছে, তাতে কয়জন লোকই বা লেখাপড়া শিখে অর্থ উপার্জ্জন ক'রতে পারছে? এর ওপর যদি মেয়েরা লেখাপড়া শিখে আবার সেই বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রতে বেরোয় তবে দেশের অন্ন-সমস্যা যে আরো ভীষণ হ'য়ে উঠবে। আর তাদের ত এরকম ক'রবার কোন তাগিদ নেই। সমাজে ও পরিবারে ত তাদের স্থান নির্দ্দিষ্টই আছে। তারা ঘরের সেফ্ করণার (নিরাপদ গৃহ-কোণ) কেন ত্যাগ ক'রে বাইরের সেই হট্টগোলের মধ্যে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াবে? এই কি তবে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার পরিণাম?'

আমি বলিলাম,—'সকল মেয়েই যে চাকরি ক'রতে যাবে এমন কোন কথা নেই।'

দাদা বলিল,—'তোমারই বা চাকরি ক'রবাব তাগিদ কিসের? যা হোক, যখন তুমি চাকরি করাই মনস্থ করেছ, আমি তাতে বাধা দেব না।'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'শঙ্কর বাবু, শুনলেন ত, দাদার মত হয়েছে। আপনি কালই এসে আমাকে নিয়ে যাবেন, আমি সেখানে গিয়ে কাজ ঠিক ক'রে আসব। কখন আসবেন বলুন।'

শঙ্কর বলিল,—'আমি কাল সকালে সেক্রেটারী অতুল বাবুকে

ব'লে রাখব, আপনি স্কুলের সময় যাবেন। আমি এগারটার সময় আপনাকে নিয়ে যাব।'

দাদা বলিল,—'আমিও তোমাদের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসব। নীরু আমার সঙ্গে ফিরে আসবে।'

এই বন্দোবস্ত অনুসারে আমি দাদা ও শঙ্করের সহিত ট্রামে চড়িয়া ভবানীপুরে সেই স্কুল দেখিতে গেলাম। ট্রামে তখন অনেক ভিড় ছিল, খোলা গাড়ীতে অনেক পুরুষ-মানুষের সঙ্গে বসিয়া যাইতে আমার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। অনেক লোক হাঁ করিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। আমাদের দেশের তথাকথিত ভদ্রলোকেরাও কিরূপ অশিষ্ট! চারিদিকের কটাক্ষ-পাতের মধ্যে আমি ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমার একপাশে দাদা আর একপাশে শঙ্কর বসিল। আমার সম্মুখে যাহারা বসিয়াছিল তাহারা আড়চোখে আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। ধর্ম্মতলায় নামিয়া আমরা কালীঘাটের ট্রামে উঠিলাম। সে গাড়ীতে তত ভিড় ছিল না। আমরা সামনের সীটে বসিলাম। তাহাতে অনেকটা সুবিধা বোধ করিলাম। যাহা হউক, ভবানীপুরে ট্রাম যেখানে থামিল সেখান হইতে আমরা পদব্রজে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই স্কুলে পৌঁছিলাম।

শঙ্কর সেক্রেটারীর নিকট হইতে একখানা চিঠি আনিয়াছিল,

আমি সেই চিঠি হাতে করিয়া হেড মিষ্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করিলাম। দাদা ও শঙ্কর আপিস-ঘরে বসিল। হেড মিষ্ট্রেস্ মিস্ সাধনা কাঞ্জিলাল বি-এ, একটি ব্রাহ্ম মহিলা। তাঁহার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর, মুখ গম্ভীর ও বিরস। আমি নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। তিনি সেক্রেটারীর চিঠি পড়িয়া আমাকে সম্মুখের একটা চৌকিতে বসিতে বলিয়া আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—'আপনার বয়স ত খুব কম দেখছি। আপনি বলব, না তুমি বলব ?'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'আমাকে তুমিই বলবেন।'

'বি-এ পড়া ছাড়লে কেন ?'

'ছাড়িনি, তবে কলেজে আর পড়ব না।'

'নন-কো-অপারেশন করেছ বুঝি ?'

'এক রকম তাই।'

'এ কাজে টিকে থাকবে ত ?'

'সেই রকমই ত ইচ্ছা।'

'অর্থাৎ বিয়ে না-হওয়া পর্য্যন্ত। এতদিন বিয়ে হয়নি কেন ?'

'বিয়ের সঙ্গেও নন-কো-অপারেশন করেছি।'

'নন-কো-অপারেশন ক'রে কয়দিন থাকবে, যে সুন্দর চেহারা।'

এই বলিয়া মিস্ কাঞ্জিলাল যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমি বলিলাম,—'আমাকে কোন্ ক্লাসে পড়াতে হবে ?'

তিনি বলিলেন,—'হাঁ, এখন কাজের কথা বলছি। চল, তোমাকে একবার সব ক্লাস কয়টা দেখিয়ে আনি। আজ তিন মাস স্কুল হয়েছে, এখনও উপরের ক্লাসে বেশী ছাত্রী হয় নাই—ম্যাট্রিক ক্লাসে মাত্র দুটি মেয়ে, ক্লাস নাইনে ( IX ) চারটি, ক্লাস এইটে ( VIII ) ছয়টি, ক্লাস সেভেনে ( VII ) বারটি, নীচের ক্লাসে বেশী মেয়ে হয়েছে, প্রায় একশ'টি। আর একজন গ্রাজুয়েট টীচার আছেন, শ্রীমতী রমলা চাটুজ্যে, তিনি আর আমি প্রথম দুই ক্লাসে পড়াই। তোমাকে ক্লাস এইট ( VIII ) আর ক্লাস সেভেনে ( VII ) পড়াতে হবে।'

এই বলিয়া তিনি আমাকে একে একে সব ক্লাসে লইয়া গেলেন। রমলা চাটুজ্যে এবং অন্যান্য টীচারদের সঙ্গেও আলাপ করিয়া দিলেন। রমলার বয়স পঁচিশের কাছাকাছি, বেশ হাসিখুশি মানুষ। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া সুখী হইলাম, এবং দুই-একটি কথাতেই তাঁহার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হইল।

হেড মিষ্ট্রেস্ এই সব দেখাশুনার পরে আমাকে বলিলেন,—'আজ তুমি বাড়ী যাও, কাল থেকে পড়ানো আরম্ভ ক'রবে। ঠিক এগারটার সময় ক্লাস বসে। তোমার বাড়ী কোথায়? কোত্থেকে আসবে?'

আমি বলিলাম,—'আমার বাড়ী পটলডাঙ্গায়, আমার দাদার সঙ্গে আজ এসেছি, তাঁর একটি বন্ধুও সঙ্গে আছেন।'

'কিন্তু রোজ রোজ কি তাঁরা তোমার সঙ্গে আসবেন? তুমি ছেলেমানুষ, একলা কি ক'রে এতদূর আসবে? আমরা অবশ্য পারি, তুমি পারবে কি?'

'আমাকেও অবশ্য পারতে হবে। আমি আপনাদের মত স্বাবলম্বন শিক্ষা ক'রতে চাই।'

তিনি বলিলেন,—'বেশ, বেশ। আচ্ছা, তুমি আজ যেতে পার। কাল আর সব কথা হবে।'

এই বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিলেন, আমি দাদার সঙ্গে বাড়ী আসিলাম।

৩

পরদিন শঙ্কর তাহার ল-ক্লাস হইতে দশটার সময় আমাদের বাড়ীতে আসিল। আমি তাহার সঙ্গে স্কুলে রওনা হইলাম। আমরা ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এই সময়ে একটা লোক—বয়স তাহার কুড়ি-বাইশ, ফ্যাশন করিয়া চুলছাঁটা ও টেড়িকাটা, চোখে চশমা আঁটা, নাকের তলায় এক ইঞ্চ লম্বা সিকি ইঞ্চ চওড়া গোঁফ, তাহার তুই আগা ছাঁটা, পাখীর ডানামেলা-কলারযুক্ত গলাখোলা ময়লা শার্টের উপর ময়লা বুক-খোলা কোট পরা—একটু দূরে দাঁড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। শঙ্কর তাহার প্রতি কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ

করায় সে বলিল,—'বাবা, ফুর্তি করতে যাচ্ছ, আমাকে সঙ্গে নেবে?'

এই কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। আমার হাতে একটা চাবুক থাকিলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে এক ঘা বসাইয়া দিতাম। শঙ্করও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—'ইউ ব্লাডি রাস্কেল্! তোর চোখ নেই, ভদ্রমহিলা চিনতে পারছিস নে?'

সে লোকটা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল,—'বাবা, ভদ্রমহিলা ত আজকাল সবাই হয়—ভদ্রমহিলার মুখে ঘোমটা থাকে, কপালে সিন্দুর থাকে,—ভদ্রমহিলা এ-রকম রাস্তায় বেরোয় না। তোমাদের কোথায় যাওয়া হচ্ছে, ইডেন গার্ডেনে, না নৌকাবিহারে?'

শঙ্কর তাহার কথার উত্তর দিতে-না-দিতেই ট্রাম আসিয়া পড়িল, আমরা ট্রামে উঠিয়া পড়িলাম। আমার মন ঐ গুণ্ডাটার কথা শুনিয়া অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল, কারণ আমি জীবনে কখনও এরূপ অপমানসূচক কথা শুনি নাই। আমার অত্যন্ত কান্না পাইতে লাগিল এবং একবার মনে হইল ট্রাম হইতে নামিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাই। যাহা হউক, আমি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিলাম। শঙ্করও ক্রোধে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল, নিষ্ফল ক্রোধ চাপিতে গিয়া তাহার মুখ-চোখ বিকৃত ভাব ধারণ করিল।

আমরা তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠিলাম বটে, কিন্তু ট্রামে অত্যন্ত

ভিড়, বসিবার জায়গা পাওয়া কঠিন। আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটি বুড়া ভদ্রলোক সরিয়া বসিয়া আমাকে একটু জায়গা করিয়া দিয়া বলিলেন,—'মা, তোমাদের কি এ-রকম ট্রামে যাওয়া সাজে ?'

আমি কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। শঙ্কর আমার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। আমাদের চোখমুখের ক্রুদ্ধ ভাব লক্ষ্য করিয়া সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন,—'তোমরা দুইজন বুঝি ঝগড়া ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়েছ ? তা মা যাঁর সঙ্গে যাচ্ছ, তাঁর উপর রাগ ক'রলে চলবে কেন ?'

শঙ্করের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন,—'বাবা, তুমি বুঝি বসতে পারলে না ? আমি এখনই বৌবাজারের মোড়ে নেবে যাব, তুমি এখানে বসতে পাবে। বাবা, দুই-একটা মিষ্টি কথা ব'লে মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে যাও।'

বৃদ্ধের এই সকল কথা শুনিয়া অতি দুঃখেও আমার হাসি পাইল। আমি অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিলাম।

শঙ্কর বলিল,—'আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া হয় নি।'

বৃদ্ধ বলিলেন,—'বেশ বাবা, বেশ। তোমরা কোথায় যাবে ?'

শঙ্কর বলিল,—'ভবানীপুরে।'

'তুমি এবার আমার জায়গায় বসো,' এই বলিয়া বৃদ্ধ নামিয়া গেলেন। শঙ্কর তাঁহার জায়গায় আমার পাশে বসিল।

একটু পরে আমি লক্ষ্য করিলাম, আমাদের সম্মুখের বেঞ্চে দুইটি যুবক আমাদের দিকে আড়চোখে তাকাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতেছে আর হাসিতেছে। আমি শঙ্করের গা টিপিয়া দেখাইলাম। শঙ্কর তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—'আপনারা হাসছেন কেন?'

একটি ছোকরা মুখ হইতে হাসি মুছিয়া ফেলিয়া বলিল,—'না—এমনি। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

শঙ্কর বলিল,—'ভবানীপুরে।'

সেই ছোকরাটি বলিল,—'মাপ করবেন মশায়, একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রতে পারি কি?'

শঙ্কর বলিল,—'কি বলুন।'

'আপনারা দুইটি ভাই-বোন, না আর কিছু? আমি বলছি ভাই-বোন, ইনি বলছেন ভাই-বোন নয়।'

'আপনার অনুমান সত্য নয়।'

'তবে কি?'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—'উই আর ফ্রেণ্ড্স্, তবে একটা সম্পর্কও আছে।'

অন্য ছোকরাটি বলিল,—'আপনারা কলেজে বুঝি একসঙ্গে পড়ছেন?'

'না, আমি ল' পড়ছি, উনি বি-এ পড়েন।'

এই সময় গাড়ী আসিয়া ধর্ম্মতলায় থামিল, আমরা নামিয়া পড়িলাম। সেই ছোকরা দুটিও আমাদিগকে নমস্কার করিয়া নামিল। আমরা কালীঘাটের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

এই গাড়ীতে মোটেই ভিড় ছিল না। আমরা সকলের সামনে গিয়া দু'খানা ছোট বেঞ্চে পাশাপাশি বসিলাম। আমি বলিলাম, 'আঃ বাঁচা গেল। শঙ্কর-দা, আজ আমরা কি কুক্ষণে বাড়ী থেকে যাত্রা করেছিলুম।'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—'এই ত আমাদের বেশ একটা সম্পর্ক আছে। এতদিন এ-রকম ডাকেননি কেন?'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'দরকার হয় নি ব'লে ডাকি নি। আজ আমার ট্রামে আসতে গিয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল। প্রথমে সেই গুণ্ডাটা, তার পরে সেই মজার বৃদ্ধ, আর শেষটায় এই দুটি ছোকরা। সে গুণ্ডাটার কথা মনে হ'লে কিন্তু এখনও আমার সর্ব্বশরীর রাগে জ্বলে উঠে।'

'এতদিন ঘরের ভিতরে ছিলেন, বাইরের ব্যাপার ত টের পান নি। সংসারের কর্দ্দমাক্ত পথে বা'র হ'লেই কাদার ছিটে সময় সময় গায়ে লাগে। এ-সব মনে ক'রলে আর পথ চলা হয় না।'

'তা ত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আপনি আজ সঙ্গে ছিলেন ব'লে অনেকটা বাঁচোয়া। আমি একলা কি ক'রে এতটা পথ রোজ রোজ যাওয়া-আসা ক'রব তাই ভাবছি।'

'আমি ত রোজই সকালে ল-ক্লাসে যাই, যদি বলেন ত আমি রোজই আপনাকে সঙ্গে ক'রে আনতে পারি, ফেরবার বেলায়ও আমি আপনাকে সঙ্গে ক'রে বাড়ী পৌছে দিতে পারি, তবে আপনি যে সময়ে আসবেন তখন গাড়ীতে ততটা ভিড় থাক্‌বে না। প্রাতঃকালেও আমরা আজ যে-সময়ে বেরিয়েছিলুম তার একটু আগে বেরুতে পারলে এত ভিড় হবে না।'

'শঙ্কর-দা, আমি আপনাকে এতটা কষ্ট দিতে চাই নে। আপনার ল-ক্লাসের কাজ হয়ত তত শীঘ্র শেষ হবে না।'

'আমি ঠিক দশটার সময় আমাদের কলেজের সামনে ফুটপাথের উপর আপনার অপেক্ষা ক'রব, তবে যে-দিন আগে ছুটি হবে সেদিন আপনাদের বাড়ীতেও যেতে পারি।'

'শঙ্কর-দা, আপনি আমার জন্য যা করছেন, এই ঋণ কি ক'রে শোধ দেব জানি না।'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—'ঋণ শোধ দেবার দরকার নেই, পুঁজি হ'য়ে থাক, আর তার সুদ বাড়তে থাকুক।'

আমাদের এইরূপ নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে হইতে আমরা ভবানীপুর আসিয়া পৌছিলাম। ট্রাম হইতে নামিলে শঙ্কর আমাকে সঙ্গে করিয়া স্কুলের সম্মুখের রাস্তা পর্য্যন্ত লইয়া গেল। ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম, আমি ১০ মিনিট লেট হইয়াছি।

স্কুলে ঢুকিতেই হেড মিষ্ট্রেস্ মুখ ভার করিয়া বলিলেন, 'আজ

প্রথম দিনই তুমি লেট ক'রে এলে, ঐ ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখ। তুমি নিজে স্কুল-কলেজে পড়েছ, সময়ের মূল্য অবশ্যই জান।'

আমি বলিলাম,—'মাপ করবেন, আজ ট্রামের গোলযোগে একটু দেরী হয়ে গেছে।'

'অন্য দিন সকাল সকাল বাড়ী থেকে বেরুবে।'

'তা অবশ্যি বেরুবো, তবে আমি যাঁর সঙ্গে আসি, তিনি ঠিক সময়ে এলে হয়।'

'ঐ যে যুবকটিকে তোমার সঙ্গে দেখলুম, উনি তোমার কে?'

'উনি আমার দাদার শালা, উনি আমাকে অনেক সাহায্য করছেন।'

'এ-সব ছোকরাদের সঙ্গে তোমার বেড়ান ভাল দেখায় না। যাক সে কথা, এখন ক্লাসে যাও।'

হেড মিষ্ট্রেসের এই সব কথা শুনিয়া আমার মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। এই লোকের অধীনে আমাকে চাকরি করিতে হইবে। ভগবান আমার সহায় হউন! আমার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ অন্তঃকরণে ক্লাসে গিয়া বসিলাম। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে পড়াইতে বসিয়া ভাল পড়ান হইল না, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিলাম। টিফিনের ঘণ্টায় রমলার সঙ্গে দেখা হইল। প্রথম দিনই আমাদের বেশ ভাব হইয়াছিল। আমি তাহাকে একটু নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া বলিলাম, 'ভাই, আমার বুঝি

এখানে চাকরি করা পোষায় না। আপনাদের হেড মিষ্ট্রেস্ কি রকম লোক ?'

রমলা বলিল,—'সে-কথা আর ব'লো না, ভাই। ওঁর যে কত গুণ, তা ব'লে শেষ করা যায় না। আমিও ব্রাহ্ম, কিন্তু উনি নিজেকে পরম ধার্ম্মিক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব'লে মনে করেন। অন্যের কোন একটু ত্রুটি দেখতে পারেন না। অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাব। বেশী বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকলে অনেকের যে দোষ হয় তাই। নিজের চেহারা ভাল নয়, সেজন্য যে-সকল মেয়েরা সুন্দরী তাদের ঈর্ষা করেন। উনি হয়ত অনেক লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়তে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ওঁর ঈপ্সিত পুরুষেরা বোধ হয় ওঁর মেজাজ ও চেহারা দেখে ভয়ে পালিয়েছে। সেজন্য যদি কোন তরুণীর সঙ্গে কোন যুবককে মিশতে দেখেন, তবে উনি তা সহ্য ক'রতে পারেন না।'

আমি বলিলাম,—'ভাই, তোমার ত লোকচরিত্র অধ্যয়নের আশ্চার্য্য ক্ষমতা আছে। আমি আজ একদিনেই মিস্ কাঞ্জিলালের এই সকল গুণের কিছু কিছু আভাস পেয়েছি। তুমি কি ক'রে টিকে আছ ?'

রমলা বলিল,—'কি করি ভাই, যেখানে চাকরি ক'রতে যাব সেখানেই ত মনিবের মন জুগিয়ে চলতে হবে। তোমার আজ একেবারে নতুন ব'লে মনে এতটা কষ্ট হচ্ছে, ক্রমে এ-সব সয়ে যাবে।'

আমি কাহারও তাঁবে থাকিব না বলিয়া চাকরি করিতে বাহির হইয়াছি, তাহার পরিণাম কি তবে এই ?

বেলা চারিটার সময় স্কুলের ছুটি হইল। আমি বাহিরে আসিয়াই দেখিলাম, শঙ্কর অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু হেড মিষ্ট্রেসের গঞ্জনার পর শঙ্করকে সেখানে দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। তাহার সঙ্গে না গিয়াই বা করি কি ? তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া ট্রামে গিয়া উঠিলাম। ধর্ম্মতলা পৌঁছিয়া আমি শঙ্করকে বলিলাম,—'শঙ্কর-দা, এখন ট্রামে বেশী ভিড় নেই, আমাকে একটা সামনের বেঞ্চে তুলে দিয়ে আপনি বাড়ী যান। আমি নিজেই যেতে পারব, আপনাকে আর কষ্ট দেব না।'

শঙ্কর বলিল,—'আপনার সঙ্গে যেতে আমার একটুও কষ্ট হয় না। আচ্ছা, আপনি এবেলা একলা যাবার এক্সপেরিমেণ্ট (পরীক্ষা) ক'রে দেখুন। কাল সকালে সাড়ে নয়টার সময় আমি আপনাদের বাড়ী যাব।'

এই বলিয়া আমাকে একটা শ্যামবাজারের ট্রামে তুলিয়া দিয়া শঙ্কর চলিয়া গেল।

এইরূপে প্রায় আড়াই মাস অতীত হইল। এখন আমার অনেকটা সাহস হইয়াছে। তবে শঙ্কর এখনও আমাকে সঙ্গে করিয়া স্কুলে

লইয়া যায়, কোন কোন দিন আমাদের বাড়ীতেও আসে, কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই ট্রামে উঠিবার সময় ফুটপাথে তাহাকে দেখিতে পাই। ফিরিবার বেলা প্রতিদিনই আমি একলা আসি। হেড মিষ্ট্রেস্ মিস্ কাঞ্জিলালের খিটখিটে স্বভাব সেইরূপই আছে, তবে আমি পূর্ব্ব হইতে অনেকটা সহনশীল হইয়াছি বলিয়া কোন রকমে কাজ চালাইতেছি।

একদিন সকালে সাড়ে নয়টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া আমি স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, এই সময় হঠাৎ কিশোর আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম,—'কিশোর বাবু যে! আপনি আজ কি ক'রে এলেন? আমি হিসাব ক'রে দেখেছিলুম আর দু-দিন পরে আপনার খালাস হ'বার কথা ছিল। আমরা সেই অনুসারে সকলে মিলে জেল-খানার গেট পর্য্যন্ত গিয়ে আপনাকে অভিনন্দন ক'রে আনব এরূপ ঠিক ছিল্।'

কিশোর হাসিয়া বলিল, 'তবে আপনাদের—তোমাদের ফুলের মালা পাওয়ার জন্যে আমার আরও দুই দিন জেলে থেকে আসা উচিত ছিল, কেমন?'

আমি লক্ষ্য করিলাম, কিশোর আমাকে এই প্রথম 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিল। ইহা বোধ হয় সেই জেলে যাওয়ার দিন আমার মাল্যদানের ফল। আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। পরে

বলিলাম, 'না, তা হবে কেন? আমরা আপনাকে কারামুক্ত দেখে অত্যন্ত সুখী হলুম। ও প্রমীলা—দাদা কোথায়? তোরা আয় দেখবি কিশোরবাবু এসেছেন।'

আমার ডাক শুনিয়া প্রমীলা বাহির হইয়া আসিল। দাদা তখন খাইতেছিল। এই সময় আমাকে স্কুলে লইয়া যাইবার জন্য শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। কিশোরকে দেখিয়া শঙ্কর আনন্দের আতিশয্যে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

আমি ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া বলিলাম,—'কিশোর বাবু, আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন, আমি একটা চাকরি নিয়েছি। ভবানীপুরে একটা মেয়েদের স্কুলে টীচারি। শঙ্কর-দা আমাকে রোজ সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। আমার হেড মিষ্ট্রেস্ ভয়ানক দুর্দ্দান্ত লোক, পাঁচ মিনিট দেরী হ'লে আর রক্ষা থাকে না। সুতরাং আমি এখন আর দেরী ক'রতে পারছিনে। আপনি বসুন, দাদার সঙ্গে দেখা করুন। আর সন্ধ্যের পর আসবেন, তখন সব খবর শোনা যাবে। রাত্রে এখানেই খাবেন। বুঝলেন ত? শঙ্কর-দা, চলুন তবে, আর দেরী করা যায় না। আপনাদের দুই বন্ধুর বিশ্রম্ভালাপের বিস্তর অবসর পাবেন।'

এই বলিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। শঙ্কর আমার পিছনে পিছনে বাহির হইল। আমার কথা শুনিয়া কিশোর হতভম্বের মত বসিয়া রহিল। আমি প্রমীলাকে তাহার কাছে বসিয়া আলাপ করিতে ইঙ্গিত করিলাম।

সন্ধ্যার পর সাতটার সময় কিশোর আসিল। আমি তাহাকে ও দাদাকে খাইতে দিলাম, প্রমীলা তাহাদের কাছে বসিয়া খাওয়াইতে লাগিল। তাহাদের খাওয়া শেষ হইলে আমি প্রমীলাকে লইয়া খাইতে বসিলাম। তাহারা দুই জনে লাইব্রেরীতে বসিয়া পান খাইতে লাগিল ও নানা গল্প করিতে লাগিল। আমার খাওয়া শেষ হইলে আমি সেখানে যাইতেই দাদা উঠিয়া গেল, আমি সেখানে বসিলাম। ঘরের দরজা খোলা রহিল।

আমি কিশোরকে আর একটা পান দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'জেলখানায় কেমন ছিলেন, কিশোর বাবু?'

কিশোর পান খাইতে খাইতে বলিল,—'ভালই ছিলাম।'

'খাওয়া-দাওয়ার বোধ হয় খুব কষ্ট হয়েছিল?'

'তুমি যতটা শুনেছিলে ততটা নয়, পলিটিক্যাল্ কয়েদীদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত।'

'কি কাজ ক'রতেন?'

'কাজ কিছুই ছিল না। আমরা সকলে মিলে বেশ ফুর্ত্তিতে ছিলাম। শুনলাম, আমি যাওয়ার আগে কয়েক জনকে বাগানের জঙ্গল পরিষ্কার ক'রতে দিয়েছিল। তারা জঙ্গল ত কেটেইছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স ইত্যাদি তরকারীর গাছও কেটে বাগান সাফ্ করেছিল। জেলর ধমক দিলে ব'লল, আমরা ত জানি, মশায়, এসবই জঙ্গল,—তোমার লাউ কুমড়া গাছ চেনে কে? সেই অবধি তাদের কাজ করা রহিত হ'ল।'

'বেশ মজা ত। আপনাদের সময় কাটত কি ক'রে?'

'এই গান, গল্প, অভিনয়, বক্তৃতা এসব খুব চলত।'

'আমি কিন্তু দাদার কাছে জেলখানার যেরূপ ভয়াবহ বর্ণনা শুনেছিলুম, তা শুনে আমার রক্ত জল হয়ে গিয়েছিল।'

'সেই জন্যে বুঝি রাত্রে মাদুরে শুয়ে মশার কামড় খেয়েছিলে, আর মাছ দুধ খাওয়া ছেড়েছিলে?'

'এসব বুঝি দাদার কাছে শুনেছেন? ঐ একদিনমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করেছিলুম, পরে দাদা জেলখানায় গিয়ে আপনাকে দেখে এসে যখন বললে, আপনার কোন কষ্ট নেই, তখন সে-সব ছেড়ে দিলুম।'

'কষ্ট ত আমার কিছু হয় নি, হ'লেও তুমি জেলে যাবার সময় আমার গলায় যে মালা পরিয়ে দিয়েছিলে সেই মালা ধারণ ক'রে আমি হাজার কষ্টও হাসিমুখে সহ্য ক'রতে পারতাম। যাক্ ও-কথা। তুমি চাকরি ক'রতে গেলে কেন নীরু?'

'আমার কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়েছে, তা বোধ হয় শুনেছেন। আপনাকেও ত আর কলেজে পড়তে দেবে না শুনলুম।'

'হাঁ, সুকুমার বলছিল বটে।'

'আমাকে ত ভবিষ্যতের জন্যে একটা রোজগারের পথ ধরতে হবে, আমি কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই নে।'

'কেন, তোমাকে ত মা আমার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছেন, তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে কেন?'

এই কথা শুনিয়া আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম,—'দেখুন কিশোর বাবু, আপনার সঙ্গে আমার সব কথা পরিষ্কার হয়ে যায় সেই ভাল। আমি ইতিমধ্যে আপনার জীবনে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ঘটিয়েছি, তা'তে আপনার ক্ষতিও হয়েছে ; আমি আর সেরূপ ক'রতে চাইনে। এই দেখুন, মা'র যে আমাকে আপনার হাতে সঁপে দেওয়া আমি এ-সব আইডিয়া ( ভাব ) মোটেই পছন্দ করিনে। আমি গরু-ভেড়া নই যে একজন আমাকে আর একজনের হাতে দিয়ে যাবে। আমিও মানুষ। আমারও একটা স্বাধীন মতামত আছে। আমি এ-সব সেকেলে ভাব মানিনে। একজন পুরুষ মানুষ কয়েকটা মন্ত্র পড়ার জোরে যে একজন নারীর স্বামী, পতি, ভর্ত্তা ইত্যাদি অপমানসূচক নাম গ্রহণ ক'রে তার দেহ-মন-আত্মার মালিক হয়ে দাঁড়াবে, সে নারীর আর কোন স্বাধীনতা থাকবে না—এসব ভাব সম্পূর্ণ সেকেলে। এ-সব ভাব এই নারী-প্রগতির যুগে সম্পূর্ণ অচল। পুরুষ ও নারীর মিলন সম্পূর্ণ পরস্পরের স্বেচ্ছাধীন হওয়া উচিত। নারী পুরুষের সঙ্গে মিশতে পারে তার বন্ধুভাবে—'

কিশোর বলিল,—'যেমন শঙ্কর-দার সঙ্গে তোমার মেশামেশি চলছে।'

এই কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত রাগ হইল। আমি ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলাম,—'বটে! শঙ্কর যে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু,

দুই জনের এক আত্মা এক প্রাণ শুনেছিলুম, তার উপরে আপনার হিংসা হয়েছে দেখছি। আপনার এইরূপ মনোভাব প্রশংসনীয় নয়, কিশোর বাবু।'

কিশোর উত্তেজিত হইয়া বলিল,—'শঙ্করের সৌভাগ্যে হিংসা ক'রবার আমি কে? শঙ্কর ধনী পিতার সন্তান, তার জীবনে যথেষ্ট আশা-ভরসা, প্রস্‌পেক্ট আছে, সে দেখতে সুপুরুষ,—আর আমি নির্ধন, আমার জীবনের যে আশা-ভরসা ছিল তা মাটি হয়েছে, আমার চেহারাও ভাল নয়—আমি কি তাকে হিংসা ক'রতে পারি? তবে তুমি জেন তোমার উপর আমার একটা অধিকার আছে নীরু—সেই অধিকারের বলেই আজ আমি তোমাকে নাম ধ'রে ডাকছি—তোমার মা'র বাগ্‌দানের কথা ছেড়ে দিলেও আমি প্রথম দর্শনেই তোমাকে ভালবেসেছি,—সে ভালবাসা আমার প্রাণে আগুনের রেখায় গভীর দাগ কেটে দিয়েছে, তা কখনও লুপ্ত হবে না, চাই তুমি আমাকে বিয়ে কর আর নাই কর।'

আমি ধীরভাবে বলিলাম,—'কিশোর বাবু, উত্তেজিত হবেন না, আমি আপনাকে স্পষ্টই বলছি, আমি শঙ্করকে বিয়ে ক'রতে ইচ্ছা করিনি, আমি কাকেও বিয়ে ক'রব না। আমি আজীবন কুমারী থেকে আমাদের নারীজাতির উন্নতিসাধন ও দেশের কাজে মনপ্রাণ উৎসর্গ ক'রব, এই আমার সঙ্কল্প। আর আপনি যে ভালবাসার কথা বললেন, আমার তাতে কোন আস্থা নেই। আমার বিশ্বাস

স্ত্রী-পুরুষ—মানুষমাত্রেই কেবল নিজেকে ভালবাসে, অন্যকে যে ভালবাসার ভাণ করে সে নিজের জন্যেই। মানুষমাত্রেই সুবিধা-বাদী। আপন আপন সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হয়—একসঙ্গে বাস করে, সন্তানও হয়, আবার কোন কারণে অসুবিধা হ'লে সে সম্বন্ধ ভেঙে যায়; অন্য দেশে আইনের বলে একদম পৃথক হয়ে যায়, আর আমাদের দেশে মনে মনে পৃথক হলেও ধর্ম্মের নামে বা সমাজের শাসনে একত্র থাকতে বাধ্য হয়। এরই নাম ত বিবাহ?'

কিশোর বলিল,—'কিন্তু প্রেমের আকর্ষণ, প্রেমের বন্ধন কি কিছু নেই? নচেৎ একজনের জন্য আর একজন প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হয় কেন?'

'প্রেমের আকর্ষণ কাকে বলেন? সে রূপের আকর্ষণ। ফুলের লাল রং দেখে প্রজাপতি আকৃষ্ট হয়, ময়ূরের বিচিত্র বর্ণের লম্বা লেজ দেখে ময়ূরী আকৃষ্ট হয়, সিংহের কেশর দেখে সিংহী আকৃষ্ট হয়—এ ত সারা বিশ্বে একই প্রকৃতির খেলা চলছে। আমার এই ফরসা রং দেখে রাস্তার লোকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে, আবার আপনিও একদিন মা'র রোগশয্যার পাশে ব'সে তাকিয়ে ছিলেন। এ ত রূপের মোহ, মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় এই রূপের মোহেই সকলে ভুলে আছে। এর মধ্যে প্রেম কোথায়?'

'প্রেম কোথায় তা তুমি বুঝবে না। তোমার হৃদয় দেখছি

একেবারে পাষাণ—পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমঃ—আমি যে তোমার মুখপানে তাকিয়ে ছিলাম, সে রাস্তার লোকের মত রূপের নেশায় নয়; মা যে আকর্ষণে তাঁর কুৎসিত ছেলের মুখ দেখেন ও দেখে সুখ পান সে সেই আকর্ষণে। তুমি দেশ-বিদেশের কবির লেখা কত কাব্য-উপন্যাস ত পড়েছ, তাতে প্রেমের মহিমা কি দেখ নাই? আমাদের দেশের কোন স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা কি লক্ষ্য কর নাই? তোমাদের এ বাড়ীতেও সুকুমার ও প্রমীলার মধ্যে বিবাহের পর প্রেম কি প্রকারে জমে উঠেছে তাও কি লক্ষ্য কর নাই?'

'লক্ষ্য কিছু কিছু করেছি বইকি।'

'আমি অল্প কয়েক দিন এ-বাড়ীতে যাতায়াত ক'রে তা বিলক্ষণ বুঝেছি। কিন্তু তুমি ধারকরা কতকগুলি মতবাদের আবর্জনা দিয়ে তোমার অন্তরকে ঢেকে রেখেছ, সেই সকল কাঁটাবনের মধ্যে প'ড়ে তোমার হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেমকুসুম দল মেলতে পারছে না। পাথরের কারাগারের অন্তস্তলে প্রেমনির্ঝরিণী চাপা প'ড়ে আছে, কারাগার ভেঙে দিলে সে স্নিগ্ধ সুশীতল রূপ ধারণ ক'রে প্রবাহিত হবে। তুমি যে রূপের আকর্ষণের কথা বলছে, জীবজগতে তারও আবশ্যকতা আছে। উদ্ভিদের ফুলসকল উজ্জ্বল বর্ণদ্বারা পরাগ-রেণুবাহী পতঙ্গদের আকর্ষণ করে, নিম্ন প্রাণীদের মধ্যেও রূপের আকর্ষণে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হয়, কিন্তু বংশরক্ষার কাজ শেষ হ'লেই সে আকর্ষণ আর থাকে না। মানুষের মধ্যেও রূপের আকর্ষণ

স্ত্রী ও পুরুষকে মিলিত করে সত্য, কিন্তু পরে তা প্রেমের আকর্ষণে পরিণত হয়। স্নুতরাং তুমি প্রেমকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পার না।'

'কিন্তু প্রেমে পড়লে মানুষের স্বাধীনতা থাকে না, স্নুতরাং প্রেম মনুষ্যত্বের অন্তরায়।'

'কেন স্বাধীনতা থাকবে না? কোন কোন বিষয়ে স্ত্রী যেরূপ স্বামীর অধীন, স্বামীও সেইরূপ অনেক বিষয়ে স্ত্রীর অধীন। উভয়ের দাম্পত্য প্রেম জন্মিলে উভয়ের মিলিত ইচ্ছায় সব কাজ সম্পন্ন হয়। তবে একত্র থাকতে গেলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সময় সময় দুই জনের মধ্যে মতভেদ হয় বইকি? এক বাড়ীতে থাকলে সেইরূপ ভাই-বোনের মধ্যেও হয়, কিন্তু প্রেমের বলে সে পার্থক্য মিটে যায়। প্রেম মনুষ্যত্ব লাভের অন্তরায় নয়, বরং সহায়। প্রেম স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দেয়, তাহা দ্বারাই মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে।'

'কিন্তু আমি ত দেখতে পাই, পুরুষ স্ত্রীকে বিয়ে ক'রে এনে তাকে খাঁচার মধ্যে পোরে, তখন সে আর ইচ্ছামত কোথাও যেতে পারে না—এমন কি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও মিশতে পারে না। শঙ্কর বাবু ত আপনার প্রাণের বন্ধু, অথচ সেই শঙ্কর বাবু আমাকে ভুলে নিয়ে যান ব'লে আপনার ঈর্ষা হয়েছিল, তবু ত আপনি আমাকে এখনও বিয়ে করেন নি।'

'বন্ধুত্ব ও দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে অনেক পার্থক্য। ভিক্টর

হিউগো বলেছেন,—Two friends *meet* in friendship, but two lovers *mingle*—বন্ধুর সহিত বন্ধুর মিলন হয়, তাহারা উভয়ে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হ'তে পারে, আবার ঘটনাক্রমে সে সূত্র ছিন্নও হ'তে পারে। কিন্তু দম্পতি প্রেমের দ্বারা একে অন্যের সহিত মিশে যায়,—যেমন দুই খণ্ড সোনা আগুনের তাপে গ'লে এক হয়, সেইরূপ দুইটি হৃদয় প্রেমাগ্নিতে গ'লে এক হয়ে যায়। তখন আর তাদের পৃথক করা যায় না। এই প্রেমের ধর্ম্ম আত্মসমর্পণ। সেইজন্য ইহা প্রেমাস্পদকে অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে নিতে চায় না। আমি যাকে আত্মসমর্পণ করেছি, সে কেন অন্যের হবে, এরূপ ভাব ত স্বাভাবিক। একে তোমরা ঈর্ষা, হিংসা, জেলাসি ( jealousy ) বল আর যাই বল, এ প্রকৃত পক্ষে নিন্দনীয় নয়। তার পর, বিয়ে হ'লে স্ত্রীর স্বাধীনতা ত অনেকটা খর্ব্ব হবেই, গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন ক'রতে হ'লে স্বেচ্ছাচার চলে না। তবে আমাদের সমাজে যতটা কড়াকড়ি আছে ততটা না থাকাই উচিত। আমরা আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ইচ্ছা ক'রলে তা শিথিল ক'রতে পারি—অনেক পরিবারে কোন কোন স্থানে শিথিল হয়েছেও।'

'যে-বিবাহ দ্বারা নারীর স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়, নারী তার জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, আমি তার আবশ্যকতা স্বীকার করি না।'

'স্ত্রী ও পুরুষ লাইক দি টু পোল্‌স্ অব্ এ ম্যাগ্নেট্ ( এক খণ্ড

চুম্বকের দুইটি বিপরীত ধ্রুবের ন্যায়) পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করবেই। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। বিবাহ না হ'লেও তারা মিলিত না হ'য়ে থাকতে পারে না। সেই জন্যে বনের পশু ও অসভ্য বর্ব্বর মানুষ ভিন্ন সকল সময়ের সকল মানুষই সমাজের জন্যে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে এসেছে। তোমার নারী-প্রগতির অর্থ কি তবে মানুষের বর্ব্বরতা ও পশুত্বে ফিরে যাওয়া? আর স্বাধীনতা তুমি কা'কে ব'ল? এ-সংসারে বাস ক'রে কোনো মানুষই যার যা ইচ্ছা সে তা কখনও ক'রতে পারে না। সুতরাং পুরুষ বল, স্ত্রীলোক বল, কারও প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা নেই। এই যে তুমি ভবানীপুরে মেয়েদের স্কুলে সামান্য একটা চাকরি নিয়েছ, সেখানে তোমাকে হেড্ মিস্ট্রেসের ভয়ে কত সন্ত্রস্ত হয়ে চলতে হয়। এইরূপে সংসারে আমাদের প্রত্যেক কাজে, যেস্থানে অন্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ রেখে চলতে হয়, সেখানেই অন্যের ইচ্ছা দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা খর্ব্ব না হয়ে থাকতে পারে না। পারিবারিক জীবনেও সেই কথা। বিবাহ না ক'রলেই তুমি সব বিষয়ে স্বাধীন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রবে, তা কখনও মনে ক'রো না। তবে এক বিবাহের বেলাই স্বাধীনতা গেল বল কেন?'

'কিন্তু বিবাহ ক'রলে নারীকে পুরুষের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হয়, সকল পুরুষ ত সমান নয়।'

'আমার মতে বিবাহ না ক'রলেই বরং নারীকে নানা লোকের

হাতে অনেক বেশী লাঞ্ছনা ভোগ ও অপমান সহ্য ক'রতে হয়। স্বামী নারীকে সেই সকল লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে রক্ষা করে। বিবাহিতা নারীকে লোকে সম্মান না ক'রে থাকতে পারে না।'

'কিন্তু স্বামীর হাতের লাঞ্ছনা থেকে তাকে কে রক্ষা ক'রবে?'

'স্বামীর হাতের লাঞ্ছনা খুব কম স্ত্রীলোকই ভোগ করেন, যিনি করেন সেটা তাঁর ভাগ্যের দোষ, তাঁর কর্ম্মফল। তা' বাস্তব জীবনে হাজারের মধ্যেও একটি মেলে কিনা সন্দেহ। এগুলি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। একটি যুবক বি-এ পাস ক'রে ও কোন প্রকারে টাকা রোজগার ক'রতে না পেরে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল, তাই ব'লে কি আর সব ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছেড়ে দেবে?'

আমি এই তর্কের অবসান ক'রবার জন্য সব শেষে বলিলাম, 'দিবাকর শর্ম্মা যে একজন ঘোর তার্কিক, তা আমি পূর্ব্বেই জেনেছি। এখন আপনার নিজের কথা বলুন। আপনি এখন কি ক'রবেন?'

কিশোর বলিল,—'আমি এখন দেশে যাব, মাকে অনেক দিন দেখি নি। তার পর, দাদা এখানে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমার ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য স্থির ক'রতে হবে। তোমাকে অনেক জ্বালাতন ক'রলাম, কিছু মনে ক'রো না, নীরু। আমি যে কথাগুলি বললাম, এগুলি আমার অন্তরের কথা, তুমি এগুলি একটু ভেবে দেখো।'

আমি বলিলাম,—'আবার কলকাতায় এলে এখানে আসবেন।'

কিশোর বলিল,—'তা বলতে পারি নে। হয়ত তোমার সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা না-ও হ'তে পারে। তবে এখন আসি।'

এই বলিয়া কিশোর ছলছল নেত্রে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একবার করুণ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া অশ্রু গোপন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া গেল। আমিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। একবার মনে হইল, তাহাকে ডাকিয়া ফিরাই। কিন্তু পরক্ষণেই আমার এই আকস্মিক দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

৫

পরদিন সকালে দাদার সঙ্গে দেখা হইলে দাদা বলিল,—'তুই কিশোরকে কি বললি? সে আবার আসবে না?'

আমি বলিলাম,—'আমি তাঁকে বলেছি আমি বিয়ে ক'রব না। তিনি বোধ হয় আর এখানে আসবেন না।'

দাদা রুষ্ট হইয়া বলিল,—'তুই একটা মস্ত ভুল করলি। এর জন্যে পরে অনুতাপ ক'রতে হবে। মা'র মৃত্যুশয্যার আদেশ, তাও তোর কাছে কিছুমাত্র গণ্য হ'ল না!'

আমি বলিলাম,—'দাদা, আমি ওসব সেন্টিমেণ্ট (ভাবপ্রবণতা) মানি নে। আমি যে ভাবে আছি, এই ভাবেই বেশ কেটে যাবে। আমার বিয়ের জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না।'

# সন্ধি

আমার দিন সেই ভাবেই আরও কতক দিন কাটিত। ইতি-মধ্যে একদিন মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইল।

অন্য দিনের ন্যায় সেদিন শঙ্করের সহিত আমি বেলা সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। হেড মিষ্ট্রেস্ আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকাইয়া নিয়া বসিতে বলিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইল—

মিস্ কাঞ্জিলাল আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—'শোন, আমাকে বাধ্য হয়ে তোমাকে একটা কথা বলতে হচ্ছে। আমাদের এই স্কুলের সুনামের জন্য আমি দায়ী। এই স্কুলের যাঁরা সব টীচার আছেন, তাঁদের সুনাম ও সচ্চরিত্রের উপরই স্কুলের সুনাম নির্ভর করে। তাঁদের স্বভাব চরিত্র দেখেই মেয়েরা শিক্ষা লাভ করে, সুতরাং তাঁদের চরিত্রে যাতে কোনরূপ কলঙ্ক বা সন্দেহ স্পর্শ না করে আমাকে তা দেখতে হবে।'

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—'আপনি আমাকে এ-সব কথা কেন বলছেন?'

তিনি বলিলেন,—'তোমার সম্বন্ধেই ত কথা উঠেছে, তোমাকে ব'লব না তবে কা'কে ব'লব? ঐ যে যুবকটি তোমাকে সঙ্গে ক'রে প্রত্যেক দিন স্কুলে আনে আবার ছুটি হ'লে তোমাকে নিয়ে যায়, ওর সঙ্গে তোমার এতটা ঘনিষ্ঠতা হ'বার কারণ কি?'

আমি বলিলাম,—'উনি আমার দাদার সম্বন্ধী, আমাদের কুটুম্ব।

উনি অনেক দিন থেকেই আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করছেন, আমার সঙ্গে বন্ধুতা হয়েছে, তাই আমার সঙ্গে আসা-যাওয়া করেন। আপনাদের স্কুলে চাকরি করি ব'লে কি আমার কোন আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে মিশতে পাব না ?'

তিনি বলিলেন,—'মিশতে পার, কিন্তু একজন অবিবাহিতা যুবতী, অর্থাৎ যাকে তোমরা বল তরুণী—তার একটি যুবকের সঙ্গে সর্ব্বদা এতদূর গলাগলি ভাবে বেড়ান ভাল দেখায় না। আর ঐ যুবকটির ভাবভঙ্গিও ভাল ব'লে বোধ হয় না। তাতে নানা জনে নানা কথা বলছে। তোমার সঙ্গে তার ভালবাসা হয়েছে কি ?'

আমি কুপিত হইয়া বলিলাম,—'আপনার এরূপ প্রশ্ন করবার কোন অধিকার নেই। আপনার অধীনে কাজ করি ব'লে আপনি আমাকে এরূপ অপমানসূচক কথা ব'লতে পারেন না।'

তিনি বলিলেন,—'আহা, রাগ কর কেন ? আমি দোষের কথা কি বলেছি ? আমি বলি, যদি তোমাদের ভালবাসা হয়েই থাকে, তবে বিবাহ ক'রলেই ত সব গোল চুকে যায়, কারও কোন কথা বলবার যো থাকে না। নচেৎ তোমরা এখন যেভাবে চলাফেরা করছ, তাতে লোকে মনে করে কি ? তুমি কারও মুখ বন্ধ ক'রে রাখতে পার ? কেউ কেউ ঠাট্টা ক'রে বলছে, এদের কম্প্যানিয়নেট্ ম্যারেজ (সখ্য বিবাহ) হয়েছে। আমরা সেকেলে লোক, আমরা এ-সব কথার মানেটানে বুঝি নে, আমরা বিবাহকে একটা

ধর্ম্মসঙ্গত পবিত্র অনুষ্ঠান ব'লেই জানি, তা যে-কোন ধর্ম্মেই হোক।
এই কম্প্যানিয়নেট্ ম্যারেজ আমাদের দেশে কখনও ছিল না,
শুনেছি আমেরিকায় নাকি এর সূত্রপাত হয়েছে। আমি যতদূর
বুঝতে পারি, সেটা একটা দুর্নীতিমূলক সম্বন্ধ বই আর কিছু নয়।
আমি জানতে চাই, তোমাদের ব্যাপারটা কি?'

অমি বলিলাম,—'আমি সে-রকম বিয়ের কথা কখনও শুনি
নাই। আমি আমার একটি বন্ধুর সঙ্গে স্কুলে আসি ব'লে আপনার
দুর্নীতিমূলক সম্বন্ধ কল্পনা করবার কারণ কি, আমি জানতে চাই।
আপনি ব্রাহ্মসমাজের লোক, আপনারাই ত এদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার
পথ দেখিয়েছেন। আপনি নারী হ'য়ে নারীর স্বাধীনতা খর্ব্ব
ক'রতে চান?'

তিনি বলিলেন,—'কিন্তু স্বাধীনতারও ত একটা সীমা আছে?
স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতা এক জিনিষ নয় মনে রেখ। সেই স্বেচ্ছা-
চারিতা ও ভদ্রসমাজের বহির্ভূত আচরণ দেখলেই নানা লোকের
মনে নানা সন্দেহের উদয় হয়। তুমি কি ক'রে তাদের মুখ বন্ধ
ক'রবে? তার পর তোমাদের তরুণ বয়স, এত দূর মেশামেশিতে
পদস্খলন হ'তে কতক্ষণ লাগে? তুমি আমার ওপর রাগ ক'রো না।
তুমি এখানে যে পবিত্র কাজ গ্রহণ করেছ, তাতে তোমাকে সর্ব্ব
প্রকার সন্দেহের বাহিরে থেকে আদর্শ জীবন যাপন ক'রতে হবে,
কারণ তোমার দৃষ্টান্ত দেখেই তোমার ছাত্রীরা তাদের চরিত্র গঠন

ক'রবে। তুমি তাকে বিয়ে ক'রলে কারও কোন কথা বলবার থাকে না। তুমি ভেবে দেখ, আমি তোমার মায়ের বয়সী, তোমার ভালর জন্যেই এত কথা বললুম।'

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম,—'যেখানে চাকরি ক'রতে এসে আমার চরিত্রের উপর এরূপ অযথা কলঙ্ক আরোপিত হয়, আমি সেখানে চাকরি ক'রতে চাইনে। বিয়ে করা না-করা আমার ইচ্ছাধীন। আমি আজই এ চাকরি রিজাইন (ত্যাগ) ক'রব। আমি এতদিনে জানলুম, আমরা কেবল পুরুষদেরই গা'ল দিই, কিন্তু স্ত্রীলোকেই স্ত্রীলোকের প্রধান শত্রু।'

এই বলিয়া আমি উঠিয়া আসিলাম এবং তখনই ক্লাসে বসিয়া পদত্যাগপত্র লিখিয়া তাহা হেড মিষ্ট্রেসের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বাড়ীতে আসিলাম।

পর দিন সকালে সাড়ে নয়টার সময় শঙ্কর আমাকে লইতে আসিল। দাদা তখন বাড়ীতে ছিল না; প্রমীলা রান্নাঘরে রাঁধুনীর কাজের সাহায্য করিতেছিল। আমাকে লাইব্রেরী-ঘরে একখানা বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শঙ্কর বলিল,—'আপনার যে এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি, স্কুলে যাবেন না?'

আমি বলিলাম,—'আমি স্কুলে আর যাব না, কাল চাকরি রিজাইন্ (ত্যাগ) ক'রে এসেছি।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'হেড মিষ্ট্রেস্ বললেন, আমি যদি আপনাকে বিয়ে না করি, তবে আমাকে স্কুলে পড়াতে দেবেন না।'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—'বেশ ত, উত্তম কথা।'

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম,—'শঙ্কর-দা, হাসবেন না। এ রকম অত্যাচারের কথা কখনও শুনিনি। আরও বিশেষ, মেয়ে মানুষ হয়ে মেয়ে মানুষের উপর অত্যাচার। আমার এই ব্যাপারে আমি নারী-প্রগতির বিষয়ে হতাশ হয়েছি। আমরা বাড়ীতে গুরুজনের গঞ্জনা সহ্য ক'রব না—কারও তাঁবে থাকব না ব'লে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে চাকরি ক'রতে যাই; যে মনিবের অধীনে চাকরি করি সেও যদি অবিচার ক'রে লাথি ঝাঁটা মারে, তবে বাড়ীর লোকেরা কি দোষ ক'রল? আমরা যাকে স্বাবলম্বন বলি, তাও ত অন্যের তাঁবেদারী করা। তাতেই বা সুখ কোথায়?'

'সে কথা ত আমি আপনাকে গোড়াতেই ইঙ্গিত করেছিলুম। আসল কথাটা কি হয়েছে বলুন দেখি?'

'কাল হেড মিষ্ট্রেস্ আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি যে আমাকে সঙ্গে ক'রে স্কুলে নিয়ে যান, আবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন, ওটা নাকি কারও কারও চক্ষু শূল হয়েছে। তারা সেজন্য আমার চরিত্রের উপর সন্দেহ করছে, আমাদের দু-জনের নাকি কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজ্ (সখ্য বিবাহ) হয়েছে। স্কুলের সুনামের জন্য ও বালিকাদের উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য আমাদের

এই ব্যবহার হেড মিষ্ট্রেস্ সহ্য করবেন না। তবে যদি আমি আপনাকে রীতিমত কোন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে বিয়ে করি, তবেই আমাদের সাতখুন মাপ হবে। যেখানে এরূপ অযথা চরিত্রের উপর দোষারোপ করা হয়, আমি সেখানে কিরূপে চাকরি ক'রতে পারি? তাই আমি চাকরি রিজাইন ক'রে এসেছি।'

আমার এই কথা শুনিয়া শঙ্কর ক্ষণকাল চিন্তা করিল, পরে গম্ভীর ভাবে বলিল,—'তা' বেশ করেছেন। ওরূপ অবস্থায় কেউ মিথ্যা কলঙ্কারোপ ও অপমান সহ্য ক'রে থাকতে পারে না। কিন্তু ঠাট্টা নয়, নীরু দেবী, আমিও আপনাকে একটা কথা সীরিয়স্‌লী (আন্তরিক ভাবে) বলতে চাই। অনেক দিন বলব বলব মনে করেছি, কিন্তু আজ আর না ব'লে থাকতে পারছি নে। আপনি কি যথার্থই বিয়ে ক'রবেন না? চাকরিতে যে লাঞ্ছনা তা'ত হাতে হাতেই বুঝতে পেরেছেন।'

আমি বলিলাম,—'আর কি বলবেন বলুন।'

শঙ্কর বলিল,—'নীরু দেবী, আমি কথার ঘোর-প্যাঁচ বুঝিনে, আমি সরল অন্তঃকরণের মানুষ, আমি সোজাসুজি ভাবে বলছি, আমি আপনাকে ভালবাসি, আপনি আমাকে বিয়ে করুন।'

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম,—'আপনি এত দিন এ-কথা বলেন নি কেন?'

শঙ্কর বলিল,—'এতদিন বলবার প্রয়োজন হয়নি তাই বলিনি।

মনে করেছিলুম আর কতক দিন আপনার সঙ্গসুখ উপভোগ ক'রব। কিন্তু ওদিকে বাড়ীতে বিয়ে ক'রবার জন্যে অত্যন্ত তাড়া দিচ্ছে। বাবা পয়সাটাই খুব ভালবাসেন, তিনি ছ-হাজার টাকা পাওয়ার লোভে একটি বার বছরের দুগ্ধপোষ্য বালিকার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক ক'রতে যাচ্ছেন। শুনলুম, তার চেহারা অতি-কুৎসিত, আবার বিদ্যেও শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত। আমি তাকে কিছুতেই বিয়ে ক'রব না, মাকে স্পষ্ট ক'রে বলেছি।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতে আপনার বাপ রাজি হবেন ? আমরা ত তাঁকে পয়সাকড়ি কিছুই দিতে পারব না।'

'আমি তাঁদের অমতেই আপনাকে বিয়ে ক'রব। আমি বাবার কথায় আমার জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারব না।'

'কিন্তু আপনি ত জানেন, আমার মা মৃত্যুকালে আমাকে কিশোর বাবুর হাতে সমর্পণ ক'রে গেছেন। দাদা বলছেন, মায়ের আদেশ পালন করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য।'

'কিন্তু কিশোর কি আপনাকে সুখী ক'রতে পারবে ?'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চান, কিশোর বাবুর আপনার মত অর্থসামর্থ্য নেই, তাঁর নিজের কেরীয়রও (উন্নতির পথ) মাটি হয়েছে—ইত্যাদি।'

'তার মতামতও ত আপনার বিরুদ্ধে—'

'শঙ্কর-দা—না, না, শঙ্কর বাবু—আপনি না কিশোর বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু, আপনারা দুই জনে না দুই দেহে এক আত্মা ?'

'এক সময়ে তাই ছিলুম বটে, কিন্তু বাল্যকালের বন্ধুত্ব কি চিরদিন সমান থাকে ?'

'তা জানি। আপনি যে আমাকে অনেক দিন থেকে ভাল-বেসেছেন তাও জানি। মায়ের অসুখের সময় কিশোর বাবু আমার কাছে ঘন ঘন আসতেন ব'লে আপনি তাঁকে ঈর্ষা ক'রতেন—কেমন, ঠিক কি-না ?'

'আপনি ঠিক লক্ষ্য করেছেন। ভালবাসার ধর্ম্মই হচ্ছে এই রকম ঈর্ষা করা।'

'কিশোর বাবুও আমাকে সে-কথা সে দিন শুনিয়ে গেছেন। সব শেয়ালেরই এক রা। আপনি যে আমাকে সঙ্গে ক'রে এতদিন স্কুলে নিয়ে যেতেন, কিশোর বাবু তা পছন্দ করেন নি, আমাকে সে-কথা স্পষ্টই বলেছেন। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনি আমার সঙ্গসুখ ভোগ করার কথা কি বলছিলেন ?'

'আপনাকে আমি যে এতদিন সঙ্গে ক'রে স্কুলে নিয়ে যেতুম, তাতে কেবল আপনার সুবিধা আমি মনে করি নি, আমার নিজেরও তাতে সুখ ছিল।'

'বটে ? কি রকম সুখ ?'

'ভবভূতি বলেছেন,

অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।

তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ ॥

অর্থাৎ—যে জন যাহার হয় প্রিয় অতিশয়।
কিছু তার না করিয়া তাকে সুখ দেয়॥

আপনার সঙ্গে বেড়ানই আমার সুখ, আপনার সঙ্গে কথা বলাতেই আমার সুখ, আপনার কোন একটু উপকার ক'রতে পারলে আমার আরও সুখ।'

আমি বলিলাম,—'আর কিছু ?'

শঙ্কর আবেগভরে বলিল,—'আরও যদি শুনতে চান, তবে আরও বলি, আপনার সঙ্গে পাশাপাশি বসা আমার সুখ, আপনার চুলের গন্ধে, কাপড়ের গন্ধে, অকস্মাৎ আপনার হাতের স্পর্শে, আপনার মুখপানে চাহিয়া, আপনার মুখে একটু হাসি দেখিয়া, আমার যে কত সুখ, কত মাদকতা—তা মুখে প্রকাশ ক'রে বলতে পারি নে। আপনি আমার—'

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম,—'শঙ্কর বাবু, থামুন—থামুন,— আর শুনতে চাই নে। আমি এতক্ষণে বুঝিলাম, হেড মিষ্ট্রেস্ যথার্থ কারণেই আমাকে স্কুল ত্যাগ ক'রতে বাধ্য করেছেন। আমার প্রতি আপনার এই সকল হাবভাব নিশ্চয়ই অন্তের লক্ষ্যের বিষয় হয়েছিল। কি আশ্চর্য্য! আপনি এ রকম লোক!'

শঙ্করও উত্তেজিত হইয়া বলিল,—'নীরু দেবী, রাগ ক'রবেন না। আপনি আমার চিত্তের অবস্থা বুঝবেন না। আপনি আমার চিত্তে যে কিরূপ মোহ বিস্তার করেছেন তা আমার অন্তর্যামীই

জানেন। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন। নীরু, তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'রো না। তোমার বিচ্ছেদ আমি কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারব না। আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি।'

এই বলিয়া শঙ্কর আমার পদতলে বসিয়া পড়িল ও সতৃষ্ণ নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—'শঙ্কর বাবু, আপনি যে মোহে অভিভূত হয়েছেন, তার নাম লালসা। আপনার ঐ কামদৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ ক'রে আমাকে আর কলুষিত ক'রবেন না। আমি এত দিনে আপনার প্রকৃত চরিত্র বুঝতে পারলুম। আপনি উঠুন।'

এই সময়ে দাদা হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং শঙ্করকে তদবস্থায় দেখিয়া ও আমার শেষ কথাগুলি শুনিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, পরে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—'তোমাদের এ কি অভিনয় হচ্ছে? চমৎকার Tableau Vivant (তাব্‌লো ভিভাঁ) —মূক অভিনয়!'

এই কথা শুনিয়া আমি সবেগে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলাম।

৬

শঙ্করের সহিত আমার যে ব্যাপার হইয়াছে, তাহা আমি দাদাকে মুখে কিছু না বলিলেও দাদা তাহা মনে মনে বুঝিল।

আমি ভবানীপুরের স্কুলের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছি দাদাকে যখন এ-কথা বলিলাম, তখন দাদা বলিল,—'আমি ত আগেই তোকে বলেছিলুম যে, তোর চাকরি করা পোষাবে না। শঙ্কর যে কেন তোকে গরজ ক'রে এই চাকরিতে ঢুকিয়েছিল, এখন ত তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।'

আমি বলিলাম,—'দাদা, যা হয়ে গেছে তার আর আলোচনা না করাই ভাল। আমি কিন্তু নিষ্কর্ম্মা হয়ে ব'সে থাকতে পারব না। তুমি আর একটা কাজ দেখ।'

দাদা মুখ ভার করিয়া বলিল,—'দেখা যাবে।'

একদিন বৈকালে বেথুন কলেজের আমার দুইটি সখী অরুণা সেন ও সুলেখা চাটুজ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলাম,—'কি রে, আমার উপর আজ তোদের বড় অনুগ্রহ দেখছি। এতদিন পরে বুঝি মনে পড়ল?'

অরুণা বলিল,—'তুই কি বাড়ী থাকিস্, আর তুই কি এখন আমাদের দলে আছিস? তুই হচ্ছিস্ মস্ত একজন টীচার,—আমাদের মত কত মেয়েকে বেত হাতে তাড়া করিস।'

আমি বলিলাম,—'আমি সে কাজ ছেড়ে দিয়েছি।'

সুলেখা বলিল,—'কেন, এত শীঘ্রই চাকরির আশ মিটলো?'

আমি বলিলাম,—'সে অনেক কথা ভাই,—সেখানকার হেড মিষ্ট্রেসের সঙ্গে আমার বনিবনাও হ'ল না।'

অরুণা বলিল, 'আবার বি-এ পড়্ না ; বি-এ পরীক্ষা দে, পরে চাকরি করিস্।'

আমি বলিলাম,—'কেন, আমার ত নাম কাটা গেছে—তোদেরও ত নাম কাটা যাবে প্রিন্‌সিপ্যাল বলেছিলেন।'

অরুণা বলিল,—'নাম এখন পর্য্যন্ত কারও কাটা যায় নি। প্রিন্‌সিপ্যাল আমাদের সকলের নামে রিপোর্ট করেছিলেন, তার উত্তর এসেছিল—মেয়েদের এই প্রথম অপরাধ, তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে আর ভবিষ্যতে কোন পোলিটিক্যাল ডিমনষ্ট্রেশ্যনে (রাজনৈতিক আন্দোলনে) যোগ দেবে না ব'লে আণ্ডারটেকিং (কড়ার) দেয়, তবে তাদের এবার কণ্ডোন্ (ক্ষমা) করা যাবে। আমরা সেই রকম প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছি। তুইও ত ক'রতে পারিস্?'

আমি বলিলাম,—'না ভাই, আমি যে তোদের দলের সর্দ্দার, আমি সেরূপ ক'রলে একটা ব্যাড্ এগ্‌জাম্প্‌ল সেট্ করা (মন্দ দৃষ্টান্ত দেখান) হবে, সেটা দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলের কথা নয়। আমি কলেজ ছেড়েছি ত একেবারেই ছেড়েছি। আর তোরা জানিস্‌নে ভাই, কিশোর কোর্টে সাজা পেয়েছে ব'লে তাকে আর মেডিক্যাল কলেজে পড়তে দেবে না। তার যখন এই দশা হ'ল, আমি কোন্ মুখ নিয়ে বেথুন কলেজে যাব?'

অরুণা একটু হাসিয়া বলিল,—'তা' ত বটেই। দু-জনেরই এক দশা হওয়া উচিত। সে বেচারা এখন কোথায়?'

আমি বলিলাম,—'দেশে গিয়েছে।'

সুলেখা বলিল,—'তিনি দেশেই থাকুন। এদিকে যে কি ব্যাপার হচ্ছে, তিনি তার খোঁজ রাখেন কি?'

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম,—'কি ব্যাপার?'

সুলেখা বলিল,—'তোমার এই যে ডুব দিয়ে দিয়ে জল খাওয়া।

আমি একটু উষ্ণ হইয়া বলিলাম,—'সে আবার কি? খুলে বল্ না, আমি এসব হেঁয়ালী পছন্দ করি নে।'

অরুণা বলিল,—'খোলসা কথা এই, আমরা শুনতে পেলুম, শঙ্কর নামে একটি সুন্দর যুবক ল-ক্লাসে পড়ে, তার সঙ্গে নাকি তোর কোর্টশিপ চলছে। সে ল-ক্লাস থেকে ফি রোজ পালিয়ে এসে তোর অপেক্ষায় রাস্তায়' দাঁড়িয়ে থাকে—পরে দু-জনে মিলে ট্রামে উঠে বেড়াতে যা'স। ল-ক্লাসের অনেক ছেলে এটা লক্ষ্য করেছে, আমার দাদার কাছে শুনলুম।'

এই মিথ্যা অপবাদ শুনিয়া আমার যেমন ভীষণ রাগ হইল তেমনই ঘৃণাও হইল। আমি কোনক্রমে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম,—'ভাই, তোরা যা শুনেছিস্ তার কতক সত্যি, কিন্তু অধিকাংশই মিথ্যা। শঙ্কর কে তা জানিস্? সে দাদার সম্বন্ধী, প্রমীলার ভাই। সে আমাদের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে। সে-ই ত আমাকে ভবানীপুর স্কুলের চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিল। ভবানীপুরে একলা ট্রামে যাওয়া অসুবিধা ব'লে সে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে

যেত। এতে দোষ কি ভাই? এতে আবার কোর্টশিপের কথা কি হ'ল? আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বেড়ানোই যদি আমাদের দোষ হয়, তবে আমরা স্বাধীনতার দাবী করি কিরূপে? যাদের মন কলুষিত, তারা সব বিষয়েই দোষ বা'র করে। যাক, আমি সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, এখন যারা এরূপ মিথ্যা অপবাদ রটনা করে, তাদের মুখে ছাই পড়ুক।'

সুলেখা বলিল,—'তাই ত, ভাই, তুই রাগ করিস্‌নে—আমি বলি এ কি কখনও সম্ভব হ'তে পারে? যে আমাদের নারী-প্রগতির সেক্রেটারী সে-ই সকলের আগে বিয়ে ক'রবার জন্য পাগল হবে?'

আমি বলিলাম,—'নারী-প্রগতির আর কি হয়েছে? আমি ত অনেক দিনই খোঁজ-খবর রাখিনে। আর কতজন মেয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করেছে?'

অরুণা বলিল,—'আমাদের প্রপাগাণ্ডা (প্রচার-কার্য্য) কিছুই হচ্ছে না। তুই থাকবার সময় যে দশটি মেম্বর ছিল, তাদের মধ্যেও চারটি খসে পড়েছে।'

আমি বলিলাম,—'তার মানে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে?'

সুলেখা বলিল, 'তাই ত। মেয়েদের বিয়ে দেওয়ায় অভিভাবক-দের যে মস্ত জেদ, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে কয় জন মেয়ে সাহস ক'রে? তোর মত মেটল্ (তেজ) কয় জনের আছে?'

অজ্ঞাতসারে আমার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। তাহা

থাকিবার জন্য বলিলাম,—'কিন্তু আরও ত কাজ আছে। নারী-জাতির উন্নতিকল্পে শিক্ষাবিস্তার, দেশের হিতজনক কাজ, এ-সবও ত আমরা কিছু কিছু ক'রতে পারি?'

অরুণা বলিল,—'তা পারি বই কি। শিক্ষাবিস্তার মানে ত মেয়ে স্কুলের মাষ্টারি অথবা অন্য সময়ে পাড়ার দু'চার জন মেয়েকে পড়ানো। কিন্তু তার সময় কোথায়? সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। মাষ্টারি করা আমাদের পোষায় না। তুই-ই যা-কিছু করছিস। তুই এখন কি করবি?'

আমি বলিলাম,—'আমি আর একটা কাজ জোটাতে চেষ্টা করছি। কিন্তু কলকাতা আর আমার ভাল লাগছে না, এখানে যাতায়াতের বড় অসুবিধা। কোন একটা নিভৃত পল্লী হ'লে ভাল হয়, সেখানে আমি অনেক কাজ ক'রতে পারব।'

অরুণা বলিল,—'তোদের প্রমীলা কোথায়? তাকে ত দেখছি নে?'

আমি বলিলাম,—'সে তার ঘরে ব'সে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করছে। দাদার খুব কড়া শাসন।'

'আচ্ছা, আজ তবে আমরা আসি'—এই বলিয়া অরুণা উঠিল এবং তাহারা দুই জনে প্রস্থান করিল।

আমি সেই কোর্টশিপের কথা স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। কি আশ্চর্য্য, কত সহজে লোকে অন্যের নামে দুর্নাম

ঘটনা করিতে পারে! এখন বোধ হইল, ভবানীপুরের স্কুলের চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া ভালই হইয়াছে। ঈশ্বর যা করান, মঙ্গলের জন্যই করান।

ইহার কয়েক দিন পরে দাদা একটা খবরের কাগজ হাতে করিয়া আসিয়া বলিল,—'নীরু, তুই কি সত্যি সত্যি চাকরি করবি? —এই দেখ, একটা কাজের বিজ্ঞাপন দিয়েছে।'

আমি উৎসাহের সহিত খবরের কাগজখানা খুলিয়া দেখিলাম,— ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পলাশগড় রাজার রাজধানীতে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য একজন আই-এ পাশ শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। বেতন মাসিক ৩৫৲ টাকা, স্কুলে বোর্ডিং আছে, তাহাতে বাস করিতে পারিবে ও সেখানে বিনা খরচে আহারাদি চলিবে। স্থান স্বাস্থ্যকর, রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে। সাত দিনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

আমি বিজ্ঞাপন পড়িয়া বলিলাম,—'দাদা, আমার পক্ষে এই কাজই ভাল। বোর্ডিঙে থাকা যাবে, মাহিনাও আমার পক্ষে কম নয়, ছোটনাগপুর স্বাস্থ্যকর জায়গা। তুমি কি বল?'

দাদা বলিল,—'কিন্তু অত দূর তোকে আমি যেতে দিতে পারি না। আমার মন কেমন করছে।'

আমি বলিলাম,—'দাদা তুমি ভাবছ কেন? রেলের ধারে, আর বেশী দূরও ত নয়, সাত-আট ঘণ্টায় যাওয়া যায়। ছুটি হ'লে তুমি

গিয়ে আমাকে দেখে আসতে পারবে। যদি কোন অসুবিধা হয়, তবে আমি চ'লে আসব।'

অনেক ভাবনাচিন্তার পর দাদা সম্মত হইল। আমি আবেদন পাঠাইলাম এবং দশ দিন পরে চিঠি আসিল যে, আমার আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে, আমাকে অবিলম্বে সেখানে যাইতে হইবে।

আমি বাড়ী ছাড়িয়া কখনও বিদেশে যাই নাই। আমি সাজসরঞ্জাম জোগাড় করিয়া দুই দিন পরেই দাদাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে যাত্রা করিলাম।

বর্দ্ধমান ছাড়াইয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইল। সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর ক্রোড় ছাড়িয়া আমরা রুক্ষ শুষ্ক কঠিন প্রস্তরাকীর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। রেলের দুই পার্শ্বে কয়লার খনিগুলি যেন দৈত্যের মত মুখ ব্যাদান করিয়া অনল উদ্গীর্ণ করিতেছিল। ক্রমে আকাশের গায় মেঘের ন্যায় নীল পাহাড়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রেলগাড়ী সেই সকল ক্ষুদ্র পাহাড়ের ধার দিয়া যাইতে লাগিল। আমি সেই সকল তৃণগুল্মাচ্ছাদিত সবুজ বর্ণের পাহাড় একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম।

আমরা যে ষ্টেশনে নামিলাম, সেখান হইতে পলাশগড় রাজবাড়ী প্রায় তিন মাইল। ষ্টেশনে বিস্তর ছইয়ে ঢাকা গরুর গাড়ী ছিল, আমরা অন্য কোন যান না পাইয়া তাহার একখানাতে উঠিলাম।

আমি পূর্ব্বে কখনও গরুর গাড়ীতে চাড় নাই, তাই নূতনত্বের জন্য প্রথমে বেশ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলাম ; কিন্তু গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলেই তাহার প্রবল ঝাঁকানি ও ঘটর ঘটর শব্দযুক্ত মন্থর গতিতে আমার ভয়ানক বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। দাদা বলিল,—'কি রে, কেমন লাগছে? এ তো তোর কলকাতা শহর নয়, এখানে ঘোড়ার গাড়ী মোটর গাড়ী কোথায় পাবি?'

আমি বলিলাম,—'আমাদের সব রকম অভিজ্ঞতাই লাভ করা ভাল, দাদা। ঘাবড়ালে চলবে কেন?'

গাড়োয়ান বলিল,—'আজ্ঞা। বেশী সময় লাগবেক নি, রাজবাড়ী হোই দেখা যাচ্ছে। আমার এ গরু ঘোড়াকেও হার মানাবেক।'

এই বলিয়া সে গরু দুটিকে কশাঘাত করিল, তাহারা অমনি হঠাৎ গতির বেগ বাড়াইল আর আমি কাৎ হইয়া দাদার ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেলাম। তখন দু'জনেরই খুব হাসি।

আমরা যখন রাজবাড়ীতে পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক জন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া আমাদিগকে স্কুল বোর্ডিঙে লইয়া গেল।

এই স্কুলটি হাই স্কুল নহে, এম-ই স্কুল, তবে ক্রমে ইহাকে হাই স্কুলে পরিণত করার চেষ্টা হইতেছে। আর চারি জন শিক্ষয়িত্রী আছেন, আমাকেই হেড মিস্ট্রেস্ হইতে হইবে। এ-কথা শুনিয়া আমার মনে একটু আনন্দ হইল। এখানে আর আমাকে সেই রুক্ষ-

স্বভাব মিস্ কাঞ্চিলালের ন্যায় কোন লোকের অধীনে কাজ করিতে হইবে না। এখন যিনি প্রধান শিক্ষয়িত্রী আছেন, তাঁহার নাম নিস্তারিণী ঘোষ। তিনি নিকটেই থাকেন, বোর্ডিঙে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন এবং আমাকে সকল দেখাইলেন। বোর্ডিং ঘর নূতন হইয়াছে,—ছয়টি কক্ষ, তাহার মধ্যে দু'টি আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, একটি বসিবার ঘর, অন্যটি শয়ন-ঘর; আর চারিটি ঘরে বারটি বালিকা থাকে। একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন চাকরাণী আছে। এখানকার আহারাদি ব্যয়ের জন্য প্রতি বালিকার নিকট হইতে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া লওয়া হয়, বাকী যাহা পড়ে তাহা রাজসরকার হইতে দেওয়া হয়। আমার খোরাকী-খরচও রাজসরকার হইতে দেওয়া হইবে।

নিস্তারিণী আরও বলিলেন, এখন যিনি রাজা হইয়াছেন, তাঁহার নাম দেবরাজ সিং, বয়স অল্প, প্রায় ত্রিশ বৎসর। তিনি বিলাত হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষার দিকে তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ, স্ত্রীজাতির সর্ব্ব প্রকার উন্নতিবিধানে তাঁহার বিশেষ যত্ন। সেই জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন। বালক-দিগের শিক্ষার জন্যও একটা ভাল হাই স্কুল আছে।

আমরা এই সকল কথা শুনিয়া জিনিষপত্র যথাসম্ভব গোছগাছ করিয়া আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি বোর্ডিঙে যে-সব মেয়ে

থাকে, তাহাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিলাম এবং তাহাদের দুই-জনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমতী নিস্তারিণীর বাড়ীতে গেলাম। তাঁহার বাড়ী স্কুলের নিকটেই একটা পল্লীর মধ্যে। মেটে দেওয়াল ও টালির চালা দেওয়া একখানা বড় ঘর, আর ছোট ছোট খড়ের চালা দেওয়া তিনখানা ঘর; ইহাদের মধ্যস্থলে একটা উঠান, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উঠানের এক পাশে কয়েকটা বেল যুঁই গোলাপ ফুলের গাছ। পাড়াগাঁয়ের বাড়ীঘর আমি এই প্রথম দেখিলাম,—আমার বেশ ভাল লাগিল। নিস্তারিণী বিধবা, বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে, দুইটি শিশুপুত্র ও একটি কন্যা লইয়া সেই বাড়ীতে থাকেন। তাঁহার নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে। বিবাহের পূর্ব্বে হাই স্কুলে পড়িয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিলেন, বিবাহের পরে আর পড়িতে পারেন নাই। তাঁহার স্বামী বি-এ পাশ করিয়া কি একটা চাকরি করিতেন, কয়েক বৎসর হইল মারা গিয়াছেন, কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই, সেই জন্য তাঁহাকে এই চাকরি করিয়া পুত্রকন্যাদের লালন-পালন করিতে হইতেছে। আমি তাঁহার এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনি কেমন বোধ করেন? পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকার চেয়ে এই স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন আপনার কেমন লাগে?'

তিনি বলিলেন,—'আমার এই অসহায় অবস্থায় স্বামীর বাড়ী কিংবা বাপের বাড়ী পরাধীন হয়ে থাকার চেয়ে আমি বেশ আছি।

তবে স্বামীর সঙ্গে বাস ক'রে যেরূপ সুখে ছিলাম তার তুলনা হয় না।'

আমি বলিলাম,—'স্বামীর সঙ্গে থেকে ত আবার তাঁর অধীন হয়ে থাকতে হ'ত ?'

তিনি কতকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, —'আপনি বলেন কি ? স্ত্রীলোকের স্বামীর সঙ্গে থাকার চেয়ে কি সুখ আছে ? স্বামীর অধীন হয়ে থাকাকে কি কেউ পরাধীনতা মনে করে ? প্রকৃত ভালবাসা জন্মিলে স্বামী-স্ত্রীতে কোন ভেদ থাকে না। এই ধরুন, যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেম—রাধা কখন কৃষ্ণের পায় ধরছেন, আবার কৃষ্ণ কখন রাধার পায় ধরছেন।'

এই বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। আমিও সেই হাসিতে যোগ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আচ্ছা, আপনার স্বামীর কথা মনে পড়লে এখনও আপনার মনে কষ্ট হয় ?'

এই প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মুখের হাসি অমনি মিলাইয়া গেল, তিনি ছল ছল নেত্রে বলিলেন,—'সে-কথা আর জিজ্ঞেস করছেন কেন ? তবে প্রথম প্রথম যতটা অসহ্য ক্লেশ বোধ হ'ত, এখন ততটা নয় ; ক্রমে সয়ে গিয়েছে।' এই বলিয়া তিনি আঁচলে চক্ষু মুছিলেন।

আমি হঠাৎ এরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিতান্ত অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইলাম। আমার হৃদয় যেন পাষাণ, যেমন কিশোর বলিয়াছিল—সকলের ত সেরূপ নহে।

বোর্ডিংও ফিরিয়া আসিয়া দেখি, দাদা বাড়ী রওনা হওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। আমি তাহাকে আর এক দিন থাকিয়া সব ভালরূপ দেখিয়া শুনিয়া যাইতে বলিলাম, কিন্তু দাদা বলিল,—'আমার কলেজ কামাই হচ্ছে, আমি আর দেরী ক'রতে পারিনে। যা দেখছি, তোর এখানে কোন অসুবিধা হবে ব'লে মনে হয় না। যদি কোন অসুবিধা ঘটে, তবে আমাকে চিঠি লিখিস্, আমি এসে তোকে নিয়ে যাব।'

দাদা আহারাদি করিয়া বেলা দশটার সময় যাত্রা করিল, আমিও আহারাদি শেষ করিয়া আমার স্কুলের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

৭

শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে অভিজ্ঞতা আমি ভবানীপুর স্কুলে কিছু কিছু অর্জ্জন করিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে অন্য আর এক জনের অধীনে কাজ করিতে হইত বলিয়া আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হইত। এখানে আমিই প্রধান শিক্ষয়িত্রী, আমি স্বাধীন ভাবে সকল কাজের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। নিস্তারিণী বয়সে আমার অনেক বড় এবং এখানে অনেক দিন কাজ করিতেছেন। আমি অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে লাগিলাম। ইহাতে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলেন। রাজবাড়ীর যেরূপ বন্দোবস্ত, তাহাতে আহারাদির কোন অসুবিধা ছিল না। তবে বোর্ডিংএ পশ্চিমে ঠাকুরের রান্না, আর ক্রমাগত কলাইয়ের ডাল খাওয়া ভাল লাগিত না। মেয়েদিগকে রন্ধন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি মধ্যে

মধ্যে তাহাদিগকে রাঁধিতে বলিতাম এবং আমিও তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতাম। আর নিজের পয়সা দিয়া মধ্যে মধ্যে বাজার হইতে মাছ তরকারি আনাইয়া খাইতাম। এইরূপে গোছগাছ করিয়া বসিয়া আমি আমার নিজের পড়ায় মন দিলাম।

আমার পাঠ্য ইংরেজী সাহিত্য আমি অনেকটা পড়িয়াছিলাম। সে-সকল পুস্তকের ভাল নোট ছিল। সেই নোটের সাহায্যে অর্থ বুঝিতে কষ্ট হইত না। কিন্তু সংস্কৃত আমার নিকট অত্যন্ত কঠিন বোধ হইত। একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য পাইলে ভাল হয়। সেজন্য আমি নিস্তারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে-রকম একজন ভাল পণ্ডিত এখানে পাওয়া যায় কি না? তিনি বলিলেন, এখানকার হাইস্কুলের প্রধান পণ্ডিত বীরেশ্বর বিদ্যারত্ন মহাশয় একজন খুব বড় পণ্ডিত; তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি প্রাতঃকালে এক ঘণ্টা সংস্কৃত পড়াইতে সম্মত হন কিনা জানিয়া আসিবেন। আমি এই কথা শুনিয়া নিস্তারিণীকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিলাম। নিস্তারিণী পরদিন আসিয়া বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয় সকালে আটটার সময় আসিয়া এক ঘণ্টা পড়াইতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি এজন্য কোন বেতন লইবেন না; তবে মাসের শেষে তাঁহাকে প্রণামী বলিয়া কিছু দিলে হয়ত তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

এই বন্দোবস্ত অনুসারে উক্ত পণ্ডিত মহাশয় একদিন প্রাতঃ-

কালে আসিলেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ, গোলগাল শরীর, দাড়ি গোঁফ কামান, মাথার চুল সব পাকা, বেশ হাসিখুসী মুখ দেখিলে ভক্তি হয়। নিস্তারিণী তাঁহাকে বোর্ডিংএ পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া হাসিমুখে বলিলেন,—'মা লক্ষ্মী, তোমাকে আপনি ব'লতে পারব না, তুমি ব'লেই সম্বোধন ক'রব। কিছু মনে ক'রো না।'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'আপনি আমার পিতৃস্থানীয়, আমাকে আপনার মেয়ের মতনই দেখবেন। আমার স্বর্গীয় পিতাও কলিকাতায় একজন খ্যাতনামা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—'বটে, বটে, তা না হবে কেন? আকরে পদ্মরাগস্য জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ, পদ্মরাগমণির আকরে কাচ জন্মায় না, পদ্মরাগই জন্মাবেক। আমাদের জেলার রঘুনাথ বাবু একজন দেশবিখ্যাত লোক, তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা, বোধ হয় তাঁকে চেনো,—তাঁর দুইটি কন্যা অত্যন্ত বিদুষী হয়েছে, অনেক গ্রন্থও রচনা করেছে। রঘুনাথ বাবুও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশে জন্মেছিলেন।'

আমি বলিলাম,—'কিন্তু আপনি একটা মস্ত ভুল করলেন, পণ্ডিত মশায়। আমি ব্রাহ্ম আপনাকে কে বললে? আমি হিন্দুর মেয়ে,

আমার বাবা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক শিবপূজা করতেন।'

পণ্ডিত মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—'বটে, বটে, শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেম। আমার ত তা হ'লে মস্ত ভুল হয়েছিল মা। কিন্তু মা, আমার যে ভুল হয়েছিল তা'তে আমার বিশেষ দোষ নেই, ব্রাহ্মণের মেয়েকে এত বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া থাকতে আমি এর আগে কখনও দেখিনি। মা, তুমি কিছু মনে ক'রো না। আচ্ছা, তুমি সংস্কৃত কি কি বই পড় ?'

পণ্ডিত মহাশয়ের মন্তব্য শুনিয়া আমি একটু লজ্জিত হইলাম। পরে বলিলাম,—'আমার পাঠ্য হচ্ছে, শিশুপালবধ প্রথম দুই সর্গ, আর শকুন্তলা।'

'তুমি কোন্ ব্যাকরণ পড়েছ, মা ?'

'আজ্ঞে, আমি কোনো সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িনি, প্রথমে পড়েছিলুম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা, পরে ব্যাকরণ কৌমুদী, কিন্তু তা'ও শেষ হয়নি, কেবল শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কৃৎ, তদ্ধিত পড়েছি, চতুর্থ খণ্ড পড়া হয়নি।'

'একখানা ব্যাকরণ শেষ পর্য্যন্ত পড়া দরকার। মুগ্ধবোধ পড়লেই ভাল হ'ত, তা যাক্, তুমি ঐ কৌমুদীই শেষ ক'রে পড়।'

'কিন্তু কৌমুদী ৪র্থ খণ্ড ত আমার নেই ?'

'তবে সে বই একখানা আনা করাতে হবেক।'

এই কথার পরে তিনি সেদিনের মত বিদায় হইলেন।

পরের দিন তিনি যথাসময়ে পড়াইতে আসিলেন। আমি শকুন্তলা পড়া আরম্ভ করিলাম। পড়িতে পড়িতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'পণ্ডিত মশায়, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে এতদিন অবিবাহিতা আছি শুনে আপনি আশ্চর্য্য হয়েছিলেন, কিন্তু শকুন্তলা ঋষিকন্যা হয়ে যৌবনকাল পর্য্যন্ত অনূঢ়া ছিলেন কিরূপে ?'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—'সে যুগে ঐ ব্যবস্থা ছিল, বিশেষতঃ ঋষিকন্যাদের পাত্র মেলা সহজ হ'ত না। কিন্তু তার ফলও ভাল হয়নি। ঋষিরা এই সকল দেখে-শুনে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করেছিলেন। প্রথম দর্শনেই দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হলেন, শকুন্তলাও দুষ্মন্তকে দেখে গ'লে গেলেন,—দু'জনের মধ্যে অমনি মালা বদল ক'রে গান্ধর্ব্ব বিবাহ হ'ল। কণ্বমুনি আশ্রমে ছিলেন না; তাঁর অনুমতির অপেক্ষা রইল না। এ-কাজটা কি ভাল হ'ল ? এর ফলও বিষময় হয়েছিল। এই জন্যই শাস্ত্রকার নারীকে কোন অবস্থায়ই স্বাধীনতা দেন নি। মনু বলেছেন,—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।

পুত্রশ্চ স্থবিরে রক্ষেৎ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।—

স্ত্রীলোক যখন কুমারী থাকে তখন তাকে পিতা রক্ষা ক'রবেন, যৌবনকালে অর্থাৎ বিবাহ হ'লে তাকে স্বামী রক্ষা ক'রবেন, পরে

বার্দ্ধক্যে তাকে পুত্র রক্ষা ক'রবেন, কোন অবস্থায়ই স্ত্রীলোক স্বাধীন ভাবে থাকবার যোগ্য নহে।'

আমি বলিলাম,—'পণ্ডিত মশায়, আপনার শাস্ত্রকারেরা নারীকে মানুষের মধ্যেই গণ্য ক'রতেন না, সেই জন্য এই ব্যবস্থা করেছিলেন।'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—'তা ক'রবেন না কেন? নারীকে তাঁরা কেবল মানুষ নয় দেবতা ব'লে গণ্য ক'রতেন। সেই মনুই বলেছেন,—

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হাঃ গৃহদীপ্তয়ঃ।

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তিকশ্চন॥

অর্থাৎ সন্তানজননী মহীয়সী নারীগণ পূজার যোগ্যা; তাঁহারা গৃহের দীপ্তি-স্বরূপ। গৃহে সেই সকল নারীর সহিত লক্ষ্মীর কোন ভেদ নাই। তাঁহারাই গৃহে লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করেন।'

আমি বলিলাম,—'পণ্ডিত মশায়, তা হ'লে নারী-জীবনের উদ্দেশ্য কি কেবল সন্তান-পালন? গৃহস্থেরা গরুকেও ত বাছুর হওয়ার জন্য বাড়ীতে রাখে এবং পূজাও করে। একটি নারীর সহিত একটি গাভীর পার্থক্য কি, পণ্ডিত মশায়?'

পণ্ডিত মহাশয় একটু উষ্ণ হইয়া বলিলেন,—'মা, শাস্ত্রকারের বাক্যের অমর্য্যাদা ক'রো না। তোমরা যত বড়ই বিদুষী হও, ঋষিদের বাক্যে অশ্রদ্ধা ক'রতে পার না। নারীকে গাভীর সহিত তুলনা—বটে? কি আশ্চর্য্য!'

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম,—'পণ্ডিত মশায়, আমার অপরাধ হয়েছে, আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করুন।'

পণ্ডিত মহাশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—'আমরা ক্ষমা ত ক'রেই আছি মা। আজ বেলা হয়েছে, আমার স্কুল আছে, তোমারও স্কুল আছে—কাল এ-বিষয়ে আলোচনা করা যাবেক।'

এই বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন। আমিও স্নানাহার করিতে গেলাম। বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়কে রাগাইয়া আমার অনুতাপ হইল। আমার বাক্‌সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। তবে আমার বহুযত্নে পোষিত মতের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে আমার ধৈর্য্য থাকে না।

পরদিন সকালে পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতে আসিয়া প্রথমেই বলিলেন—'মা, আগে তোমার সেই প্রশ্নের আলোচনা করা যাক। তোমার জিজ্ঞাস্য এই,—নারীজীবনের উদ্দেশ্য কি কেবল সন্তানজনন? তাহা কখনও হ'তে পারে না। কি পুরুষ কি স্ত্রী কাহারও জীবনের উদ্দেশ্য কেবল সন্তান উৎপাদন হ'তে পারে না। তা'হলে তারা ত পশুর সমান হবে। ধর্ম্মই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই ধর্ম্ম লাভ ক'রতে হ'লে আবার অর্থ চাই, আবার কাম অর্থাৎ কামনা চরিতার্থ করাও চাই। ইহার ফলে হয় মোক্ষ অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ। এই জন্য ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষকে চতুর্ব্বর্গ বলে। এই চতুর্ব্বর্গ লাভ দ্বারাই মনুষ্যজীবন

সার্থক হয়। মনুষ্যজীবন সার্থক ক'রতে হ'লে সকলকে বিবাহ ক'রে গৃহস্থ হ'তে হবে। কেহ কেহ আজীবন কৌমার্য্য অবলম্বন ক'রে ছিলেন দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তা' সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। তার বিপদ অনেক, হঠাৎ পদস্খলন হ'তে পারে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ। দেবীভাগবতে আছে, ব্যাসপুত্র শুকদেব গুরুগৃহে পাঠ সমাপন ক'রে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না ক'রেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন ক'রতে অভিলাষ করেছিলেন, ব্যাসদেব তাঁকে দারপরিগ্রহ ক'রে গৃহী হওয়ার জন্য অনেক প্রকার উপদেশ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটা উপদেশ বড়ই সুন্দর,—

ইন্দ্রিয়াণি মহাভাগ মাদকানি সুনিশ্চিতম্।
অদারস্য দুরন্তানি পঞ্চৈব মনসা সহ॥

অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়সকল নিশ্চয়ই উন্মত্ত; যারা বিবাহ করে না তাদের সেই পাঁচ ইন্দ্রিয়কে মনের সহিত জয় করা অত্যন্ত কঠিন হয়।

ব্যাসদেব অবশেষে শুকদেবকে উপদেশলাভের জন্য রাজর্ষি জনকের নিকট পাঠালেন। সেখানে জনকের সহিত শুকদেবের অনেক বিচার হ'ল। জনকও তাকে বল্লেন,—

মনস্তু প্রবলং কামমজেয়মকৃতাত্মভিঃ।
অতঃ ক্রমেণ জেতব্যমাশ্রমানুক্রমেণ চ।

অর্থাৎ এই সংসারে মনকেই প্রবল শত্রু ব'লে জানবে,

দুর্ব্বলপ্রকৃতি মানুষেরা মনকে জয় ক'রতে পারে না। সেজন্ম গার্হস্থ্য প্রভৃতি এক একটি আশ্রমকে আশ্রয় ক'রে ক্রমে ক্রমে কামনা সকল ভোগের দ্বারা তৃপ্ত ক'রে তবে মনকে জয় ক'রতে হবে।

এই সকল বাক্যের উদ্দেশ্য এই, পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোককে ধর্ম্মজীবন যাপন ক'রতে হ'লে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন ক'রতে হবে। সন্তানজননও বিবাহের একটা উদ্দেশ্য বই কি? তা না হ'লে বংশ রক্ষা হয় না, সৃষ্টি রক্ষা হয় না। আবার নারীর মা হওয়ার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে, তার পরিতৃপ্তিও আবশ্যক। শাস্ত্রকারগণের মতে বিবাহের পর একটি পুত্র হওয়াই যথেষ্ট। এতে ক'রে বুঝতে পার, কেবল সন্তানজননই বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাম স্বভাবতঃ প্রবল, বিশেষতঃ যৌবনকালে তারা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠে। তাদিগকে ভোগের দ্বারা ক্রমশঃ দমন ক'রতে হবে, সেজন্য বিবাহ করা উচিত, নচেৎ তারা কোন অতর্কিত মুহূর্ত্তে প্রবল অনর্থ ঘটাতে পারে। শাস্ত্রে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে, তা বলবার প্রয়োজন নেই।'

আমি বলিলাম,—'পণ্ডিত মশায়, আপনি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের এত প্রশংসা করলেন, কিন্তু বিবাহ না ক'রেও ত সমাজের বা দেশের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রে মনুষত্ব লাভ হ'তে পারে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি করেছিলেন।'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—'স্বামী বিবেকানন্দ অসাধারণ লোক ছিলেন, তার পরে তিনি মহাপুরুষের কৃপা পেয়েছিলেন। তাঁর আচরণ সাধারণ নিয়মের বাইরে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ত তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের উপদেশ দেওয়ার সময় বলতেন, যেমন দুর্গে থেকে শত্রু জয় করা সহজ, সেইরূপ গৃহী লোকের পক্ষে ইন্দ্রিয় জয় করা সোজা। সাধারণ লোকের পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন ক'রেই মনুষ্যত্ব লাভ ক'রতে হ'বে। মনুষ্যত্বলাভ কিরূপে হয়? না, আত্মসংযম, আত্মত্যাগ, আত্মসম্প্রসারণ দ্বারা। আমি তোমার দৃষ্টান্ত দ্বারাই বুঝাচ্ছি। তুমি যদি বিবাহ না ক'রে এরূপ চাকরি ক'রেই জীবন কাটাও, তবে তা'তে ক'রে তোমার নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ হ'বে সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার আত্মা কেবল নিজেকে নিয়েই সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকবে। কিন্তু বিবাহ ক'রলে তোমাকে নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা অনেকটা সঙ্কোচ ক'রে স্বামী, সন্তান ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সুখের জন্য অনেকটা আত্মত্যাগ স্বীকার ক'রতে হবে, তা'তে ক'রে তোমার আত্মা ক্রমে সম্প্রসারিত হবে। এইরূপে পরার্থপরতা অভ্যাস ক'রলে ক্রমে তা পারিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে সমাজ, দেশ ও ঈশ্বরের দিকে ব্যাপ্ত হবে। এইরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'গার্হস্থ্য জীবনে স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি?'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—'সে-সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলেছেন,

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাক্‌দেহ সংযতা।

সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি ঘোষ্যতে॥

অর্থাৎ যে নারী বাক্য, মন ও দেহ সংযত করিয়া পতির সেবা করে, সে মৃত্যুর পরে স্বামীর সহিত স্বর্গসুখ ভোগ করে, তাহাকে সৎলোকেরা সাধ্বী বলেন।'

আমি বলিলাম,—'কিন্তু স্বামী যদি দুরাচার হয়, স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে, তখন স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি? স্ত্রী কি সে স্বামীর অধীন হয়ে থাকবে?'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—'সকল অবস্থায়ই স্বামি-সেবা স্ত্রীর অবশ্যকর্ত্তব্য, কোন অবস্থায়ই স্বামীকে ত্যাগ করা উচিত নয়। তবে স্বামী যদি অধর্ম্মাচরণ করে, স্ত্রীর সেই অধর্ম্মাচরণের সহায়তা করা উচিত নয়, কারণ স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী। বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে প'ড়েও যে স্ত্রী তার কর্ত্তব্য হ'তে ভ্রষ্ট হয় না সে-ই ধন্য।'

আমি বলিলাম,—'কিন্তু তাতে তার মনুষ্যত্ব লাভ হবে কিরূপে?'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—'কঠিন পরীক্ষার মধ্যে প'ড়েও সংযম, সহিষ্ণুতা অবলম্বন ক'রে কর্ত্তব্যে স্থির থাকতে পারলে তা'তে ক'রে আত্মার বল বৃদ্ধি হয় এবং মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক। এখন তোমার পাঠ অধ্যয়ন কর।'

আমি সেদিনকার পড়া আরম্ভ করিলাম। পড়া শেষ হইলে পণ্ডিত মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন। আমিও স্নানাহার করিয়া যথাসময়ে স্কুলে গেলাম। সেদিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের কথাগুলি চিন্তা করিতে লাগিলাম। তিনি প্রাচীন সমাজের লোক, শাস্ত্রকারদের মতে ব্যুৎপন্ন, তাঁহার নিকট সেকালের মতগুলি জানিতে পারিলাম। এগুলিও জানা আমার প্রয়োজন ছিল। এই সকল শাস্ত্রীয় মতের সহিত আমাদের আধুনিক মতের অনেক বিষয়ে অনৈক্য হইলেও ঐগুলির মধ্যে আমাদের চিন্তার খোরাক যথেষ্ট আছে।

যাহা হউক, পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট আমি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। ব্যাকরণকৌমুদী ৪র্থ খণ্ড একখানা আনাইলাম। পণ্ডিত মহাশয় আমার পাঠের উন্নতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা না করিলে কোন শাস্ত্রীয় বিষয় লইয়া আর লেকচার দেন নাই। এইরূপে তিন মাস কাটিল।

৮

একদিন প্রাতঃকালে দেখি রাজবাড়ীতে খুব হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। লোকজন ছুটাছুটি করিতেছে, ষ্টেশন হইতে গাড়ী গাড়ী জিনিষপত্র আসিতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম, রাজাবাহাদুর দীর্ঘকাল প্রবাসের পর আজ রাজধানীতে শুভাগমন করিতেছেন।

তিনি দীর্ঘকাল বিলাতে কাটাইয়া আসিয়াছেন, এখন আর তাঁহার এই পল্লীগ্রামে বাস করা পোষায় না, তাই অধিকাংশ সময় কলিকাতা অথবা দার্জ্জিলিঙে থাকেন। তিনি আজ সকালে দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাগত হইলেন।

বেলা দশটার সময় আহারাদি শেষ করিয়া স্কুলে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে উর্দ্দিপরা তকমাআঁটা একজন চাপরাসী একটি ঝুড়িতে কতকগুলি কমলানেবু, বেদানা, ন্যাসপাতি, আপেল, আঙ্গুর লইয়া আমার নিকট আসিল, এবং 'মেমসাহেব, সেলাম,' বলিয়া আমার সম্মুখে উহা রাখিয়া বলিল,—'রাজাসাহেব আপনাকে সেলাম জানিয়েছেন, আর এই ডালি পাঠিয়েছেন। তিনি আজ বৈকালে সাড়ে তিনটার সময় আপনার স্কুল দেখতে আসবেন।'

আমি বলিলাম,—'বহুৎ আচ্ছা। তাঁকে আমার নমস্কার জানাবে।'

আমি ঝুড়িটা ধরিয়া আমার শয়নঘরে লইয়া গেলাম এবং আমার নিজের জন্য কিছু ফল রাখিয়া অবশিষ্টগুলি বোর্ডিঙের মেয়েদের বাঁটিয়া দিলাম।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় আমি স্কুলে বসিয়া রাজাসাহেবের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, হ্যাট কোট কলার নেকটাই পরা এক গৌরবর্ণ শুষ্ক-চেহারা দাড়িগোঁফ-কামানো যুবা পুরুষ স্কুলে প্রবেশ করিতেছেন। আমি কর্ত্তব্যা-

সুবোধে ও সৌজন্য দেখাইবার জন্য একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া কর বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি অনুমানে বুঝতে পারছি, আপনিই মিস্ চাটার্জ্জি।'

আমি মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিলাম। তখন তিনি একটু দাঁড়াইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে আমার হাত রাখিয়া এবং আমার চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিলেন,—"Oh splendid! I never expected such a glorious vision in the wilds of Chota Nagpur" (কি চমৎকার! এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য এই ছোটনাগপুরের জঙ্গলে দেখিব বলিয়া আমি কখনও আশা করি নাই)।

তাঁহার করস্পর্শে ও এই চাটুবাক্যে আমার সর্ব্বশরীরের মধ্যে যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। আমি কোন কথা না বলিয়া তাঁহার সঙ্গে স্কুল-গৃহে প্রবেশ করিলাম। তিনি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন,—'আমি আজ অনেক দিন পরে এখানে আস্ছি, আপনার ত এখানে এসে কোন অসুবিধা হয় নি?'

আমি বলিলাম—'না।'

পরে তিনি স্কুলের কয়েকটা ঘর ঘুরিয়া বেড়াইলেন, এবং কোন্ ক্লাসে কত মেয়ে পড়ে, আমি কোন্ কোন্ ক্লাসে পড়াই ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

পরে স্কুল ছুটি দিয়া লাইব্রেরী-ঘরে একটু বসিলেন এবং

নিস্তারিণীকে স্কুল-সম্বন্ধীয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নিস্তারিণী আমার কানে কানে বলিলেন,—'রাজাসাহেবের চা খাবার সময় প্রায় হয়েছে, বোর্ডিঙে চায়ের বন্দোবস্ত ক'রলে ভাল হয়।' আমি একটি মেয়েকে দিয়া বোর্ডিঙের ঠাকুরকে চায়ের জল গরম করিতে বলিয়া পাঠাইলাম। চায়ের সরঞ্জাম আমার নিজেরই ছিল।

প্রায় পনের মিনিট পরে রাজাসাহেব স্কুল পরিদর্শন শেষ করিয়া আমাকে ইংরেজীতে যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—'আপনার স্কুলের ম্যানেজমেণ্ট দেখে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আপনি অল্প দিনের মধ্যেই পড়াবার যে সুব্যবস্থা করেছেন, তা অনেক বহুদর্শী ও বিচক্ষণ হেডমাষ্টারেরও শ্লাঘার বিষয়। এই মাস থেকে আমি আপনার বেতন দশ টাকা বাড়িয়ে দিলাম।'

আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বোর্ডিং দেখাইতে লইয়া চলিলাম। রাজাসাহেব অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের ছুটি দিলেন।

বোর্ডিং নূতন হইয়াছে, রাজাসাহেব এ-পর্য্যন্ত তাহা দেখেন নাই। তিনি আমার সঙ্গে চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলেন, এবং ঘরগুলি যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, সে-বিষয়ে মেয়েদের উপদেশ দিলেন। স্নানাদি করার জন্য একটি স্নানাগারের অভাব আমি তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, 'অবশ্য তাহা অবিলম্বে প্রস্তুত করা হবে।' পরে তিনি আমার বাসের কক্ষ ও বসিবার ঘরে আসিলেন।

আমার আসবাবপত্র তেমন কিছু নাই দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং সেই দিনই একটা ভাল খাট, আলনা, টেবিল, চেয়ার, ঈজিচেয়ার, টিপাই ইত্যাদি পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার তোষাখানার কর্ম্মচারীকে শ্লিপ লিখিয়া দিলেন।

আমি তাঁহার এই সকল অযাচিত অনুগ্রহে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তাঁহার চা খাইবার সময় হইয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাকে এক পেয়ালা চা খাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি আমার বসিবার ঘরে অমনি বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—'I shall be only too glad to have a cup of tea with you, Miss Chatterjee. (আপনার সঙ্গে এক পেয়ালা চা আমি অতি আহ্লাদের সহিত খাইব।) কিন্তু আপনার এখানে তার সব জোগাড় আছে ত, না আমি আপনাকে অনর্থক লজ্জা দিব?'

আমি বলিলাম,—'আমার গরিবানা ভাবে আছে,—আপনার যোগ্য নয়।'

আমি তখন একটি মেয়েকে ঠাকুরের নিকট পাঠাইলাম, ঠাকুর গরম জলের কেটলি ও চায়ের সরঞ্জাম এবং ডিশে করিয়া ফল বিস্কুট ইত্যাদি লইয়া আসিল। ইতঃপূর্ব্বে নিস্তারিণী আসিয়া সব ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। কি পরিমাণে দুধ ও চিনি দিতে হইবে তাহা রাজাসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া চা প্রস্তুত করিলাম। রাজাসাহেব আমাকেও তাঁহার সঙ্গে বসিয়া চা খাইতে আগ্রহের সহিত

অনুরোধ করিলেন। আমি তাহাতে আপত্তির কোন কারণ না দেখিয়া তাঁহার সন্তোষের জন্য তাঁহার সঙ্গে এক টেবিলে চা খাইতে বসিলাম। যদিও সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সহিত একত্র বসিয়া এই আমার প্রথম চা খাওয়া, আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করা অভদ্রতা মনে করিয়া খাইতে বসিলাম।

চা খাইতে খাইতে রাজাসাহেব আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি ইংরেজীতে কথা বলিতে বেশী অভ্যস্ত, তবে এখন মধ্যে মধ্যে ইংরেজীর বুকনি দিয়া বাঙ্গলা কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

রাজা। To tell you the truth, Miss Chatterjee, I have never tasted such sweet tea for a long time. (সত্য বলিতে কি, আমি বহুকাল এরূপ সুমিষ্ট চা আস্বাদন করি নাই)—It is splendid. (ইহা চমৎকার!)

আমি। আমার আয়োজন অতি সামান্য, আমার চা খাওয়ার অভ্যাসও কম।

'আপনার বাড়ী কোথায়? আপনার আর কে কে আছেন?'

'আমার বাড়ী কলকাতায়। বাড়ীতে আমার দাদা আছেন, আমার মা বাবা কেউ নেই।'

'Oh I see, এই জন্যই বোধ হয় আপনি কলেজ ছেড়েছেন?'

'কলেজ ছাড়লেও আমি পড়া ছাড়ি নি। আমি ঘরে প'ড়ে বি-এ পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করছি।'

'I am very glad to hear it ( আমি ইহা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেম )। পড়া ছাড়বেন না। আর আপনি অন্য আত্মীয়ের গলগ্রহ না হয়ে নিজের চেষ্টায় পড়া চালাচ্ছেন, এটা আরও প্রশংসার বিষয়। বিলেতে অনেক মেয়ে এরূপ করেন।'

'সে-দেশের মেয়েদের বোধ হয় আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানও যথেষ্ট আছে। তাঁদের রাইটস্ (অধিকার ) সম্বন্ধেও বোধ হয় তাঁরা অত্যন্ত সজাগ হয়েছেন।'

'Quite so ( ঠিক কথা ), সে সকল দেশে নারীরা তাঁদের অধিকার লাভ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।'

'অমি বেথুন কলেজে পড়বার সময় 'নারী-প্রগতি সমিতি' নাম দিয়ে একটি সমিতি গঠন করেছিলুম, অনেকগুলি মেয়ে তার মেম্বর হয়েছিল, আমরা কিছু কিছু কাজও আরম্ভ করেছিলুম।'

'আপনার এই সব চেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। নারী জাতির উন্নতিসাধন আমার জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য, তা এ-স্থল থেকে কতকটা বুঝতে পারছেন। আমি আপনাকে এ-বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য ক'রব।'

'কিন্তু এখানে তার ফীলড্ (ক্ষেত্র ) কোথায় ? এ-বিষয়ে রাণী-সাহেবার মত কি ? তাঁর কোন সাহায্য পাব কি ?'

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—'সে অঞ্চলে এখনও আলোক প্রবেশ করে নাই।—They are on the other side of the globe.

( তারা পৃথিবীর বিপরীত পাশে )। আপনি একদিন গিয়ে আলাপ ক'রলে বুঝতে পারবেন। যাবেন? আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেব। খোলা গাড়ীতে যেতে আপনার আপত্তি নেই ত?'

'না, তাতে আর আপত্তি কি?'

'আপনি এখানে এসে বোধ হয় এই ঘরেই আটক রয়েছেন, রাস্তায় বেড়াতে পারেন না। কার সঙ্গেই বা বেড়াবেন? কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা একটু খোলা বাতাসে বেড়ান ভাল। বলেন ত আমার গাড়ী পাঠিয়ে দেব।'

'আপনার অসুবিধা না হ'লে মধ্যে মধ্যে পাঠাতে পারেন।'

'আপনার অনুমতি হ'লে আমি নিজেও আপনাকে বেড়িয়ে আনতে পারি। আচ্ছা, আজ তবে এখন উঠি।'

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি আমার করস্পর্শ করিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন বেলা আটটার সময় একটি লোক আসিয়া বলিল, রাজাসাহেব আমার রাজবাড়ী যাওয়ার জন্য গাড়ী পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তখন পণ্ডিত মহাশয়ের আসিবার সময়, আমি কি করিয়া রাজবাড়ী যাইব? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম এবং একখানা ভাল শাড়ী ও সিল্কের ব্লাউস্ পরিয়া ও একখানা শাল গায়ে দিয়া বোর্ডিঙের একটি মেয়েকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। আমরা রাজ-বাড়ীর প্রকাণ্ড

ফটকের মধ্য দিয়া বাহিরের প্রাঙ্গণে পৌছিলে গাড়ী থামিল। তখন রাজাসাহেব স্বয়ং আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে গাড়ী হইতে নামাইলেন এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। একটার পর একটা এইরূপে তিনটা মহল পার হইয়া আমরা চলিলাম। প্রথম মহলে ঠাকুর-বাড়ী ও ফুলবাগান, দ্বিতীয় মহলে রাজার বৈঠকখানা ও কাছারি-ঘর, তৃতীয় মহলে সদর বাড়ী, তাহার পরে অন্তঃপুর। রাজার বৈঠক-খানা হালফ্যাসানে তৈয়ারি। এতদ্ভিন্ন আর সমস্ত ঘরই প্রাচীন কালের প্রস্তুত। তবে রাজা যে অট্টালিকায় শয়নাদি করেন, তাহার দরজা-জানলাগুলি বড় বড়, দেওয়ালে রঙ-করা ও তাহা ইংরেজী কায়দায় আসবাবপত্র দ্বারা সুসজ্জিত।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি বড় ঘরে গালিচা পাতা, তাহার একপাশে পালঙ্ক, তাহাও পুরু গালিচামণ্ডিত। সেই ঘরে একটি সুন্দরী রমণী একখানা সোফায় চুল খুলিয়া বসিয়া আছেন, একজন পরিচারিকা সুবর্ণমণ্ডিত হস্তিদন্তের চিরুণী দিয়া তাঁহার চুল আঁচড়াইতেছে, সুদীর্ঘ কেশকলাপ পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া পড়িয়াছে, আর একটি পরিচারিকা তাঁহার পাশে রূপার পিকদানী হাতে দাঁড়াইয়া আছে। বলা বাহুল্য, ইনিই রাণী-সাহেবা। রাজা-সাহেব আমাকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাণী-সাহেবাকে আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—'ইনি তোমার সঙ্গে

আলাপ ক'রতে এসেছেন। তোমরা দুই জনে আলাপ কর, আমি আসি।' রাণী-সাহেবা আমার প্রতি সস্মিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমি তাঁহার সম্মুখের একখানা কৌচে বসিলাম, আমার সঙ্গের মেয়েটি মেঝের গালিচার উপর বসিল।

রাণী-সাহেবা সুভদ্রা দেয়ী মধ্যভারতের নয়াগড়ের রাজার কন্যা (আমি পরে জানিয়াছিলাম), তাঁহার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, সর্ব্বশরীর জরির পোষাক ও বিবিধ অলঙ্কারে ঝলমল করিতেছে। তিনি বিলাত-ফেরত স্বামী পাইয়াও রাজপরিবারের বনিয়াদি চাল-চলন ছাড়েন নাই। তবে কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছেন, আমার সঙ্গে হিন্দী-মিশ্রিত বাঙ্গলাতে কথা বলিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই-একটা ইংরেজী শব্দও ব্যবহার করিলেন। ঘরের বাহির না হইলেও তিনি বহির্জ্জগতের সংবাদ রাখেন। যেরূপ ভাবে আলাপ করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বুদ্ধিমতী বলিয়াই বোধ হইল।

রাণী-সাহেবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি এখানে এসে কেমন আছেন ? কোন তকলিপ্ হয় নি ত ?'

আমি বলিলাম,—'আমি ভালই আছি। আপনাদের কৃপায় আমার কোন অসুবিধা নেই।'

'শুনলাম আপনি থোড়া দিনের মধ্যে স্কুলের আচ্ছি তৌরসে

আমাদের দেশে রাণী অহল্যা বাঈ, রাণী দুর্গাবতী, আরও কত ঔরৎ রাজ্য শাসন পর্য্যন্ত করেছেন।'

আমি ইঁহার সঙ্গে আর অধিক বাক্যব্যয় করা উচিত মনে করিলাম না। আমি বলিলাম,—'আমি আপনার মত শুনে খুব খুশী হলুম। আমাকে আবার সাড়ে দশটার সময় স্কুলে যেতে হবে। আজ বিদায় হই—আর একদিন আসব।'

'আলবৎ আসবেন। আপনার আজ কোন খাতির করা হ'লো না। ওলো লছমী, পান আতর লিয়ে আয়।'

এই বলিতে একজন পরিচারিকা সোনার বাটায় করিয়া কয়েকটা পান ও সোনার আতরদানিতে করিয়া আতর আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিল। আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। পরে একজন পরিচারিকা আমাদিগকে সদর দরজা পর্য্যন্ত লইয়া গেল। সেখানে গাড়ী প্রস্তুত ছিল। আমরা সেই গাড়ীতে চড়িয়া বোর্ডিংঙে আসিলাম।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন চাপরাসি আসিয়া বলিল,—'মেম্ সাহেব, রাজাসাহেব গাড়ী লিয়ে এসেছেন, আপনি আসুন।'

আমি পূর্ব্বদিনের কথা স্মরণ করিয়া তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইলাম এবং রাস্তায় গাড়ীতে রাজাসাহেবকে দেখিতে পাইলাম। তিনি হাত ধরিয়া সেই খোলা ফিটন গাড়ীতে আমাকে উঠাইলেন এবং তাঁহার পাশে বসাইলেন।

আমি তাঁহার পাশে না বসিয়া সম্মুখের সীটে বসিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

তখন সোনালী রং মাখিয়া নীল পাহাড়ের গায় সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। আমরা লাল মাটির পাকা সড়কের উপর দিয়া বিচিত্র পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। অগ্রহায়ণ মাস,—পথের উভয় পার্শ্বের মাঠে হৈমন্তিক ধান্য পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চলে সোনালী রঙের কারুকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গাড়ী চলিতে লাগিল, রাজাসাহেব আমার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন,—'আপনি বুঝি আর কখনও এদিকে আসেন নি?'

আমি বলিলাম—'না, তবে দূর থেকে এই সুন্দর দৃশ্য উপভোগ ক'রে থাকি।'

'কেবল সুন্দর দৃশ্য নয়, সকল সুন্দর বস্তুই মানুষের উপভোগ্য। কবি বলেছেন, A thing of beauty is a joy for ever' (একটি সুন্দর বস্তু চিরদিনের জন্য আনন্দ দান করে)। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য দেখিবার উপযুক্ত কাল্‌চার (কৃষ্টি) কয়জনের আছে? আচ্ছা, ভাল কথা, আপনি রাণী-সাহেবার সঙ্গে আলাপ করলেন, তাঁকে কেমন বোধ হ'ল?'

'তিনি বেশ বুদ্ধিমতী, অনেক বিষয়ের খবর রাখেন, আবার চিন্তাও করেন। তবে বড় ওলডফ্যাশনও (সেকেলে)।'

রাজাসাহেব হাসিয়া বলিলেন,—'আপনি ঠিক ধরেছেন। আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও তাঁকে কিছুতেই শোধরাতে পারলাম না। এন্‌লাইটেণ্ড্‌ সার্কলে (ইংরেজীশিক্ষিত সমাজে) তাঁকে নিয়ে মুভ (চলাফেরা) ক'রতে পারি না, এইটে আমার মস্ত আপশোষ।'

আমি বলিলাম,—'তিনি ঘরের বাইরে এসে দেখে শুনে অনেক উন্নতি লাভ ক'রতে পারেন।'

'সেই ত মুস্কিল। অন্তঃপুরের চৌকাঠ পার হ'লে তাঁর নাকি জাত যাবে। আবার দেশের লোকগুলোও এমন অসভ্য, তারা হৈ-চৈ আরম্ভ ক'রে দেবে।'

'আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি, এবার ফিরলে ভাল হয়।'

'মোটেই ত তিন মাইল। আচ্ছা, সেই ভাল, আপনার ঠাণ্ডা লাগতে পারে।'

এই বলিয়া তিনি গাড়ী ফিরাইতে কোচম্যানকে আদেশ করিলেন। এইরূপে আমি সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

আমি বোর্ডিঙে ফিরিয়া আসিলে নিস্তারিণী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলাম, 'দিদি, এ-সময়ে কি মনে ক'রে এসেছেন?'

আমি তাঁহাকে এখন দিদি বলিয়া ডাকি।

তিনি বলিলেন,—'আমি আপনাকে ছোট বোনের মত দেখি, একটা কথা বল্‌তে এসেছি, কিছু মনে ক'রবেন না।'

আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—'কি কথা? বলবেন, স্বচ্ছন্দে বলুন।'

তিনি আমার সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া চুপে চুপে বলিলেন,—'আপনি যে আজ রাজাসাহেবের সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, এ কাজটা ভাল করেন নি।'

আমি একটু রুষ্ট হইয়া বলিলাম,—'দিদি, আপনিও কি এটা দোষের কাজ মনে করেন ? পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েরা অবশ্য এটা নিন্দার বিষয় বলতে পারে, কিন্তু আপনার ন্যায় সুশিক্ষিতা মহিলাও কি তাই বলবেন ?'

তিনি বলিলেন,—'বাইরে বেড়ানো দোষের কাজ নয়, গাড়ীতে হাওয়া খাওয়াতেও দোষ নেই ; কিন্তু আপনি যে লোকের সঙ্গে গাড়ীতে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে একলা গাড়ীতে বেড়ানোটাই নিন্দার বিষয়। এই নিয়ে নানা জনে নানা কথা বলবে, এই আমার ভয়।'

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম,—'আমার কিন্তু কোন ভয় নেই, আমি সে-সকল কুলোকের মতামতও গ্রাহ্য করিনে। যারা নিজেরা কুচরিত্র, তারাই অন্যকে সন্দেহ করে, এবং নানা রকম গল্প রচনা করে।'

তিনি বলিলেন,—'কিন্তু বোন, একবার ভেবে দেখুন, আমাদের স্ত্রীলোকের অতি সামান্য কারণেই দুর্নাম রটে ; সেটা কি রটতে দেওয়া ভাল ?'

আমি রুষ্ট হইয়া বলিলাম,—'মেয়েদের বেলায়ই যত দোষ, আর পুরুষের সাত খুন মাপ। এই যে সমাজের অত্যাচার, আমি এর বিরুদ্ধে লড়তে চাই। আমি নিজের আচরণ দ্বারা দেখাব যে, এই অন্যায়, অবিচারকে ডিফাই ( অগ্রাহ্য ) করবার মত মনের বল আমার আছে।'

নিস্তারিণী দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—'আমি আপনাকে সাবধান করা উচিত মনে ক'রে এত কথা বললাম। এখন আপনি যা' ভাল বোঝেন, তাই ক'রবেন।'

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে পণ্ডিত মহাশয় আমাকে যথাসময়ে পড়াইতে আসিলেন। তিনি উপবেশন করিয়া বলিলেন,—'মা কাল আমি এসে শুন্‌লাম, তুমি রাজবাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলে।'

আমি বলিলাম,—'আজ্ঞে হাঁ, রাজাসাহেব গাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন, আমি রাণীর সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলুম।'

'আবার বৈকালেও শুন্‌লাম রাজাসাহেবের সঙ্গে গাড়ীতে হাওয়া খেতে গিয়েছিলে?'

'হাঁ, তিনি নিজে গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন, তাই গিয়েছিলুম।'

'মা, কাজটা ভাল হয়নি। তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, তোমার এতটা স্বাধীনভাবে পরপুরুষের সঙ্গে চলাফেরা করা আমাদের চোখে কেমন লাগে, তাই বললাম।'

আমি দুঃখিত হইয়া বলিলাম,—'পণ্ডিত মশায়, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমার হিতৈষী, আপনি অবশ্য আমার ভালোর জন্যই এসব কথা বলছেন। কিন্তু আমার অবস্থাটাও একবার ভেবে দেখুন। রাজাসাহেব এখানকার অধিপতি, তিনি নানা প্রকারে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করছেন, তিনি নিজে এসে আমাকে এতটা খাতির করলেন, সেটা প্রত্যাখ্যান করা কি অভদ্রতা হ'ত না? আর তিনি উচ্চশিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে মেলামেশাতে দোষ কি?'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—'মা, তুমি বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা বট, তুমি এ-কথাটা একবার ভেবে দেখ দেখি, এখানে নিস্তারিণীও ত অনেকদিন আছেন, রাজাসাহেব একদিনের তরেও ত তাঁকে এত খাতির করেন নি, আর তোমাকেই বা এত খাতির করছেন কেন? তোমার সংসারের অভিজ্ঞতা কম, লোকচরিত্র এখনও বুঝতে শেখনি। এইসব কারণেই ত শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা খর্ব্ব করেছেন। সেটা তাদের প্রতি অসূয়াপরবশ হ'য়ে নয়, তাদের নিজের মঙ্গলের জন্যে। বোধ হয় এ-সব কথা তোমার ভাল লাগছে না। যাক, এখন তোমার পড়া আরম্ভ কর।'

এই বলিয়া তিনি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিকই তাঁহার কথাগুলি আমার বিরক্তি উৎপাদন করিতেছিল। স্ত্রীলোককে এতটা অবিশ্বাস! এই সকল গোঁড়া লোকের মন বড়ই সংকীর্ণ।

## সন্ধি

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা রাজাসাহেব আবার গাড়ী লইয়া হাজির হইলেন। আজ আমার মন ভাল ছিল না, বেড়াইতে যাইব কি না ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। অবশেষে নিস্তারিণীর সঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া অশিক্ষিত অনুদার লোক-দিগের মত ডিফাই ( অগ্রাহ্য ) করিবার মতলবে সাজসজ্জা করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। আজ রাজাসাহেব আমাকে সম্মুখের সীটে বসিতে না দিয়া তাঁহার পাশেই বসাইলেন এবং আমিও জিদ করিয়া সেখানেই বসিলাম, তবে অবশ্য যতদূর সম্ভব ব্যবধান রাখিলাম। তিনি গাড়ীতে বসিয়া নানা কথা বলিলেন, অধিকাংশই তাঁহার বিলাতের অভিজ্ঞতা। আমি কেবল থাকিয়া থাকিয়া 'হুঁ' দিতে লাগিলাম। আমরা যখন বেড়াইয়া ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার বসিবার ঘরে আলো দেওয়া হইয়াছে। তিনি গাড়ী হইতে আমার সঙ্গে নামিয়া আসিলেন, এবং আমার বসিবার ঘরে আসিয়া একখানা ঈজীচেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি প্রথম দিন আসিয়াই আমার শুইবার ও বসিবার ঘর আসবাবপত্রে ভরিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ঈজীচেয়ারে বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন,—'আপনার এ ঘরটি ছোট হ'লেও চমৎকার। আই লাইক সাচ এ কোজি লিটল্ কর্ণার ( আমি এই রকম একটি ছোট আরামদায়ক কোণ ভালবাসি )। আপনি সামনের ঐ চৌকীটায় বসুন। এ-সময় এক পেয়ালা চা হ'লে বড় ভাল হ'ত।'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'সে আর বেশী কথা কি? আমি দশ মিনিটের মধ্যে আনিয়ে দিচ্ছি।'

তিনি বলিলেন,—'না—না—আপনি যাবেন না, আপনার ঠাকুরকে বলুন, সেই নিয়ে আসবে।'

আমি ঠাকুরকে জল গরম করিতে বলিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিলাম। রাজাসাহেব বলিলেন,—'সে-দিন আপনার হাতের তৈয়েরি চা অতি সুন্দর হয়েছিল। আমি সে লোভ সম্বরণ ক'রতে পারছি নে।'

আমি কোন কথা না বলিয়া একটু হাসিলাম। কিন্তু তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত আগমন আমার আদৌ ভাল লাগিল না। তবে বাধ্য হইয়া আমাকে তাহা সহ্য করিয়া যথারীতি অতিথি-সৎকার করিতে হইল। ঠাকুর কেটলিতে করিয়া জল গরম করিয়া আনিল, আমি চা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সামনে টিপাইয়ের উপর দিলাম। তিনি চা খাইতে খাইতে নানা গল্প আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার কথোপকথনে যোগ দিতে পারিতেছিলাম না, আমার মনের ভাব—তিনি উঠিলেই আমি বাঁচি। চা খাওয়া শেষ হইলে তিনি বলিলেন,—'আমার বোধ হচ্ছে আজ আপনি টায়ার্ড (ক্লান্ত) হয়েছেন। আজ তবে আমি এখন আসি। গুড্ নাইট্।'—এই বলিয়া তিনি ছড়ি হাতে করিয়া বাহির হইলেন।

তাহার কিছুক্ষণ পরে নিস্তারিণী আসিলেন। তাঁহাকে এ-সময়

দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম না; তিনি আসিয়া বলিলেন,—'আমি আর একবার এসেছিলাম, এসে দেখি রাজাসাহেব আছেন। আপনি এখানে একলা থাকেন, তা জেনে-শুনেও রাজাসাহেবের রাত্রে এখানে আসা কি ভাল? লোকে বলবে কি?'

তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম,—'দিদি, আজও আপনার সেই কথা? আমি কি অন্যায় কাজ করেছি, যে, লোকে আমার নিন্দা ক'রবে? একজন ভদ্রলোক আমার বাসায় এসেছিলেন, আমি কি ক'রে তাঁকে নিষেধ ক'রতে পারি? আপনি কি পারতেন?'

তিনি বলিলেন,—'ভাই, রাগ ক'রবেন না। আপনার কোন দোষ নেই আমি জানি। কিন্তু রাজাসাহেবের এভাবে আসা একেবারেই উচিত হয় নি। তিনি কি সমাজের নিয়ম-কানুন জানেন না? আমাদের স্ত্রীলোকদের দোষ যে পদে পদে!'

আমি বলিলাম,—'আর পুরুষের বেলায় কোন দোষ নেই। সমাজের এই একচোখো বিচার, এই পক্ষপাতসূচক আইনকানুন আমি ভাঙতে চাই। আর এখানে আমার সমাজ কোথায়? আমি এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন।'

তিনি বলিলেন,—'সেই জন্যই আপনার আরও সাবধান হ'য়ে চলা উচিত। আজ যা হ'য়েছে হ'য়েছে, আর আপনি রাজা-সাহেবকে সন্ধ্যার পর এখানে আসতে উৎসাহ দেবেন না।'

আমি বলিলাম,—'উৎসাহ আজও আমি দিই নি, তবে ভদ্রলোক ইচ্ছা ক'রে ঘরে এসে ব'সে পড়লেন, আমি কি ক'রে বারণ করি? তাঁকে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেওয়া কি সম্ভব? একটা রুল অব্ এটিকেট (ভদ্রতার নিয়ম) আছে ত?'

তিনি আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমার মন নিতান্ত তিক্ত হইয়া পড়িল। আমার আর কিছু ভাল লাগিল না। আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আমি বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, রাজার সঙ্গে গাড়ীতে বেড়ান ও এখানে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য আমাকে সকলে নিন্দা করিতেছে। আমার আচরণ কি যথার্থই নিন্দার উপযুক্ত? রাজা ত এ-পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে কোন অভদ্র ব্যবহার করেন নাই, তিনি আমার সম্মান রক্ষা করিয়াই চলিতেছেন। তবে অন্যে ইহা বুঝিবে কি? রাজা পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তিনি একজন কাল্‌চার্ড (সুশিক্ষিত) লোক, তিনি পাশ্চাত্য দেশে অনেক নারীর সঙ্গে মিশিয়াছেন, সেজন্য নারীর সম্মান রক্ষা করিয়া কিরূপে চলিতে হয় তাহা বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু তিনি আমার প্রতি যতটা আগ্রহ দেখাইতেছেন, তাহা কি উচিত? তাঁহার ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির পক্ষে ইহা কি স্বাভাবিক? আমি কিন্তু তাঁহার সদয় ব্যবহারে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহার কাছে এতটা ধরা

দেওয়া কি আমার পক্ষে সঙ্গত হইতেছে? তিনি আমার প্রতি যেন আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথম দর্শনেই আমার রূপে যেন মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার তখনকার সেই চোখের দৃষ্টিটা এখনও আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। ইহা কি লালসার দৃষ্টি, না সৌন্দর্য্যের প্রতি একজন রূপদক্ষের য়্যাপ্রিসিয়েশন্ ও য়্যাড-মিরেশ্যন (সৌন্দর্য্যানুভূতি ও তাহার প্রকাশ)? তাঁহার কথাবার্ত্তা ত বেশ সুসংযত, তাহাতে লালসার কোন চিহ্ন নাই। সুতরাং আমার ভয়ের কারণ কি? এ-কথা ঠিক, তিনি আমার সঙ্গ পছন্দ করেন—শঙ্করও ত আমার সঙ্গসুখ উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। রাজাসাহেবও কি সেইরূপ? তা আমার বোধ হয় না। তাঁহার স্ত্রী সুশিক্ষিতা নহেন, তাঁহার ন্যায় এন্‌লাইটেণ্ড (উচ্চশিক্ষিত) স্বামীর অনুপযুক্ত। সেই জন্য তিনি এন্‌লাইটেণ্ড স্ত্রীলোক খোঁজেন। কিন্তু তাঁহাকে আমার সঙ্গে মিশিতে দেওয়া আমার পক্ষে ভাল কি মন্দ? আমি জীবনের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি, সেই হিসাবে ভাল না মন্দ? আমি সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব কি? আমার অভিজ্ঞতা যতই বাড়িতেছে, ততই আদর্শ হইতে আমি যেন অল্পে অল্পে সরিয়া যাইতেছি। বিবাহ সম্বন্ধে কিশোরের সঙ্গে আমার যে তর্ক হইয়াছিল, তাহার সেই কাটা-কাটা কথাগুলো এখনও আমার মনে খোঁচা দেয়। তারপর পণ্ডিত-মহাশয় বিবাহ সম্বন্ধে লেক্‌চার দিয়াছিলেন, তাহার

ঝাঁজ এখনও আমার মনে আছে। কিশোর এখন কোথায় আছে কি করিতেছে, কে জানে? কিশোর কিন্তু আমাকে যথার্থই ভালবাসে। কিশোর চোখের জল লুকাইতে লুকাইতে আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিল, সে-সময় আমার চোখেও জল আসিয়াছিল। আমার মনে কি তবে তাহার ভালবাসার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে? কিশোরের আন্তরিকতা কিন্তু আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। কিশোর একটি খাঁটি সোনার মানুষ। কিন্তু এ-সব কথা আমি ভাবিতেছি কেন? আমার কি তবে আদর্শ ত্যাগ করিয়া বিবাহ করার ইচ্ছা হইতেছে? আমার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি বিবাহ করা চলে না? আমি কি তবে চিরদিন আমার আদর্শের জন্য কঠোর তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিব? নিস্তারিণী তাঁহার স্বামীর সঙ্গে কিরূপ সুখের সংসার বাঁধিয়াছিলেন! তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ প্রেম জন্মিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেই প্রেম স্মরণ করিয়া এখনও তিনি চোখের জল ফেলেন। শুনিয়াছি এই প্রেমের দ্বারাই যথার্থ নারীত্বের বিকাশ হয়। আবার রাণীর কথায় সেদিন বুঝিলাম, মা হইবার জন্য তাঁহার হৃদয় হাহাকার করিতেছে। এই মাতৃত্ব নাকি নারীর একটা আকাঙ্ক্ষার বস্তু। যে নারীর সন্তান হয় নাই, তাহার জীবন যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আর যাহাদের বিবাহ হয় নাই, তাহাদের জীবনে প্রেমের সরসতা থাকে না, আবার মাতৃত্বের কোমলতাও জন্মে না। তাহাদের জীবন যেন শুষ্ক মরুভূমি।

কিশোর বলিয়াছিল, আমার মন মতবাদের কণ্টক দ্বারা আবৃত, সেজন্য প্রেমের ফুল ফুটিতে পারিতেছে না। ফুলের কুঁড়ি হয়েছে কি?—কিন্তু আমি যে-সকল মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নারী-প্রগতির জন্য একান্ত আবশ্যক। আমি কি তবে নারী-প্রগতির সার্থকতার জন্য আমার নারীজীবন বিফল করিব? কলিকাতায় নারী-প্রগতি সমিতি আমরা যাহা করিয়াছিলাম, তাহার অবস্থা শোচনীয়, অরুণা বলিয়াছিল। ইহার মধ্যেই অনেক মেম্বর খসিয়া পড়িয়াছে। আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য দ্বারা নারী-প্রগতি কতটা অগ্রসর হইবে?—এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৯

রাত্রি প্রভাত হইলে, পণ্ডিত মহাশয় যথাসময়ে পড়াইতে আসিলেন। তাঁহার মুখ ভার-ভার বোধ হইল। অন্য কোন কথা না বলিয়া তিনি বই হাতে লইয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং এক ঘণ্টা পড়াইয়া বলিলেন, 'মা, আমার আর তোমাকে পড়ান সুবিধা হবেক না। আমি কাল থেকে আর আসব না। কিন্তু একটা কথা বলে যাচ্ছি—ভবভূতি বলেছেন,—

যথা স্ত্রীণাং তথা রাজ্ঞাং সাধুত্বে দুর্জ্জনোজনঃ।—

যেমন স্ত্রীলোকদিগের তেমনই রাজাদিগের চরিত্রের সাধুতায় লোকে সহজেই দুর্নাম রটনা করে।

এখানে স্ত্রী ও রাজা দুই-ই একত্র মিলিত, কাজেই দুর্জ্জন লোকেরও নানা কথা বলবার খুব সুবিধা হয়েছে। আমি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত মানুষ, আমার তফাৎ থাকাই ভাল।'

এই বলিয়া আমাকে কোন কথা বলার অবসর না দিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। আমারও মনে রাগ ও অভিমান হইল, আমি কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

অন্য দিনের মত সেদিনও সন্ধ্যাবেলায় রাজাসাহেব গাড়ী লইয়া আসিলেন এবং আমাকে খবর দিলেন। আমার শরীর অসুস্থ বলিয়া আমি আর সেদিন বাহির হইলাম না। বাস্তবিক সেদিন আমার শরীর না হউক মন বড়ই খারাপ হইয়াছিল। কিন্তু আমি বাহির না হইলে কি হয়, রাজা নিজেই গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলেন এবং আমার বসিবার ঘরে বসিলেন। আমাকে বাধ্য হইয়া সেখানে আসিতে হইল। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—'আজ আপনার হয়েছে কি?'

আমি বলিলাম,—'শরীরটা বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।'

'এক কাপ চা খান, শরীর ভাল বোধ হবে'খন।'—এই বলিয়া তিনি তাঁহার খানসামাকে ডাকিলেন, সে চায়ের দ্রব্যাদি লইয়া হাজির হইল। আমি এবার বুঝিলাম আমি ছাড়িতে চাহিলেও 'কমলী ছোড়্‌তা নেহি।' আমি অগত্যা ঠাকুরকে

চায়ের জল গরম করিয়া আনিতে বলিলাম। তখন রাজাসাহেব আমার কৌতুক উৎপাদন করিবার জন্য দেশ-বিদেশের নানা গল্প জুড়িয়া দিলেন, কিন্তু তাহা শুনিবার মত ধৈর্য্য আমার ছিল না। আমি কেবল 'হাঁ,' 'হুঁ,' দিয়া সারিলাম। চায়ের জল আসিলে আমি চা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে এক কাপ দিলাম ও আমি এক কাপ খাইলাম। আমার ভাব বুঝিয়া রাজাসাহেব আজ আর বেশীক্ষণ না বসিয়া 'গুড্ নাইট্' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নিস্তারিণী আজ আসিলেন না। বোধ হয় পণ্ডিত মহাশয়ের মত তিনিও আমাকে বয়কট করিলেন। ভাগ্যিস্ আমি এখানে কোন সমাজের ধার ধারি না, নচেৎ সকলে আমাকে একঘরে করিত। ভবানীপুর স্কুলের সেই হেডমিষ্ট্রেস্ আমাকে যেরূপ কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, যদি নিস্তারিণীর সে ক্ষমতা থাকিত, তবে তিনিও নিশ্চয়ই আমাকে বরখাস্ত করিতেন। কিন্তু আমি ত মনে মনে জানি আমি তখনও যেরূপ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ছিলাম, এখনও সেইরূপ আছি।

ইহার পরের দিন যথার্থ একটা ক্রাইসিস (সঙ্কট) আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহার দ্বারা আমার জীবনের গতি সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইল।

রাজাসাহেব গাড়ী লইয়া আসিবেন সেই ভয়ে আমি বৈকালে

পাঁচটার সময় বোর্ডিঙের মেয়েদের লইয়া বড় রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধারণা ছিল, আমাকে বাসায় না পাইয়া রাজাসাহেব নিজেই বেড়াইতে যাইবেন এবং সেদিনের মত আমাকে তাঁহার সঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। আমি মেয়েদের লইয়া রাস্তায় প্রায় এক মাইল বেড়াইয়া সন্ধ্যার সময় বোর্ডিঙে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ও হরি! কমলী ছোড়্‌তা নেহি—আমি আসিয়া দেখি, রাজাসাহেব আসিয়া আমার বসিবার ঘরে হাত-পা ছড়াইয়া ঈজীচেয়ারে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—'ও, ইউ লুক্ সিম্প্লী চার্মিং ইন্ দিস পিঙ্ক শাড়ী এণ্ড ব্লাউস্' (এই ফিকা লাল রঙের শাড়ী ও ব্লাউসে আপনাকে চমৎকার দেখাইতেছে)। আমি আপনার ঘরে আজ অনধিকার প্রবেশ করেছি, আর আগেই ঠাকুরকে চা তৈরির বন্দোবস্ত ক'রতে অর্ডার দিয়েছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না, এদিকে এগিয়ে বসুন।'

আমি কোন কথা না বলিয়া দূরে একটা চৌকীতে বসিলাম। তিনি আবার বলিলেন,—'কতদূর গিয়েছিলেন? মধ্যে মধ্যে মেয়েদের নিয়ে রাস্তায় বেড়ানো মন্দ নয়, এতে তাদেরও ওপন এয়ার এক্সারসাইজ (খোলা বাতাসে অঙ্গ-চালনা) হয়।'

এই সময় ঠাকুর কেট্‌লিতে গরম জল আনিল,—চায়ের অন্যান্য সরঞ্জাম রাজাসাহেবই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি

চা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলাম, তিনি চা খাইতে খাইতে নানা কথা বলিলেন। কিন্তু আমি দুই-একটা 'হাঁ' 'হুঁ' ছাড়া আর কিছুই বলিলাম না।

চা খাওয়া শেষ করিয়া রাজাসাহেব আমাকে বলিলেন,—'আপনি এদিকে স'রে আসুন, আমি আপনার জন্যে এই ব্রেস্‌লেট জোড়া এনেছি, আসুন আপনার সুন্দর হাতে পরিয়ে দিই।'—এই বলিয়া তিনি পকেটের মধ্য হইতে এক জোড়া হীরা-মুক্তা-খচিত ব্রেস্‌লেট বাহির করিলেন।

এই কথা শুনিয়া আমার শরীর রাগে জ্বলিয়া উঠিল, আমি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম,—'আপনি কি বলছেন, রাজাসাহেব? আমি আপনার কাছে ব্রেস্‌লেট উপহার নেব? আমাকে আপনি কি মনে করেন?'

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—'You see, Miss Chatterjee, there is nothing offensive or objectionable in this simple offer. You know, it is woman's right to be treated with respect by man. And it is beauty's right to extort admiration and homage from man. I make you this present in token of my admiration.'—(আপনি দেখুন, মিস্ চ্যাটার্জ্জি, এই সামান্য উপহার দানের প্রস্তাবে কোন আপত্তি বা দোষের কথা কিছু নেই। আপনি

জানেন, প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পুরুষের নিকট সম্ভ্রম পাওয়ার অধিকার আছে। আর সেই স্ত্রীলোক যদি সুন্দরী হন, তবে তাঁর পুরুষের নিকট প্রশংসা ও পূজা আদায় করবার যথেষ্ট অধিকার আছে। আমি এই জিনিষটি আমার সেই পূজার অর্ঘ্য স্বরূপ দিচ্ছি।) আমি বিলেতে কত সুন্দরী রমণীকে এরূপ উপহার দিয়ে তাঁদের ধন্যবাদ লাভ করেছি।'

আমি বলিলাম,—'বিলেতের কথা ছেড়ে দিন। সে-দেশের আচার-ব্যবহার ভিন্ন রকম। তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না।'

রাজা বলিলেন,—'Certainly. While in London, I spent five thousand rupees for a—for a mere kiss'. (আমি লণ্ডনে থাকবার সময় কেবল একটি চুম্বন লাভের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলাম)।

রাজার এই কথা শুনিয়া আমি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলাম,—'রাজাসাহেব, নিশ্চয়ই আজ আপনার মাথার ঠিক নেই। এরূপ অশ্লীল কথা আপনার মুখ দিয়ে বেরুবে জানলে, আমি আপনাকে এখানে ঢুকতে দিতুম না। আপনি বিলেতে যা-ই ক'রে থাকুন, আমার এখানে আপনার সুসংযত হ'য়ে কথা বলা উচিত। আপনার মতলব নিতান্ত খারাপ দেখছি। আপনি আর আমাকে বিরক্ত ক'রতে আসবেন না—আপনি এখনি আপনার ব্রেস্‌লেট নিয়ে প্রস্থান করুন।'

রাজা সপ্রতিভভাবে বলিলেন,—'আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন মিস্ চ্যাটার্জ্জি! আমি বিলেতে যা-ই ক'রে থাকি, আপনার এখানে আমি সেরূপ কিছু ক'রতে ইচ্ছা করি নে, এবং আপনার নিকট সেরূপ কিছু প্রত্যাশাও করি নে। সত্য কথা বলতে কি, আমি আপনাকে ভালবাসি। আমি আপনাকে বিয়ে ক'রতে চাই। আপনি জানেন, আমার স্ত্রীর সন্তান হয় নি, সেজন্য আমার আর একটি বিয়ে করা দরকার। আমার স্ত্রীর তাতে অমত নেই, আমাদের রাজাদের মধ্যে বহুবিবাহ দোষের নয়। আমি আপনাকে আমার প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ এই ব্রেস্‌লেট উপহার দিচ্ছি। আপনি অনুগ্রহ ক'রে এটা গ্রহণ ক'রে আমাকে কৃতার্থ করুন।'

এই বলিয়া রাজা আমার হাতে সেই ব্রেসলেট পরাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দূরে সরিয়া গিয়া বলিলাম,—'আমি আপনার এই প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান ক'রছি। আপনি বিয়ে ক'রতে হয় আর কাহাকেও বিয়ে করুন। আপনি আমার আশা ত্যাগ করুন। আপনি বাড়াবাড়ি ক'রলে আজই আমি এখান থেকে চ'লে যাব।'

রাজাসাহেব তখন দমিয়া গিয়া আবার বসিলেন, এবং বলিলেন,—'আপনি আমার প্রস্তাবটি হঠাৎ এভাবে উড়িয়ে দেবেন না মিস্ চ্যাটার্জ্জি! একবার ধীরচিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখুন। আমার মত একজন রাজার রাণী হওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। আপনি

কি অবস্থার লোক একবার ভেবে দেখুন। আমি আপনাকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমার মাথার মুকুট ক'রে রাখতে যাচ্ছি। আপনি ব্রাহ্মণের মেয়ে তা জানি, কিন্তু আমি বিলাত-ফেরত, আমি জাত মানি নে; আপনি উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন, আপনারও মানা উচিত নয়। আমি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি, সেই জন্যই আপনাকে মাথায় তুলে রাখতে চাই। আমি আপনাকে কোন জোরজুলুম করছি না, আপনি আমাকে তত নীচপ্রকৃতি মনে ক'রবেন না।'

এই আপদকে শীঘ্র দূর করিবার জন্য আমি শান্তভাবে বলিলাম, 'দেখুন, রাজাসাহেব, আপনার রাণী হওয়া যে কত সৌভাগ্যের বিষয়, আমি কি তা বুঝি নে? কিন্তু আমার বড় ভাই আছেন, তিনিই আমার অভিভাবক। তাঁর অমতে আমি কোন কাজ ক'রতে পারি নে।'

রাজা উৎসাহিত হইয়া বলিলেন,—'Oh certainly—you **must consult your brother** (নিশ্চয়ই আপনি আপনার ভাইয়ের মত নেবেন)। আপনি তাঁকে টেলিগ্রাম করুন, বা সব কথা বুঝিয়ে চিঠি লিখুন। সাত দিনের মধ্যে তাঁর উত্তর নিশ্চয়ই পাবেন। এই সাত দিন পরে আমি আবার আসব। আমি এই ব্রেসলেট্ আর ফেরত নেব না। এটা আমি আপনাকে উপহার দিয়েছি, এটা আপনার কাছেই থাকুক। গুড্ নাইট্।'

এই বলিয়া সেই ব্রেসলেট্ জোড়া টেবিলের উপর রাখিয়া রাজাসাহেব প্রস্থান করিলেন। আমি এই আকস্মিক বিপৎপাতে একেবারে ভাঙিয়া পড়িলাম। আমি চৌকীতে বসিতে না পারিয়া সেই বসিবার ঘরেই মেঝের উপর শুইয়া পড়িলাম। আমি শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—হায় হায়, আমার আবার একি বিপদ উপস্থিত হ'ল! আমাকে এ বিপদ থেকে কে রক্ষা ক'রবে? আমি কা'র সঙ্গে এখান হ'তে পালিয়ে যাব? আমার আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা হ'বে না, দাদাকে টেলিগ্রাম ক'রলে নিশ্চয়ই সে আসবে। কিন্তু রাজা যদি আমাদিগকে যেতে না দেয়? মুখে ভদ্রভাব দেখালেও তার অন্তঃকরণে কি আছে, কে জানে? এতদিন সে যে-ভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছিল, তা'তে কে জানত, তার ভিতরে এত সব কুমতলব বাসা বেঁধে আছে? নিস্তারিণী আমাকে পূর্ব্ব হ'তে সতর্ক করেছিলেন। পণ্ডিত মশায়ও আমাকে যথার্থ কথাই বলেছিলেন। আমি তাঁদের হিতোপদেশে কর্ণপাত না ক'রে নিতান্ত অন্যায় কাজ ক'রেছি। কিশোর যথার্থই বলেছিল,—স্বামী-ই স্ত্রীলোকের রক্ষাকর্ত্তা, স্বামিগৃহই তার আশ্রয়স্থল। কিশোর আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর হ'য়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। আমি তা'কে প্রত্যাখ্যান ক'রে আমার মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করেছি। আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই ক'রতে হ'বে। আমার মনে অত্যন্ত দর্প হয়েছিল,

দর্পহারী ভগবান আমার সে-দর্প চূর্ণ না ক'রে ছাড়বেন না। আমি অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে এ-পর্য্যন্ত এক দিনও ভগবানের নাম করিনি। শুনেছি, তাঁকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। হে ভগবান, আমাকে উদ্ধার কর, আমার যে রক্ষাকর্ত্তা আর কেউ নেই।

আমি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। একবার অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলাম,—'কিশোর, তুমি কোথায়?' কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়াছিল জানি না। হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া দেখি, কে একজন আমার শিয়রে বসিয়া আছে। আমি তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম, আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এই মূর্ত্তি কি আমার মানসকল্পিত? আমি যাহার কথা ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ সে কিরূপে আমার শিয়রে আসিয়া বসিল!

আমাকে ভীতচকিত দেখিয়া সেই মূর্ত্তি কথা কহিল। সে বলিল,—'তুমি ভয় পেয়ো না, নীরু! আমি কিশোর।'

'কিশোর! কিশোর! তুমি কি ঈশ্বরের প্রেরিত দূত? তুমি আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'রতে এসেছ? এস, এস, আমার হারানো মাণিক, আমার প্রাণের সুহৃদ্ এস—আমি তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি, আর আমি তোমাকে দূরে ঠেলব না—'

আমি আবেগ ভরে এই বলিয়া কিশোরের কণ্ঠালিঙ্গন

করিলাম। কিশোর আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া আমাকে ঈজী-চেয়ারের উপর শোয়াইয়া দিল। আমি চক্ষু মুছিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম, তখনও যেন আমার স্বপ্নের ঘোর কাটে নাই। কিশোরও তাহার মনের আবেগ চাপিতে না পারিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল, বলিতে পারি না। অবশেষে কিশোর বলিল,—'আমি কলকাতায় এসে সুকুমারের কাছে শুনলাম তুমি এখানে আছ। তোমাকে না দেখে আমি ক'দিন থাকতে পারি? তাই আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছেছি। এখানকার হাই স্কুলের মাষ্টার যুগল বাবু আমার সহপাঠী বাল্যবন্ধু; তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। তিনি তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। শুনলাম এখানকার রাজা নাকি তোমাকে নাগপাশে বন্ধন করবার চেষ্টায় আছেন।'

আমি বলিলাম,—'তিনি ঠিকই বলেছেন। এখনই ত রাজাসাহেব আমাকে ঐ ব্রেসলেট উপহার দিয়ে তাঁর রাজরাণী করবার প্রস্তাব ক'রে গেলেন।'

কিশোর বলিল,—'তা'ত আমি নিজের কানেই শুনেছি। আমি আজ বৈকালে পাঁচটার সময় তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসে শুনলাম তুমি মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে গিয়েছ। আমি তোমার জন্য এই ঘরে ব'সে অপেক্ষা ক'রতে লাগলাম। পরে রাজাকে

আসতে দেখে আমি পাশের ঐ ঘরটার মধ্যে গেলাম এবং দরজা বন্ধ ক'রে খড়খড়ি খুলে কি হয় দেখবার জন্য চুপ ক'রে ব'সে ছিলাম। তোমার ঠাকুর আমাকে দেখেছিল, তাকে তোমার নিকট কিছু বলতে নিষেধ করেছিলাম। পরে তুমি বেড়িয়ে এলে, এবং রাজার সঙ্গে তোমার যে-সব কথাবার্ত্তা হয়েছে, আমি সব শুনেছি।'

আমি বলিলাম,—'কিন্তু এখানে আসবার আগে হয়ত আমার অনেক দুর্নাম শুনেছিলে?'

কিশোর বলিল,—'সেই সব কথা শুনেই ত আমার এরকম আড়ি পেতে থাকতে হচ্ছা হ'ল। কিন্তু যে যা বলুক, আমি সে-সব কিছু বিশ্বাস ক'রতে পারিনি। তবে একথা ঠিক, দুর্দ্দান্ত ক্ষমতাশালী লোকদের অসাধারণ ক্ষমতা আছে, যা'তে ক'রে তারা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে।'

আমি বলিলাম,—'আমিও ত সেই ভয়ে দাদার মত নেবার ছলে সাত দিনের সময় নিয়েছিলুম, তা'ত তুমি নিজেই শুনেছ।'

কিশোর বলিল,—'শুনেছি বৈকি, যাক সে-কথা। টেলিগ্রাম ফরম আছে? আমি সুকুমারকে আসবার জন্যে এখনই তার করে দিচ্ছি।'

আমি ঠাকুরকে ডাকিয়া স্কুলের আফিস ঘর হইতে একখানা টেলিগ্রাম ফরম আনিতে বলিলাম ও তাহার হাতে চাবি দিলাম। ঠাকুর ফরম আনিয়া দিলে, কিশোর একটা টেলিগ্রাম লিখিয়া আমাকে দেখিতে দিল।—

My marriage with Niharika settled. Come sharp. Kishore.

(নীহারিকার সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে। তুমি অবিলম্বে আসিবে।—কিশোর)

আমি এই টেলিগ্রাম দেখিয়া একটু হাসিলাম। তখন নারী-প্রগতির কথা আমার একেবারেই মনে আসিল না।

কিশোরকে বলিলাম,—'তুমি রাজাসাহেবের দুর্গের মধ্যে ব'সে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্গ রচনা করতে চাইছ। এবার তিনি খুব জব্দ হবেন।'

কিশোর হাসিয়া বলিল,—'তুমি এতদিনে আমার সেই কথাটা হয়ত বুঝতে পেরেছ—স্বামীর আশ্রয়ই স্ত্রীর প্রধান দুর্গ। টেলিগ্রাফ আফিস বন্ধ হয়ে যাবে, এখনই এটা পাঠিয়ে দাও।'

ঠাকুর তখনই টাকা লইয়া টেলিগ্রাফ করিতে গেল। কিশোর বলিল,—'আমি তবে এখন উঠি। যুগল আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে।'

আমি বলিলাম,—'একটু বসো। তোমার কাছে ত এ পর্য্যন্ত কোন খবরই শোনা হয়নি। আর এখানকার একজন শিক্ষয়িত্রী, নিস্তারিণী ঘোষ, আছেন, তাঁকে এ সংবাদটি এখনই দিতে হবে, আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

এই বলিয়া আমি বোর্ডিঙের দুইটি মেয়েকে ডাকিলাম, তাহারা নিস্তারিণীকে ডাকিতে গেল। কিশোর বলিল,—

'সব খবর ভাল। আমার মেডিক্যাল কলেজে পড়বার বাধা দূর হয়েছে। কৃষ্ণনগরে দাদা যে জজসাহেবের পেশকারি করেন তিনি বড় ভাল লোক। দাদার পরামর্শে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আমার মোকদ্দমার সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। তিনি সে-সব কথা শুনে বললেন,—তুমি ত অতি উত্তম কাজ করেছিলে—A most chivalrous deed for which you deserved a reward ( একজন নারীর সম্মান রক্ষার জন্ম তোমার বীরত্ব প্রকাশ,—এই জন্যে তোমার পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল )—তা' না হ'য়ে তোমার হ'লো জেল। আবার কলেজে পড়াও বন্ধ হবে? Let me see what I can do for you ( দেখি আমি তোমার কিছু উপকার ক'রতে পারি কি না। )—এই ব'লে তিনি মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে দিলেন। আমি সে চিঠি নিয়ে কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি পূর্ব্ব থেকেই আমাকে ভালবাসতেন। সেই চিঠি পেয়ে আমাকে কলেজে পড়তে অনুমতি দিয়েছেন। আরও একটি সুসংবাদ আছে—সুকুমারের ছেলে হবে।'

আমি এই সকল সংবাদ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলাম। ইতিমধ্যে নিস্তারিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—

'ভগবান রক্ষা করলেন। ব্যাপার যেরূপ ঘোরালো হ'য়ে উঠেছিল,

আমি ত মনে করেছিলাম আপনার আর উদ্ধারের উপায় নাই। আমি পূর্ব্ব হ'তেই আপনাকে সাবধান ক'রতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আপনি আমার কথায় কানই দেন নি। যা হোক, এখনও খুব সাবধান হ'য়ে চল্‌তে হবে।'

আমি বলিলাম,—'আমার দাদাকে আসবার জন্যে তার ক'রে দিলুম। খুব সম্ভব কালই দাদা আসবে।'

নিস্তারিণী বলিলেন,—'বিয়ে কোথায় হবে?'

আমি বলিলাম,—'দাদা এলে সে পরামর্শ করা যাবে। আপনি কাল সকালে বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায়কে বলবেন আমার বিপদ কেটে গিয়েছে।'

নিস্তারিণী বলিলেন,—'তা' অবশ্য বলব, তিনি আপনার একজন পরম হিতৈষী।'

পরদিন সন্ধ্যাবেলা দাদা আসিয়া পৌঁছিল। দাদা সমস্ত সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত খুসী হইল এবং এতদিন পরে আমার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিল।

দাদা বলিল,—'নীরী, মা'র আশীর্ব্বাদে তোর সব বিপদ কেটে গেল। আর কোন ভাবনা নেই।'

মায়ের কথা মনে পড়াতে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, এবং হাতযোড় করিয়া মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলাম,— 'মা, তোমার অবাধ্য হ'য়ে তোমার মনে কত কষ্ট দিয়েছি। এবার তুমি আমাদের প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কর।'

পরদিন প্রাতঃকালে কিশোর, তাহার বন্ধু যুগল বাবু ও বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় আসিলেন। নিস্তারিণীকেও খবর দেওয়া হইল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—'আমি সব কথা শুনেছি। শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। শুভস্য শীঘ্রম্। বিবাহ কোথায় হবেক ? আমি পাঁজি দেখে তার দিন স্থির ক'রে দিচ্ছি।'

নিস্তারিণী স্কুলের আফিস ঘর হইতে একখানা পাঁজি আনিয়া দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় তাহা দেখিয়া বলিলেন,—

"আজ ১৫ই অগ্রহায়ণ, আর সাত দিন পরেই ত বিবাহের উত্তম দিন আছে।'

দাদা বলিল,—'বেশ, ঐ দিনই বিয়ে হবে।'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—'কোথায় হবেক ? আমাদের অভিপ্রায়, এখানেই বিবাহ হউক।'

এই কথা শুনিয়া নিস্তারিণী বলিলেন,—'আমারও সে-ই ইচ্ছা।' পরে নিম্নস্বরে বলিলেন,—'কিন্তু রাজাসাহেবকে ত বিশ্বাস নাই, কোন রকম বাধা না জন্মান।'

দাদা বলিল,—'কেন, এ কি মগের মুলুক নাকি, যে এই জংলী রাজাকে ভয় ক'রে চল্‌তে হবে। আমি আজই রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে সব কথা ব'লে আসব। আর বিয়ে ত এখানে হ'তে পারে না, কলকাতায় হবে। তুমি কি বল কিশোর ?'

কিশোর বলিল,—'না, এখানে কি ক'রে হবে ? আমার বাড়ীর সকলকে ত জানাতে হবে, আমার দাদা আসবেন।'

পণ্ডিত মহাশয় ও নিস্তারিণীর উদ্দেশ্য যে আমার এখানে কলঙ্ক ভঞ্জন করা তাহা আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কিশোর ও দাদা যেরূপ স্থির করে তাহাই হইবে। দাদা বলিল,—

'আচ্ছা, আগে রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, পরে এ বিষয়ের মীমাংসা করা যাবে।'

দাদা, যুগল বাবু ও তাঁহাদের স্কুলের হেড মাষ্টার সন্তোষ বাবু রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। দাদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল,— 'আমি যখন রাজাসাহেবকে বলিলাম, আমার ভগিনী ইতিপূর্ব্বে অন্য একটি যুবকের সহিত বিবাহের জন্য আমার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর দ্বারা বাগ্‌দত্তা হইয়া আছে, আমি তাহার সঙ্গেই ভগিনীর বিবাহ দিব—রাজাসাহেব ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—I am really glad to hear this. I must congratulate this young man on his good luck. ( আমি ইহা শুনিয়া বাস্তবিকই সুখী হইলাম। আমি সেই যুবকের সৌভাগ্যের জন্য তাহাকে অভিনন্দন করিতেছি। ) পরে বলিলেন,—But why did your sister not tell me all this? I must have wounded her feelings. So I should not let her go from here with a bad impression. I shall arrange a farewell party in her honour—say to-morrow. ( কিন্তু আপনার ভগিনী

আমাকে এসব কথা বলেন নাই কেন? বোধ হয় আমার প্রস্তাবে তিনি মনে আঘাত পাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে এরূপ খারাপ মনের ভাব লইয়া এখান হইতে যাইতে দিতে পারি না। আমরা তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য কালই একটা পার্টির আয়োজন করিব।)—এই বলিয়া তিনি হেডমাষ্টার সন্তোষ বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কাল বৈকালে এই স্কুলের হলে সেই বিদায় সভা হবে। আমি সেই ব্রেসলেট্ জোড়া রাজাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি।'

আমি দাদার এই সমস্ত কথা শুনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। বিবাহ কলিকাতায় যাইয়াই হইবে স্থির হইল।

পরদিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় আমাদের স্কুলের হল-ঘরে সভার আয়োজন করা হইল। তাহাতে হাইস্কুলের ও আমাদের স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও স্থানীয় অনেক গণ্য মান্য লোক সমবেত হইলেন। রাজাসাহেব স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের দ্বারা আমাকে অভিনন্দিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।—

লক্ষ্মীব রূপে রূপ শোভমানা
বাণীব বিদ্যাং সকলাং শ্রয়ন্তী।
গঙ্গাম্বু পুণ্যা চরিতেন ধন্যা
নারীষু রত্নং প্রতিভাসি মে ত্বং॥

## সন্ধি

মাতুর্নিয়োগাদ্ বরমাপ্তু কামা
যা রাজলক্ষ্মীং সহসা ত্যজন্তী।
সীতেব পত্যুঃ পদবীং সরন্তী
নীহারিকে ত্বং রমসে স্বধাম্না॥

শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ সফলাস্তে মনোরথাঃ।
আয়ুরারোগ্যং সৌভাগ্যং লভস্ব স্বামিনা সহ॥

পদ্মালয়া লক্ষ্মীসম যিনি রূপবতী
বিদ্যা শিল্প কলাদিতে যেন সরস্বতী।
গঙ্গোদক সম পুণ্যা ধন্যা গুণবতী
ধরা মাঝে নারীরত্নরূপে লভ খ্যাতি॥
মাতার আদিষ্ট বরে মাল্যদান তরে
রাণীর সম্পদ যিনি যান তুচ্ছ ক'রে।
সীতা যথা রাজভোগ ত্যজি অনায়াসে
পতিপদ অনুসরি যান বনবাসে॥
নীহারিকা যথা শোভে উজলি আকাশ
নামের মহিমা লভি হও পরকাশ।
শুভজয়যুক্ত হোক জীবনের পথ
পতি সহ লভ আয়ু ভাগ্য মনোরথ॥

ইহার পরে রাজাসাহেব উঠিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন।

আমি অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলের কার্য্যের যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিলাম এবং আমি চলিয়া গেলে স্কুলের যে ক্ষতি হইবে তিনি সেই সকল কথা উল্লেখ করিয়া আমার প্রশংসা করিলেন। পরিশেষে জল-যোগান্তে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আমরা তাহার পরদিন কলিকাতায় রওনা হইলাম। নিস্তারিণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাকে বিদায় দিলেন। আমারও তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে মনে কষ্ট হইল। দাদা বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়কে বিবাহে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল, তিনি যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কলিকাতায় পৌছিয়া দাদা আমার বিবাহের আয়োজন করিল। দাদা বলিল, শঙ্করের একটি সুন্দরী ম্যাট্রিক পাশ মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। দাদাকে বলিলাম,—'তুমি প্রমীলাকে ত আনতে যাচ্ছ, সেই সঙ্গে শঙ্করকেও আসতে ব'লো।' দাদা প্রমীলাকে লইয়া আসিল, কিন্তু শঙ্কর আসিল না। দাদা বলিল,—'শঙ্কর তোর সঙ্গে দেখা ক'রতে লজ্জা বোধ করছে।' আমি বলিলাম,—'আমার বিয়ের দিনে না এসে পারবে না। সেই দিনই দেখা হবে।'

আমার বিবাহ সেই শুভদিনে শুভলগ্নে সম্পন্ন হইল, আমি গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিলাম। শঙ্কর সে-দিন আসিয়াছিল। বিবাহান্তে আমরা বাসরঘরে গেলে, শঙ্করকে ডাকিয়া পাঠাইলাম,

এবং সে আসিলে বলিলাম,—'শঙ্কর-দা, আপনার সেই হারানো মাণিককে আমি খুঁজিয়া পাইয়াছি, আপনি তাহাকে গ্রহণ করুন।'—এই বলিয়া দুই বন্ধুকে আমি আবার মিলাইয়া দিলাম। তাঁহারা গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন, আমার বাসর-ঘরের সখীগণ অমনি শঙ্খধ্বনি করিল।

সমাপ্ত